গবেষণার শিরোনাম ঃ

পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহ রোধে কৃষি ঋণের ভূমিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগ থেকে
এম. ফিল্. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

RB
332.7
OYG
c.1

রিয়াসাত আল ওয়াসিফ
রেজিঃ নং-১৩৩/১৯৯৭-৯৮
লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ ঃ জুন ২০, ২০০৫।

M.

425539

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার শিরোনাম ঃ
পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহ রোধে কৃষি ঋণের ভূমিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগ থেকে
এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

425539

GIFT

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

রিয়াসাত আল ওয়াসিফ
রেজিঃ নং-১৩৩/১৯৯৭-৯৮
লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
তারিখ ঃ জুন ২০, ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার শিরোনাম ঃ

পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহ রোধে কৃষি ঋণের ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়ক

মোঃ আসাদুজ্জামান

অধ্যাপক

লোক প্রশাসন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library

425539

425539

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

গবেষক

রিয়াসাত আল ওয়াসিফ

রেজিঃ নং-১৩৩/১৯৯৭-৯৮

লোক প্রশাসন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

রিয়াসাত আল ওয়াসিফ, রেজিঃ নং ১৩৩, শিক্ষাবর্ষ ১৯৯৭-৯৮, এম.ফিল. লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক দাখিলকৃত এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য 'পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহ রোধে কৃষি ঋণের ভূমিকা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে।

আমার তত্ত্বাবধানে সে সততা ও নিষ্ঠার সাথে গবেষণা কর্মের বিভিন্ন কাজ ধারাাবহিকভাবে সম্পন্ন করেছে। শুরুতেই সে গবেষণার প্রস্তবনা জমা দিয়েছে। পরবর্তীতে খসড়া ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন আমার যথাযথ নির্দেশনায় সম্পাদন করেছে। গবেষণা কর্মটির সীমাবদ্ধতা থাকলেও রিয়াসাত আল ওয়াসিফ তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, অনুসন্ধিৎসা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করেছে, যা প্রশংসনীয়।

এই অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোন অংশ কোন ডিগ্রী অথবা প্রকাশনার জন্য কোথাও দাখিল করা হয়নি। অভিসন্দর্ভটি এখন কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়ার অনুমোদন দেয়া হলো।

425539

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

(মোঃ আসাদুজ্জামান)
তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সবিনয় নিবেদন

আমি ঘোষণা করছি যে, 'পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহ রোধে কৃষি ঋণের ভূমিকা' শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি আমি এম.ফিল ডিগ্রীর দ্বিতীয় বর্ষের অর্ন্তভূক্ত বিষয় হিসেবে সম্পাদন করেছি। এর আগে কোথাও এ বিষয়ে কাজ করিনি কিংবা কোন প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী অর্জনের ক্ষেত্রে এই গবেষণা কর্মটি ব্যবহার করিনি। অধ্যাপক মোঃ আসাদুজ্জামান এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিসন্দর্ভটি আমি প্রথম জমা প্রদান করছি।

20.03.2008

(রিয়াসাত আল ওয়াসিফ)
রেজিঃ নং-১৩৩
শিক্ষাবর্ষ-১৯৯৭-৯৮
এম.ফিল, দ্বিতীয় বর্ষ
লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন আধুনিক প্রশাসন ব্যবস্থার আবশ্যিক প্রত্যয় । পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কৃষির ভূমিকা অগ্রগণ্য। কৃষি উন্নয়ন ও কৃষিভিত্তিক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে কৃষিঋণের ভূমিকা অসীম। কৃষিভিত্তিক কর্মসংস্থান হ্রাস পাওয়ায় এবং নানা কারণে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠী গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। ফলে গড়ে উঠেছে অসংখ্য বস্তি। ফুটপাথ গুলো ভরে যাচ্ছে গণমানুষের ভীড়ে। সৃষ্টি হচ্ছে হাজারো সমস্যা।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক সহ রাষ্ট্রায়াত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক কৃষি ঋণ প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক নীতিমালা তৈরী ও দিক দর্শনের কাজে নিয়োজিত। এই অভিসন্দর্ভে কৃষি ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আলোকসম্পাত করা হয়েছে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের উপর। কেসস্টাডি হিসেবে মানিকগঞ্জ জেলার কৃষি ঋণের চিত্র আলোচিত হয়েছে। ঢাকায় অভিগমণকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও ব্যাংক কর্মকর্তাদের উপর সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। শহরমুখী প্রবাহ ও নগরায়ণ ধারা এবং এর সাথে কৃষিঋণের সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে। কৃষিঋণের সমস্যাবলী চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য সুপারিশমালা প্রদান করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা অধিকতর ধারণযোগ্য উন্নয়ন প্রক্রিয়া স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সমালোচনামূলক আলোচনা ও সুপারিশের ভিত্তিতে শহরমুখী প্রবাহ রোধ ও কৃষি ঋণ সম্পর্কিত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে। আর তাতে উপকৃত হবে এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী, যাদের হারাবার কিছু নেই।

20.03.2008

(রিয়াসাত আল ওয়াসিফ)
রেজিঃ নং-১৩৩
শিক্ষাবর্ষ-১৯৯৭-৯৮
এম.ফিল, দ্বিতীয় বর্ষ
লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহরোধে কৃষি ঋণের ভূমিকা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রণয়নে গবেষণা কার্যে আমাকে তত্ত্বাবধান করেছেন অধ্যাপক মোঃ আসাদুজ্জামান, লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথমেই আমি তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সঠিক সহযোগিতা, পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য।

তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের বিষয়ে ঢাকা ও মানিকগঞ্জ জেলার ব্যাংক কর্মকর্তাগণ এবং ঢাকার বিভিন্ন বস্তির দরিদ্র জনগোষ্ঠী আমাকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা প্রদান করেছেন। তাদের প্রতি আমার অজস্র কৃতজ্ঞতা।

গ্রন্থ ও তথ্যাদি প্রদান করে আমাকে সহায়তা করেছেন গ্রন্থাগারিক, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারিক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মানিকগঞ্জ । তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণে আমাকে সহায়তা করেছেন জনাব বেনু গোপাল রাজ বংশী, মোঃ মামুন, আব্দুল খালেক ও সেলিম বখ্‌ত। তাদের নিকট আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

গবেষণাকর্ম সম্পাদনকালে আমার বন্ধু খালেদা আখতার এর নিকট থেকে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা পেয়েছি। তাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। শামীমা আক্তার ক্ষণা তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা করেছে। তাঁকেও অশেষ ধন্যবাদ।

এছাড়া অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে যারা আমাকে সঠিক সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়েছেন তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

20.07.2008

(রিয়াসাত আল ওয়াসিফ)
রেজিঃ নং-১৩৩
শিক্ষাবর্ষ-১৯৯৭-৯৮
এম.ফিল, দ্বিতীয় বর্ষ
লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা নং
প্রত্যয়নপত্র		
সবিনয় নিবেদন		
মুখবন্ধ		
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		
সূচীপত্র		
অধ্যায়	বিষয়	
প্রথম	প্রারম্ভ ভাষ্য	০১
	১.১ প্রবেশক	০১
	১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য	০১
	১.৩ গবেষণার অনুকল্প	০২
	১.৪ গবেষণার ক্ষেত্র	০২
	১.৫ গবেষণার পদ্ধতি	০২
	১.৬ গবেষণার গুরুত্ব	০৫
	১.৭ গবেষণার পরিধি	০৫
	১.৮ গবেষণার সীমাবদ্ধতা	০৫
	১.৯ গবেষণার উপস্থাপন পরিকল্পনা	০৫
	১.১০গবেষণার প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যালোচনা	
দ্বিতীয়	প্রত্যয়ের সংজ্ঞায়ন	০৭
	২.১ ভূমিকা	০৭
	২.২ পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠী	০৭
	২.৩ শহরমুখী প্রবাহ	১০
	২.৪ কৃষিঋণ	১১
তৃতীয়	বাংলাদেশের নগরায়ণ ধারা ও শহরমুখী প্রবাহের চিত্র	১৩
	৩.১ ভূমিকা	১৩
	৩.২ বাংলাদেশে নগরায়ণ ধারা	১৩
	৩.৩ বাংলাদেশে শহরমুখী প্রবাহের চিত্র	১৮
চতুর্থ	বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক কৃষিঋণ কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্যসমূহ	২৩
	৪.১ ভূমিকা	২৩
	৪.২ বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক কৃষিঋণ কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্যসমূহ	২৩
পঞ্চম	বাংলাদেশে কৃষিঋণের সাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহ	২৫
	৫.১ ভূমিকা	২৫
	৫.২ বাংলাদেশে কৃষিঋণের সাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহ	২৫
ষষ্ঠ	কেসস্টাডি ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং মানিকগঞ্জ জেলার কৃষি ঋণ	৩৫
	৬.১ ভূমিকা	৩৫
	৬.২ কেসস্টাডি ১ - আলোকসম্পাত ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	৩৫
	৬.৩ কেসস্টাডি ২ - মানিকগঞ্জ জেলার কৃষিঋণের অবস্থা	৪৬

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম	পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহ রোধে কৃষিঋণের ভূমিকা	৫১
	৭.১ ভূমিকা	৫১
	৭.২ পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহ রোধে কৃষিঋণের ভূমিকা	৫১
অষ্টম	গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রাপ্ত ফলাফল	৫৪
	৮.১ ভূমিকা	৫৪
	৮.২ সমীক্ষায় প্রাপ্ত উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ	৫৪
	• সমীক্ষা-১	৫৪
	• সমীক্ষা-২	৬০
নবম	শহরমুখী প্রবাহ ও কৃষিঋণের সমস্যাসমূহ	৬৪
	৯.১ ভূমিকা	৬৪
	৯.২ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহের কারণে সৃষ্ট সমস্যাবলী	৬৪
	৯.৩ কৃষিঋণের সমস্যাসমূহ	৬৫
দশম	সুপারিশমালা ও উপসংহার	৭০
	১০.১ ভূমিকা	৭০
	১০.২ শহরমুখী প্রবাহ রোধে ও কৃষি ঋণের সমস্যা সমাধানে করণীয়	৭০
	১০.৩ সমাপ্তিভাষ্য	৭৭

তথ্যপঞ্জী

পরিশিষ্ট

ক. গবেষণায় ব্যবহৃত প্রশ্নমালা। সমীক্ষা-১ (বস্তিবাসীদের জন্য)

খ. গবেষণায় ব্যবহৃত প্রশ্নমালা। সমীক্ষা-২ (ব্যাংক কর্মকর্তাদের জন্য)

গ. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের কার্যক্রম এলাকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় ঃ
প্রারম্ভভাষ্য

১.১ প্রবেশক ঃ

"বাড়ির বাইরে এসে আমাকে জিজ্ঞেস কোরোনা দারিদ্র্য কি? বরং আমার ঘরের দিকে তাকাও এবং এর ফুটোগুলো গণনা করো। ব্যবহার্য তৈজসপত্র এবং পরিধেয় কাপড়ের দিকে তাকাও। অতঃপর যা কিছু আমার সবকিছু ভালো করে দেখ এবং লেখ। তুমি যা দেখ তাই দারিদ্র্য।" [১]

দারিদ্র্য বুঝতে হবে দরিদ্রদের খুব নিকটে গিয়ে, বাইরে থেকে নয়। দারিদ্র্য একটি বহুমাত্রিক জটিল প্রপঞ্চ। দারিদ্র্য কোন খন্ডিত বিষয় বা পার্শ্বচিত্র নয়। প্রথম দর্শনেই দারিদ্র্যের চরিত্র, ব্যঞ্জনা, গতিপ্রকৃতি, অনুষঙ্গ বোঝা অসম্ভব। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে দারিদ্র্য বহমান। বাংলাদেশ ক্ষুধা শিল্পের দেশ। এদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের অবস্থান দারিদ্র্য রেখার নীচে। একদিকে ঢাকার মুখে রুজ পাউডার, অন্যদিকে রক্তশূণ্য বাংলাদেশ। ফেস পাউডার উন্নয়ন দিয়ে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা অলীক কল্পনামাত্র। সমগ্র বাংলাদেশ একটি গ্রাম। দেশের গরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষির সাথে কৃষিঋণের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। কৃষি উন্নয়ন ও কৃষিভিত্তিক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে কৃষিঋণের ভূমিকা অসীম। কৃষিঋণ না পাওয়া বা পর্যাপ্ত ভাবে না পাওয়ার কারণে এদেশের কৃষি ও কৃষক যুগপৎ হুমকির সম্মুখীন। এরূপ প্রেক্ষিতে এবং আরো নানা কারণে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠী গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে বিশেষভাবে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। প্রতিবছর ঢাকা মহানগরে গড়ে ৩ লক্ষ নতুন মানুষ এসে বসবাস করছে। ফলে গড়ে উঠছে অসংখ্য বস্তি, খুপড়ি, সৃষ্টি হচ্ছে হাজারো সমস্যা।পুরো প্রশাসন এসব ভূমিপুত্রদের সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। যদি সুষম উন্নয়ন হতো তাহলে শহরমুখী প্রবাহ বহুলাংশে হ্রাস পেত। যদি সঠিক ভাবে পর্যাপ্ত কৃষিঋণ বিতরণ করা যায় তাহলে অভিপ্রয়াণ বহুলাংশে হ্রাস পাবে। কেবলমাত্র কৃষিঋণের মাধ্যমে শহরমুখীতা বন্ধ করা যাবেনা। এক্ষেত্রে কৃষিঋণ অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।আমাদের কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে কৃষিঋণ আবশ্যিক শর্ত। যথার্থ কৃষিঋণ যেমন উন্নয়নে নব তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে আবার কৃষিঋণের স্বল্পতা বৃদ্ধি করে শহরমুখী প্রবাহ। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহ কাম্য নয়।আপন কর্মবৃত্তে কর্মচঞ্চল হবে এদেশের প্রতিটি মানুষ,এটাই প্রত্যাশিত। প্রত্যাশা ও প্রাপ্তিতে লক্ষ যোজন দুরত্ব। শহরমুখী প্রবাহ ও কৃষিঋণের আন্তঃ সম্পর্ক এই অভিসন্দর্ভের মূলসুর ।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

বাংলাদেশে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠী কি হারে শহরমুখী হচ্ছে তা নিরূপণ করা এই গবেষণার উদ্দেশ্য। এছাড়াও শহরমুখীতার ক্ষেত্রে কৃষিঋণ ব্যবস্থার ব্যর্থতা কতটুকু তা নিরূপণের পাশাপাশি কৃষি ঋণ ব্যবস্থা প্রশাসন চিহ্নিত করাও এ গবেষণার উদ্দেশ্য। বাংলাদেশে কৃষি ঋণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ এবং তা সমাধান পূর্বক কিভাবে যুগধর্মী করা যায় তা আলোকপাত করাও এই গবেষণার লক্ষ্য। কৃষি ঋণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের ফলে এবং কৃষিঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে শহরমুখীতা কিভাবে হ্রাস করা যায় এবং পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখীতা হ্রাস করে পল্লী উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে দারিদ্র মোচন তথা সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করার উপায় নির্ধারণও এই গবেষণার উদ্দেশ্য ।

১ কেনিয়ার জনৈক ব্যক্তির অভিমত (World Development Report, 2000-01)

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ গবেষণার অনুকল্প ঃ

কৃষিঋণ না পাওয়ার কারণে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠী শহরমুখী হচ্ছে।

চাহিদা অনুযায়ী কৃষিঋণ প্রাপ্তি কম হওয়ার কারণে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহ বাড়ছে।

পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে যদি চাহিদা অনুযায়ী যথার্থভাবে কৃষিঋণ প্রদান করা যায় তাহলে শহরমুখী প্রবাহ অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব।

১.৪ গবেষণার ক্ষেত্র ঃ

গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে কৃষিঋণ প্রদানকারী বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকে গমন এবং তাদের বার্ষিক বিবরণী সংগৃহীত হয়েছে । বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি ঋণ ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং করে থাকে । তাই এই গবেষণার অন্যতম ক্ষেত্র বাংলাদেশ ব্যাংক । উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কৃষিঋণ সংক্রান্ত নীতিমালা, বিভিন্ন সার্কুলার, বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে । বাংলাদেশ কৃষি ঋণ ব্যবস্থার একটি বিরাট অংশ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন শাখায় গমনের মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে । রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক রাজশাহী বিভাগের কৃষি ঋণের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে পাবনা জেলার রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকে গমন, ব্যাংক ম্যানেজারের সাথে আলোচনা এবং বার্ষিক প্রতিবদেনসহ সার্কুলার সংগৃহীত হয়েছে । এ ছাড়াও ঢাকার শেখেরটেক বস্তির ২০ জন, কমলাপুর টিটি পাড়া বস্তির ১৫ জন এবং শান্তিবাগ-মালিবাগ রেলগেট বস্তির ১৫ জনের উপর জরিপ পরিচালিত হয়েছে যার মাধ্যমে কৃষি ঋণের চিত্র ও শহরমুখীতার নানা অনুষঙ্গ বেরিয়ে এসেছে । ঢাকা ও মানিকগঞ্জে কর্মরত মোট ৫০ জন ব্যাংক কর্মকর্তার উপর সুনির্দিষ্ট প্রশ্নমালার ভিত্তিতে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এর মাধ্যমে কৃষি ঋণ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার নানা চালচিত্র প্রতিভাত হয়েছে ।

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি ঃ

'পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহ রোধে কৃষিঋণের ভূমিকা' শীর্ষক গবেষণা ক্ষেত্রে সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। এর মাধ্যমে সামাজিক গবেষণার নতুন ঘটনা চিহ্নিত করণ ও পুরনো সত্য বা ঘটনা যাচাই করা হয়। এসব ঘটনায় ধারাবাহিকতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়। আলোচ্য গবেষণায় যে ধাপগুলো অনুসৃত হয়েছে তা হলো- পর্যবেক্ষণ, গবেষণার জন্য সমস্যা নির্ধারণ, আনুষঙ্গিক বইপত্র, গবেষণা, জার্নাল ইত্যাদির পর্যালোচনা, গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ, ব্যবহৃত তথ্যের বিশ্লেষণ, গবেষণার নকশা তৈরী, তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ, তথ্য বা উপাত্ত বিশ্লেষণ, সাধারনীকরণ ও ব্যাখ্যাকরণ, প্রতিবেদন তৈরী ও উপস্থাপন ।

গবেষণার মৌলিক পদ্ধতিঃ

সামাজিক জরিপ পদ্ধতি ঃ

গবেষণাটিতে প্রাথমিকভাবে সামাজিক জরিপ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। সামাজিক অগ্রগতির জন্য গঠনমূলক কর্মসূচী প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সামাজিক অবস্থা ও চাহিদার উপর বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্পন্ন অনুসন্ধানকে সামাজিক জরিপ বলে। জরিপের ফলাফল প্রণয়নে ও বাস্তব কর্মসূচী নীতিপ্রণয়নে ব্যবহৃত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি ঃ

এছাড়াও গবেষণা ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ, সাময়িকী, জার্নাল, পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য মৌখিক বিষয়ের রীতিবদ্ধ, বস্তু নিরপেক্ষ ও সংখ্যাতাত্ত্বিক বর্ণনা করা হয়েছে।

কেস স্টাডি পদ্ধতি ঃ

কোন একটি বিষয় বা সমস্যার একটি অংশের উপর বিস্তারিতভাবে আলোকসম্পাত করে সার্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে কেস স্টাডির পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

নমুনা নির্বাচনঃ

আলোচ্য গবেষণার নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে ঢাকা ও মানিকগঞ্জের কর্মরত ৫০ জন ব্যাংক কর্মকর্তা ও ঢাকায় অভিগমনকারী শেখেরটেক, কমলাপুর টিটিপাড়া, শান্তিবাগ-মালিবাগ রেলগেট বস্তির দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক সরকারী ও বেসরকারী কার্যক্রম সম্পর্কে ধারনা লাভ করা যাবে।সে ভিত্তিতে তাদেরকে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। কেস স্টাডি হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং মানিকগঞ্জ জেলার কৃষি ঋণের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে।

প্রশ্নমালা তৈরী ঃ

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ, প্রাথমিক জরিপ ও পূর্ব নিরীক্ষিত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে একটি প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়েছে ৫০ জন ব্যাংক কর্মকর্তা ও বস্তিবাসীর জন্য। তাদের প্রশ্নমালা প্রদান করা হয় এবং তারা তাদের মতামত ব্যক্ত করে।

তথ্যের উৎসঃ

আলোচ্য গবেষনায় প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক এই দুই ধরনের উৎস হতে তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে । প্রাথমিক উৎস হিসেবে ঢাকার কমলাপুরের টিটিপাড়া বস্তি, শেখের টেক বস্তি এবং শান্তিবাগ-মালিবাগ-রেলগেট বস্তির ঢাকায় অভিগমনকারীদের উপর জরীপ পরিচালিত হয়েছে । ঢাকা ও মানিকগঞ্জের কৃষি ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক এবং জনতা ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তাদের উপর সুনির্দিষ্ট প্রশ্নমালার ভিত্তিতে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে । মাধ্যমিক উৎস হিসেবে কৃষি ঋণের সাথে সম্পর্কিত ব্যাংকসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী, মানিকগঞ্জ জেলার কৃষি ঋণ কমিটির কার্যবিবরণীসহ বিভিন্ন বই-পুস্তক, প্রতিবেদন, সাময়িকী, সেমিনার পেপার ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে ।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিঃ

এ গবেষণায় বস্তিবাসী ও ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পৃথক প্রশ্নমালা পূরণ করে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে । কেস স্টাডি হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং মানিকগঞ্জ জেলার কৃষি ঋণের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে ।

তথ্য বিশ্লেষণ

উপরোক্ত পদ্ধতিতে উল্লিখিত উপকরণ ব্যবহার করে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা এই অভিসন্দর্ভে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে সারণী, ছক, চিত্র, গ্রাফ ইত্যাদি ব্যবহার করে ফলাফলের প্রমাণযোগ্যতা আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সমগ্রকের বৈশিষ্ট্য ঃ

সমীক্ষা- ০১ঃ

সমীক্ষা- ০১ এ ঢাকায় অভিগমনকারী কমলাপুরের টিটি পাড়া বস্তির ১৫জন শান্তিবাগ মালিবাগ রেলগেট বস্তির ১৫ জন, শেখের টেক বস্তির ২০ জন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর জরিপ পরিচালিত হয়েছে।

সারনী-১.১ ঃ ৫০ জন অভিগমনকারীর নিজ জেলা

জেলা	সংখ্যা
১. চাঁদপুর	৫ জন
২. কুড়িগ্রাম	৭ জন
৩. নীল ফামারী	৮ জন
৪. লাল মনির হাট	৩ জন
৫. চাঁপাই নবাব গঞ্জ	২ জন
৬. কুমিল্লা	১ জন
৭. নোয়াখালী	২ জন
৮. ফরিদপুর	৬ জন
৯. দিনাজপুর	২ জন
১০. রংপুর	৭ জন
১১. খাগড়াছড়ি	১ জন
১২. বান্দরবান	১ জন
১৩. মৌলভীবাজার	২ জন
১৪. পাবনা	২ জন
১৫. সিরাজগঞ্জ	১ জন
মোট	**৫০ জন**

সমীক্ষা-২ ঃ

৫০ জন ব্যাংক কর্মকর্তা (সিনিয়র অফিসার, প্রিন্সিপাল অফিসার, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার) এর উপর সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে যারা কৃষি ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক এ কর্মরত আছেন এবং যাদের কর্মস্থল ঢাকা ও মানিকগঞ্জ।

সারনী-১.২ ঃ বিভিন্ন ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সংখ্যা

ব্যাংক কর্মকর্তা	**ব্যাংক**
কৃষি ব্যাংক	২০ জন
সোনালী ব্যাংক	১৫ জন
জনতা ব্যাংক	১০ জন
অগ্রণী ব্যাংক	০৫ জন
মোট	৫০ জন

১.৬ গবেষণার গুরুত্ব ঃ

বাংলাদেশ দারিদ্র পীড়িত দেশ। তাই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত সকল গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত । কৃষক ও কৃষিঋণ আন্তঃ সম্পর্কিত। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে এ গবেষণাটি অবদান রাখবে । কৃষি ঋণের সাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনামূলক আলোচনা প্রতিষ্ঠানের দূর্বলতা দূরীকরণে এবং কৃষি উন্নয়নে এ গবেষণা অবদান রাখবে। এই গবেষণার মাধ্যমে কৃষিঋণের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। ঋণ বিতরণ ও আদায় সমস্যাসমূহ পৃথকভাবে চিহ্নিত হয়েছে । গবেষণার সুপারিশমালা ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারনের সহায়ক হবে। সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আলোচ্য গবেষণা কার্যকর অবদান রাখবে বলে ধারণা করা হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

১.৭ গবেষণার পরিধি ঃ

গবেষণাটি বাংলাদেশের বাস্তবতার আলোকে শহরমুখী প্রবাহ ও কৃষিঋণ বিষয়ক যা সমগ্র বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গ্রহণযোগ্য ও প্রয়োগযোগ্য ।

১.৮ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ঃ

উত্তরদাতাদের মধ্যে অনেকেরই ছিল রক্ষণশীল মনোভাব দেখা যায় । এ মনোভাবের কারণে অনেকের মধ্যে স্বতঃস্ফুর্ততার অভাব পরিলক্ষিত হয় । উত্তরদাতারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ। ফলে আঞ্চলিক ভাষা মিথস্ক্রিয়ায় সমস্যা সৃষ্টি করেছে। প্রায়শই বিভিন্ন গবেষণা কার্যে বস্তিবাসীদেরকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। ফলে বিষয়টি তাদের কাছে অত্যন্ত প্রথাগত হওয়ায় উত্তরদাতাদের অনেকেই অনীহা প্রকাশ করেছে। এছাড়াও এই গবেষণায় মাধ্যমিক উৎসের উপর অধিক নির্ভর করা হয়েছে ।

১.৯ গবেষণার উপস্থাপন পরিকল্পনা ঃ

গবেষণাটি মোট দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে প্রারম্ভ ভাষ্য, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার অনুকল্প, গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণার সীমাবদ্ধতা, গবেষণার পরিধি, গবেষণার উপস্থাপন পরিকল্পনা ও প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রত্যয়ের সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে গবেষণা কর্মের বিভিন্ন প্রত্যয়ের উপর ধারণা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের নগরায়নের ধারা ও শহরমুখী প্রবাহের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণ কার্যক্রমের বৈশিষ্ট সমূহ আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশে কৃষি ঋণের সাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান সমূহের কৃষি ঋণের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে কেস স্টাডি হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের উপর আলোকসম্পাত করা হয়েছে এবং মানিকগঞ্জ জেলার কৃষি ঋণের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহ রোধে কৃষিঋণের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ এবং প্রাপ্ত ফলাফল আলোচিত হয়েছে। নবম অধ্যায়ে শহরমুখী প্রবাহ ও কৃষি ঋণের সমস্যা সমূহ আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কৃষিঋণ আদায় ও বিতরণের সমস্যা পৃথকভাবে চিহ্নিত হয়েছে এবং দশম অধ্যায়ে সুপারিশমালা ও উপসংহার প্রদান করা হয়েছে।

১.১০ প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যালোচনা ঃ

সামাজিক গবেষণায় প্রাসঙ্গিক তথ্য, সাময়িকী, জার্নাল, পত্র পত্রিকা পর্যালোচনা বা সাহিত্য সমীক্ষা করা হয়। কেননা সামাজিক গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন, প্রকল্প গঠন, অনুমান নির্ধারিণ, পদ্ধতি উদ্বাবন, ফলাফল তুলনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাহিত্য সমীক্ষা তাত্ত্বিক ভিত্তি ও প্রায়োগিক কৌশল তথা গবেষণা কর্ম সম্পাদনে সম্যক সহায়তা করে থাকে। এই গবেষণা কর্ম সম্পর্কে পূর্বে পরিচালিত গবেষণা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় না। তবে মাইগ্রেশন ও কৃষি ঋণ বিষয়ে পৃথকভাবে বিভিন্ন গবেষণা কর্ম পরিচালিত হয়েছে ।
সমীক্ষা পরিচালনায় নিম্নোক্ত তথ্য / তথ্যপঞ্জী সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

আনোয়ারা বেগম, ডেসটিনেশন ঢাকা, আরবান মাইগ্রেশনঃএক্সপেক্টেশন এন্ড রিয়েলিটি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯ ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিঃ।

নজরুল ইসলাম, উন্নয়নে নগরায়ণ, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০০৩, মাওলা ব্রাদার্স। নগরায়ণ, উন্নয়ন, গৃহায়ণ, ঢাকার উন্নয়ন প্রসঙ্গ, নগর ভ্রমন ইত্যাদি সম্পর্কিত এটি একটি সংকলিত গ্রন্থ।

Dhaka University Institutional Repository

ঋতা আফসার, রুরাল-আরবান মাইগ্রেশন ইন বাংলাদেশ প্রথম প্রকাশ ২০০০ ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিঃ। পলী ও শহর অভিবাসন প্রক্রিয়া বিশেষত এর কারণ, স্থিতিশীলতা ও ফলাফল, নগরায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে এটি একটি গবেষণা কর্ম।

এস.এম. জাকারিয়া, যুগ্ম সচিব, নবম সিনিয়র স্টাফ কোর্স-এর সেমিনার পেপার। বিষয় রুরাল-আরবান মাইগ্রেশন ইন বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, উনবিংশ খন্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ১৪০৮, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারী ২০০২।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৩, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৪, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাংলাদেশ ইকনোমিক রিভিউ ২০০৩, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলী ২০০২-২০০৩, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ইকনোমিক ট্রেন্ডস্, মে ২০০৪, নম্বর ৫, পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ডেভেলপমেন্ট রিভিউ, ভল্যুম ১৩, জানুয়ারী এবং জুন ২০০১, নং ১ ও ২, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী।

রুশিদান ইসলাম রহমান, "পোভার্টি এ্যালিভিয়েশন এন্ড এমপাওয়ারমেন্ট থ্রু মাইক্রো ফিনান্স", রিসার্চ মনোগ্রাফ ঃ ২০, জুন ২০০০, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

তারেক শামসুর রেহমান সম্পদিত বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮, মাওলা ব্রাদার্স।

স্থাপত্য ও নির্মাণ, নগর উন্নয়ন সংখ্যা ১০।

বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকনোমি, ত্রয়োদশ খন্ড, প্রথম সংখ্যা, জুলাই ১৯৯৫, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

মোঃ নূর মোস্তফা সংকলিত তথ্য, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সার্বিক অবস্থা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, মিরপুর, ঢাকা।

মানিকগঞ্জ জেলার কৃষিঋণ কমিটির কার্যবিবরণী, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫ সাল।

বাংলাদেশ আরবান স্টাডিজ, ভল্যুম-১, নং- ২, জুন ১৯৯৩, আরবান স্টাডিজ প্রোগ্রাম, ভূগোল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আব্দুর রকিব, জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ ব্যাংক, নবম সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি,সাভার, ঢাকা-এর সেমিনার পেপার। বিষয় ঃ বাংলাদেশে কৃষিঋণ আদায় সমস্যা।

আনু মাহমুদ "বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি", প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০০০-আগামী প্রকাশনী।

আনু মুহাম্মদ "বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতি", প্রকাশ-২০০০, মীরা প্রকাশন।

দৈনিক অর্থনীতি, জানুয়ারী ২০০০, সম্পাদনায় জাহিদুজ্জামান ফারুক।

বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯১-১৯৯২, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ
প্রত্যয়ের সংজ্ঞায়ন

২.১ ভূমিকা ঃ

গবেষণার শিরোনাম "পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহ রোধে কৃষিঋণের ভূমিকা" এর অন্তর্গত বিভিন্ন প্রত্যয়ের সংজ্ঞায়ন বা বিভিন্ন প্রত্যয় সম্পর্কে এই অধ্যায়ে ধারণা দেয়া হয়েছে। শিরোনামে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রত্যয় হলো-

- পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠী
- শহরমুখী প্রবাহ
- কৃষিঋণ

২.২ পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠী ঃ

গবেষণার শিরোনামে ব্যবহৃত "পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠী" বলতে বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র জনগণকে বুঝানো হয়েছে। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ কিন্তু অন্যতম দারিদ্র্য পীড়িত দেশ। ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে পারছে না এ দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ। বাংলাদেশের জাতীয় পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই দারিদ্র্যের হার গ্রামে ও শহরে যথাক্রমে ৪৪.৯৩ এবং ৪৩.৩ শতাংশ।[১] মাথাপিছু আয় জীবনযাত্রার মান কিংবা পর্যাপ্ত ক্যালরীযুক্ত খাদ্য গ্রহণের গড় পরিমাপে দারিদ্র পরিস্থিতির উন্নতি দেখা গেলেও চুঁইয়ে পড়া তত্ত্ব অনুযায়ী প্রকৃত দরিদ্র্যদের কোন উন্নতি হচ্ছে না। চরম দরিদ্রের অধিকাংশ পরিবারগুলো গ্রামে বসবাস করে। চরম দরিদ্র পরিবারগুলো দারিদ্র্য সীমার আয়েরও ৪০ শতাংশ নিচে বাস করছে। সংখ্যার হিসেবে এ ধরণের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪০ শতাংশ।[২] যে জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিদ্যমান তারাই দরিদ্র। দরিদ্র বা দারিদ্র একটি বহুমাত্রিক ও জটিল বিষয়। দারিদ্র কোন খন্ডিত বিষয় বা পার্শ্ব চিত্র নয়। কেননা দারিদ্র কখনো আয় বঞ্চনা কিংবা ভোগ ঘাটতিকে বুঝায়। আবার কখনও তা সম্পদহীনতাকে নির্দেশ করে। আবার কখনো দারিদ্র্য আসে ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা আর দুঃস্থতাকে সঙ্গী করে। অন্যদিকে অর্থসম্পদের অভাব না থাকলেও শিক্ষাহীন কিংবা স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তিও যে দরিদ্র, সে কথা হালে জোর দিয়েই বলছে উন্নয়ন অর্থনীতিবিদগণ। নিরাপত্তাহীনতাও যে কোন স্বচ্ছল, সবল মানুষকে মুহুর্তে পরিণত করে দুর্বল দরিদ্রজনে।

দারিদ্র একদিকে স্থানিক অন্যদিকে সময় নির্ভর। কখনো দীর্ঘস্থায়ী আবার কখনো সাময়িক। কখনো স্থির আবার কখনো গতিশীল। কখনো এক প্রজন্মের, আবার কখনো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে দারিদ্র বহমান। তাছাড়া যে যাই বলুক মানুষ দু'বেলা পেট ভরে খেতে না পারলে দারিদ্র থেকে মুক্তি কথা বলে লাভ নেই। সুতরাং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা আর দারিদ্র প্রায় সমার্থ। তবে দারিদ্রের কথা বলতে গেলে পুষ্টির প্রসঙ্গ আসবেই। আসবে আয় উপার্জনের কথা। আসবে বিদ্যুৎ, রাস্তা-ঘাটসহ অবকাঠামোর কথা। কিন্তু এসবের পাশাপাশি আসবে ক্ষমতাহীনতার কথা। কণ্ঠরোধের কথা, কণ্ঠহীনতার কথা। আসবে মান সম্মান নিয়ে ভাল সামাজিক পরিবেশে বাঁচার প্রয়োজনীয়তার কথা। এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কতটা দক্ষতা ও সুবিচারের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছে, সে কথাও বিচারের দাবী রাখে।

১ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০১ পৃঃ ৫৫
২ রহমান, হোসেন, জিল্লুর, ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্রের নানা রূপ ও মাত্রার মধ্যে আয় -দারিদ্র্যই সবচেয়ে বেশী আলোচিত। হালে স্বাস্থ্য, পুষ্টি বা শিক্ষা দারিদ্র্যের মত মানবসম্পদ বিষয়ক দারিদ্রও বেশ জোরেসোরে আলোচিত হচ্ছে। আলোচনা হচ্ছে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীর দারিদ্র নিয়ে। যে পরিমন্ডলে আমাদের বেড়ে ওঠা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বসবাস সেই পরিবেশের দারিদ্র্যও এখন টেকসই জীবন ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করছে। পরিবেশ ও দারিদ্র্যের কথা তাই একই সঙ্গে আলোচিত হচ্ছে। নিচের বক্সটিতে দরিদ্র মানুষের দৃষ্টিতে দারিদ্রের বিভিন্ন কারণসমূহ কি তা তুলে ধরা হয়েছে। এই কারণগুলো অনুযায়ী দারিদ্র্যের রূপও ভিন্ন হয়।

বক্স : দারিদ্র্যের কারণসমূহ

ক. প্রেক্ষিতসমূহ ● মৌলিক চাহিদা পূরণে আয় ও সম্পদের অভাব ● সমাজ বা রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গরিবদের কথা বলার সুযোগ না থাকা এবং ক্ষমতাহীনতা ● দূর্যোগ দুর্বিপাক মোকাবিলায় সামর্থ্যের অভাব বা ব্যর্থতা
খ. সম্পদের রিটার্ন বা উৎপাদনশীলতা ● মানব সম্পদ : মূল শ্রম ক্ষমতা,দক্ষতা ও কলা-কৌশল এবং সুস্বাস্থ্য ● প্রাকৃতিক সম্পদ : ভূমি/জমির ● ভৌত সম্পদ : অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা ● আর্থিক সম্পদ : সঞ্চয় এবং ঋণের সুযোগ ● সামাজিক সম্পদ : প্রয়োজনের সময় সহযোগিতা পাওয়া যাবে এমন পরস্পর সমন্ধযুক্ত র্বক্তি বা গোষ্ঠীর নটওয়ার্ক এবং সম্পদের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব। গ. তথ্য প্রাপ্তির সুযোগের অভাব।

উৎস : World Bank 2000, Word Development Report, 2000-01.

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS) সর্বশেষ প্রকাশিত Household Expenditure Surey,1995/96 অনুযায়ী দৈনিক মাথাপিচু ২১২২ কিলো ক্যালরী গ্রহণ পরিমাপে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে পল্লী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৪৭.১ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে এবং দৈনিক ১৮০৫ কিলো ক্যালরী গ্রহণ পরিমাপে ২৪.৬ শতাংশ ছিল চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে। ১৯৮৩/৮৪ অর্থ বছরে গ্রাম অঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ছিল ৬১.৯ শতাংশ এবং ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছরে তা নেমে আসে ৪৭.৭ শতাংশ (সারণি ১)। ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৯০/৯১ অর্থ বছরে গ্রাম অঞ্চলে চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠী ছিল যথাক্রমে ৩৬.৭ শতাংশ এবং ২৮.৩ শতাংশ। অপরদিকে ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছরে শহর অঞ্চলে ৪৯.৭ শতাংশ দরিদ্র এবং ২৭.৩ শতাংশ চরম দরিদ্র ছিল। যেখানে ১৯৮৩/৮৪ এবং ১৯৯১/৯২ অর্থ বছরে শহর অঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬৭.৭ শতাংশ এবং ৪৬.৭ শতাংশ। এ কথা সত্যি দারিদ্র্যহার ধীরে হলেও কমছে। তবে, সংখ্যার কি থেকে দরিদ্র মানুষের উপস্থিতি এখনও বিপুল।

সারণি-২.১ ঃ ক্যালরী গ্রহণ ভিত্তিক দরিদ্র ও চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা (মোট জনসংখ্যার শতাংশ)

দারিদ্র্যের ধরণ		১৯৯৫/৯৬	১৯৯১/৯১	১৯৮৮/৮৯	১৯৮৫/৮৬	১৯৮৩/৮৪
দারিদ্র্য	জাতীয়	৪৭.৫	৪৭.৫	৪৭.৮	৫৫.৭	৬২.৬
	পল্লী	৪৭.১	৪৭.৬	৪৭.৮	৫৪.৭	৬১.৯
	শহর	৪৯.৭	৪৬.৭	৪৭.৬	৬২.৬	৬৭.৭
চরম দারিদ্র্য	জাতীয়	২৫.১	২৮.০	২৮.৪	২৬.৯	৩৬.৮
	পল্লী	২৪.৬	২৮.৩	২৮.৬	২৬.৩	৩৬.৭
	শহর	২৭.৩	২৬.৩	২৬.৩	৩০.৭	৩৭.৮

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০১ হতে গৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

ঐ একই জরিপ (HES 1995/96) এ দারিদ্র্য পরিমাপে ক্যালরী গ্রহণ প্রক্রিয়া ছাড়াও প্রথম বারের মত মৌলিক চাহিদার খরচ (CBN) প্রক্রিয়ার ব্যবহার করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়া অনুযায়ী ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছরে জাতীয় পর্যায়ে ৩৫.৬ শতাংশ জনগোষ্ঠীর চরম দরিদ্র এবং ৫৩.১ শতাংশ দরিদ্র রয়েছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর একটি প্রতিবেদনের নির্দেশ করে অর্থনৈতিক সমীক্ষায় দেখানো হয় যে, পল্লী অঞ্চলে ৫০ শতাংশের বেশি জনগণ দরিদ্র (৫১.৭%, ১৯৯৪ সন)। এর মধ্যে চরম দরিদ্র প্রায় ২২.৫ শতাংশ (সারণী ২)। প্রতিবেদনে অবশ্য পল্লী অঞ্চলে এ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আর্থিক, শিক্ষা, বাসস্থান, পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির উন্নয়ন। ১৯৯৫ সালে শহরে দারিদ্র্যের উপর পরিচালিত ভিন্ন এক জরিপে ৬০.৮৬ শতাংশ পরিবার দরিদ্র এবং ৪০.২ শতাংশ পরিবার চরম দরিদ্র বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৯৮০ শতাংশ পরিবার নিরাপদ খাবার পানি এবং ৪১ শতাংশ স্যানিটারী ল্যাট্রিনের সুযোগ পাচ্ছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। পল্লী অঞ্চলে প্রাকৃতিক, ব্যাধি ও অন্যান্য কারণ জনিত দূর্যোগ মোকাবিলায় আয়ের অনেকাংশে ব্যয়িত হয়, যা পল্লী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে আয়ের ২২ শতাংশ (চরম দরিদ্রের ক্ষেত্রে ২৭% ব্যয়িত হয়)।

সারণি-২.২ ঃ পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র্য অবস্থার পরিবর্তন (সংখ্যাগুলো মোট জনসংখ্যার শতাংশ), ১৯৮৭/১৯৯৪

সূচক	১৯৮৭	১৯৮৯-৯০	১৯৯৪
চরম দরিদ্র	২৫.৮	৩০.৭	২২.৫
দরিদ্র	৩১.৭	২৮.৬	২৯.২
দরিদ্র ও চরম দরিদ্র	৫৭.৫	৫৯.৩	৫১.৭
দারিদ্র্য ব্যবধান (Poverty gap) অনুপাত (%)	২১.৭	২৪.৮	১৯.২
এফজিটি	১০.৯	১৩.৫	৯.৬

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০১ হতে গৃহীত।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'দারিদ্র্য পরিস্থিতির নিয়মিত ও ধারাবাহিক পরিবীক্ষণ' প্রকল্পের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য গত চার বছরে ৪৭ শতাংশ থেকে খানিকটা করে দাঁড়িয়েছে ৪৪.৭ শতাংশ। ১৯৯৯ সালে শহর অঞ্চলে ৪৩.৩ শতাংশ জনসংখ্যা দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল এবং গ্রাম অঞ্চলে একই সময়ে এ দারিদ্র্যের হার ছিল ৪৪.৯ শতাংশ (সারণি ৩) তাছাড়া এ সমীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণে ১৯৯৬ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সময়ে শহর ও গ্রাম অঞ্চলে দারিদ্র্য পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। তবে একথা ঠিক চরম দারিদ্র্যের পরিমাপে বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বলা যায় যে, আশির দশকের তুলনায় নব্বই দশকে দারিদ্র্য পরিস্থিতির সার্বিক উন্নতি হয়েছে। দারিদ্র্য বিষয়ে গবেষণায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের ধারণা দারিদ্র রেখার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা হালে চল্লিশ শতাংশের কাছাকাছি চলে এসেছে। সংখ্যাচিত্রের বাইরে চোখ ফেরালেও লক্ষ করা যায় যে, চাল চুলো নেই, পায়ে স্যান্ডেল নেই, গায়ে একখন্ড জামাও নেই এমন মানুষের সংখ্যা হালে খানিকটা কমেছে।

সারণি-২.৩ ঃ সাম্প্রতিক দারিদ্র্য পরিস্থিতি ঃ মাথা গণনা অনুপাত

এলাকা	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯
জাতীয়	৪৭.০	৪৬.০	৪৬.৭	৪৪.৭
পল্লী	৪৭.৯	৪৬.৮	৪৭.৬	৪৪.৯
শহর	৪৪.৪	৪৩.৪	৪৪.৩	৪৩.৩

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর দারিদ্র্য পরিস্থিতির নিয়মিত ও ধারাবাহিক পরিবীক্ষণ প্রকল্প।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ শহরমুখী প্রবাহ ঃ

গবেষণায় শিরোনামে 'শহরমুখী প্রবাহ' প্রত্যয়টি সংযুক্ত হয়েছে। শহরমুখী প্রবাহ বলতে এই গবেষণায় বাংলাদেশের পল্লী এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পল্লী এলাকা হতে শহরের দিকে গমণ অর্থাৎ অভিপ্রয়াণ বা `Migration' বুঝানো হয়েছে। পল্লী এলাকা হতে শহরের যাওয়ার এই ধারাকে এই গবেষণায় শহরমুখী প্রবাহ বুঝানো হয়েছে।

অভিপ্রয়াণ বা Migration এর সর্বজনবিদিত কোন সংজ্ঞা নেই। জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি সম্পর্কে পরিসংখ্যানগত ধারণা লাভ কার সম্ভব। কিন্তু অভিপ্রয়াণ হল একটি শারীরিক ও সামাজিক বিনিময় (Transaction) বা শুধুমাত্র জৈবিক প্রবাহ নয়। প্রকৃতপক্ষে অভিপ্রয়াণকারী একজন ব্যক্তি যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গমণ করে। গতিশীলতা বা প্রবাহ বলতে এক ধরণের এলাকাগত বিচরণ যা আর্থ-সামাজিক অবস্থার পবির্তনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়।

- **Lee-** Migration এর সংজ্ঞায়ন করেছেন।" As a permanent or semi-per manent change of residence" হিসেবে।
- **লুইসের** 'জনসংখ্যাগত ভারসাম্যের সমতা' এর আলোকে Migration প্রত্যয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে-

$$PT = PO+B-D+IM-OM$$

PT = বিরতি শেষে জনসংখ্যা
PO = বিরতির শুরুতে জনসংখ্যা
B = বিরতির সময় জন্ম
D = বিরতির সময় মৃত্যু
IM = বিরতির সময় আগত অভিবাসীর সংখ্যা
OM = বিরতির সময় নির্গত অভিবাসীর সংখ্যা।

মাইগ্রেশন বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে জনসংখ্যা ব্যবস্থা বোঝায় (PT) যা জন্মমৃত্যুর কারণে অবশিষ্ট জনগণ ও একটি নির্দিষ্ট সময়ে আগত ও নির্গত জনসংখ্যার ভারসাম্যের সমষ্টি এবং পূর্বে আগত জনসংখ্যার সমষ্টি বোঝায়।

- **Michele P.Todaro-** এর মতে, যে কোন আর্থ সামাজিক নীতি গ্রাম-নগরের প্রকৃত আয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। অভিবাসীরা মাইগ্রেশনের মাধ্যমে পলী ও শহর এলাকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রম বাজারের সুযোগ সুবিধা বিবেচনা করে যা তাদের সর্বাধিক প্রত্যাশা পুরণ করে সেই এলাকায় গমণ করে। সর্বাধিক প্রত্যাশা পরিমাপ করা যায় পলী ও নগর এলাকার কাজের প্রকৃত আয়ের পার্থক্যের উপর এবং নগর এলাকার নতুন অভিবাসীদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার উপর।

- **Standing** মাইগ্রেশনের ধারণাগত আলোচনায় বলেন যে, অভিবাসী তারা ঃ

  "who moved in the intercensal period and who at the time of the second census were living in an area, that was not the same as the area in which they were living at the time of the first census. In temporal terms, that effectively excludes two groups-those

Dhaka University Institutional Repository

who had migrated before the first census and those who moved within the intercensal period but also had returned to the area in which they were living at the time of the first census" [১]

(standing, 1984; 36)

•**Hugo এবং Standing-** এর মতে মাইগ্রেশন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যা নিম্নের ছকে প্রদান করা হলো ঃ

ছক ২.১ ঃ মাইগ্রেশনের স্থানগত গতিশীলতার ধারণা

স্থানগত গতিশীলতা	গতিশীলতার অবস্থা/প্রকার	মাইগ্রেশনের প্রকারভেদ	মনস্তাত্বিক উপাদান
ক. স্থান খ. আবাসস্থল গ. সময় ঘ. পরিবর্তনশীল কর্ম	ক. স্থায়ী অভিবাসনকারী খ. অস্থায়ী অভিবাসনকারী গ. বদলী ঘ. দীর্ঘমেয়াদী অভিবাসনকারী ঙ. অভিবাসনকারী নয় চ. বিবিধ (স্বউদ্যোগী, কর্মঠ)	ক. স্থায়ীভাবে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খ. চক্রাকার গ. চেইনের মত ঘ. পর্যায়ক্রমে	অভিপ্রয়াণের মুহূর্ত ঃ ক. অভিপ্রয়ণ না করা খ. অভিপ্রয়াণ বিবেচনা করা কিন্তু অস্থায়ী সময় বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাতিল করা গ. অভিপ্রয়াণের সিদ্ধান্ত নেয়া কিন্তু সময় বা স্থান অনিশ্চিত ঘ. অভিপ্রয়াণ প্রক্রিয়া শুরু ঙ. অভিপ্রয়াণ সম্পাদন চ. অভিপ্রয়াণের পর তা পুনরাবৃত্তি করা ছ. অভিপ্রয়াণের পর পূর্বক্ত আবাসস্থলে ফিরে আসা

উৎস ঃ আনোয়ারা বেগম, ডেসটিনেশন ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৫৯

২.৪ কৃষিঋণ ঃ

গবেষণার শিরোনামে ব্যবহৃত কৃষিঋণ প্রত্যয়টি সংজ্ঞায়ন গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে কৃষকদের উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রদেয় ঋণকে কৃষিঋণ বলা হয়। কৃষি উৎপাদণের বিভিন্ন উপকরণ (যেমন- সার, বীজ, যন্ত্রপাতি, কীটনাশক ইত্যাদি) সংগ্রহের জন্য কৃষিঋণ প্রদান করা হলেও শুধুমাত্র কৃষি উৎপাদনই নয় অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। যেমন-

- মৎস্য
- পশু সম্পদ
- পোলট্রি
- ছাগল উন্নয়ন প্রকল্প
- সেচ ও খামার
- কৃষি ভিত্তিক শিল্প ইত্যাদি

অন্যদিকে, শুধুমাত্র কৃষকদেরই নয়, পলীর দরিদ্র জনগোষ্ঠী অর্থাৎ ভূমিহীন, বর্গা চাষী, দরিদ্র জনগোষ্ঠী, দুঃস্থ, নারীদেরও কৃষিঋণ প্রদানের আওতাভূক্ত করা হয়েছে। এই কৃষিঋণ বিভিন্ন মেয়াদী এবং তা শুধু ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমেও বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বিতরণ ও আদায় করে থাকে। বিভিন্ন মেয়াদে কৃষিঋণের বিভিন্ন খাত/উপখাতগুলো হলো-

১ ঋতা আফসার, রুরাল-আরবান মাইগ্রেশন ইন বাংলাদেশ, ২০০০ পৃঃ ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

ছক ২.২ ঃ বিভিন্ন মেয়াদে কৃষিঋণের বিভিন্ন খাত/ উপখাত

স্বল্পমেয়াদী কৃষিঋণ ঃ

রোপা আমন
বি ফসল (বোরো, গম, আলু, আখ, সরিষা/বাদাম, অন্যান্য রবি ফসল, ডাল, শীতকালীন শাকসব্জি ইত্যাদি।
গ্রীষ্মকালীন ফসল আউস/বোনা আমন, পাট, তুলা, অন্যান্য গ্রীষ্মকালীন ফসল, তিল, গ্রীষ্মকালীন শাকসব্জি ইত্যাদি।
তুলা
তামাক
অন্যান্য ফসল (আদা,কচু, শাকসব্জি ইত্যাদি)।
আয় উৎপাদনক্ষম কমকান্ড
মৎস্য চাষ (চিংড়ি চাষ, একুয়াকালচার)
অন্যান্য স্বল্পমেয়াদী কর্মকান্ড (কলা ও বিবিধ)
কৃষি জাত পণ্যের প্রক্রিয়া ও বাজারজাতকরণ।

মেয়াদী কৃষিঋণ ঃ

সেচ যন্ত্রপাতি (গভীর নলকুপ, অগভীর নলকুপ, এল এল পি, হস্তচালিত নলকুপ/ রোয়ার টেড্রল পাম্প)
পশু পালন (হালের গরু, মহিষ, গরু মোটাতাজা করণ/দুগ্ধ খামার/হাঁস মুরগীর খামার/ ছাগল ও ভেড়া খামার)
কৃষি যন্ত্রপাতি (পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর , অন্যান্য কৃষি ডন্ত্রপাতি)
উদ্যান ভিত্তিক ফসল (কলা, আনারস ইত্যাদি)
পান বরজ
আয় উৎপাদনক্ষম কর্মকান্ড
অন্যান্য মেয়াদী কর্মকান্ড (রেশমপুটি উৎপাদন, তুতগাছ, লাক্ষা গাছ, খয়ের গাছ উৎপাদন ইত্যাদি)
গ্রামীণ পরিবহণ (নৌকা, রিক্সা, ভ্যান, গরুর গাড়ী ইত্যাদি)
জলমহল ব্যবস্থাপনা।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

বাংলাদেশের নগরায়ণ ধারা ও শহরমুখী প্রবাহের চিত্র

৩.১ ভূমিকা ঃ

এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের নগরায়ণ ধারা ও এর অনুষঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

৩.২ বাংলাদেশের নগরায়ণ ধারা ঃ

বাংলাদেশের নগরায়ণ পরিস্থিতির কথা ভাবতে গিয়ে আমরা দেখি একটি অনগ্রসর গ্রাম প্রধান দেশ, বাংলাদেশ, কত দ্রুত নগরায়িত হচ্ছে। বিগত শতাব্দীর শুরুতে এদেশের নগরায়ণের মাত্রা ছিল মাত্র ২.৪৩ শতাংশ, শতাব্দীর মাঝামাঝি (১৯৫১) এই মাত্রা গিয়ে উঠেছিল মাত্র ৪.১৪ শতাংশে আর শতাব্দীর একেবারে শেষে বা নতুন শতাব্দীর শুরুতে মাত্রাটি দাড়িয়েছে প্রায় ২৫ শতাংশে । অর্থাৎ দেশের এক চতুর্থাংশ জনসংখ্যা এখন নগরবাসী। বাংলাদেশের নগর জনসংখ্যা এখনও বৃদ্ধি পাচ্ছে এক প্রচন্ড গতিতে, বার্ষিক প্রায় ৫ শতাংশ হারে। সারা বিশ্বের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি মাত্রা ২.৫০ শতাংশের মতো। অর্থাৎ বাংলাদেশের নগরায়ণ বৃদ্ধির হারের অর্ধেক মাত্র।

শতকরা ৫ শতাংশ হারে বাড়তে থাকলে আমাদের দেশের নগর জনসংখ্যা পরবর্তী ১৪ বছরে দ্বিগুন হয়ে ৬ কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে। আর ২০৩০ সালের মধ্যেই হয়ে যাবে ১২ কোটি। অবশ্য তদ্দিনে বৃদ্ধির হার নিশ্চয়ই অনেকটা কমবে। তারপরও বলা যায় কোন অবস্থাতেই মোট নগর জনসংখ্যাও তো তখন সম্ভবত ২০/২২ কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে।

এই স্বল্পায়তন দেশে এত মানুষের স্থান সংকুলান কিভাবে হবে তা অনুধাবন করা সহজ নয়। এর পরও যদি আবার বিশ্বের আবহাওয়া পরিবর্তন, উষ্ণায়ন ও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি জনিত কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় নিচু এলাকার জলমগ্ন হওয়ার আশংকাটি বাস্তবে রূপ নেয় তাহলে তো সমূহ বিপদ। সে অবস্থায় বাংলাদেশের ২০/২২ কোটি মানুষ, কিংবা শহরাঞ্চলের ৯/১০ কোটি মানুষ কোথায় কি ভাবে বসবাস করবে সে বিষয় নিয়ে আমরা অনেকেই ভাবতে খুব আগ্রহী নই।

যদি ধরেও নিই, বিপুল এলাকার সম্ভাব্য জলমগ্নতার বিষয়টি অমূলক তাহলেও বা কি পরিস্থিতি হবে ? তাছাড়া এখন থেকে ৩০ বছর, এত দূরবর্তী সময়ের দিকেই বা তাকাচ্ছি কেন ? আগামী এক দশকেই কি পরিস্থিতি হতে পারে ? আমাদের বর্তমান নগরীয় পরিবেশ পরিস্থিতি ও সমস্যার দিকেই প্রথমে একটু দৃষ্টি দিই।

সাম্প্রতিক নগরায়ন বৈশিষ্ট্য ঃ

দ্রুত হারে নগরায়ণ, এই নগরায়ণের প্রধান প্রক্রিয়া গ্রাম নগর অভিবাসন। গ্রামের তুলনায় শহরে অর্থনৈতিক, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা বেশি বলেই প্রধানত এ রকমটি হচ্ছে। ঐতিহাসিকভাবেই এদেশে গ্রাম-শহর বৈষম্য গড়ে উঠেছে। গ্রাম ও শহরের মধ্যে যেমন বৈষম্য, শহরের ভেতরেও তেমনি, বরং বলা উচিত এখানে আরো তীব্রতর মাত্রায় বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। শহরের ভেতরে এই বৈষম্য এলাকা ভিত্তিক এবং জনগোষ্ঠীভিত্তিক।

অভিবাসনকারী অধিকাংশই অত্যন্ত দরিদ্র। এখানে শহরাঞ্চলে দারিদ্র্যের প্রকোপ (পেশাগত ও অর্থনৈতিক সুযোগ থাকা সত্বেও) কমছে না বরং কোন কোন সরকারি পরিসংখ্যানেও দেখা যায়, শহরে দারিদ্র্য মাত্রা গ্রামের তুলনায় বেশিই হয়ে যাচ্ছে।

(উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে গ্রামীণ দারিদ্র্য -মাত্রা ছিল ৪৭.১ শতাংশ, অথচ নগরীয় দারিদ্র্য-মাত্রা ছিল ৪৯.১। অবশ্য ১৯৯৯-২০০০ সালের পরিসংখ্যানে পরিস্থিতি আবার বদলে গেছে, এখন গ্রামীণ দারিদ্র্যমাত্রা ৪৫.৪ শতাংশ। আর শহরে দারিদ্র্য মাত্রা ৪৪.৫ শতাংশ।

অভিবাসনকারীদের প্রধান গন্তব্য বড় শহরগুলো, বিশেষতঃ মহানগরগুলো, আরো বিশেষত ঢাকা, কারণ এখানেই অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বেশি। একই কারণে মহানগরগুলোতে দরিদ্রেদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। ঢাকা মহানগরীতে এদের সংখ্যা আরো বিশাল। বস্তি-বিস্তার প্রক্রিয়ার পেছনেও এই সংখ্যাবৃদ্ধি (অবশ্যই এর পেছনে অন্যান্য কারণও রয়েছে)। গ্রামের দরিদ্রদের বড় শহর মুখিনতার কারণে সেখানে দরিদ্রদের সংখ্যা বেড়ে গেছে।
যেরকম দ্রুত হারে নগরায়ণ হচ্ছে, বা নগর-বিশেষের জনসংখ্যা বাড়ছে, সে হারে নগর এলাকার পারিসরিক বিস্তৃতি হতে পারছেনা। যদিও বা কিছুটা হচেছ তাও প্রয়োজনীয় সেবা সুবিধা ছাড়াই হয়তো হচ্ছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে প্রশাসনিক শক্তি সামর্থ বাড়েনি। নগর পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা, সর্বক্ষেত্রেই পরিস্থিতি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়েছে বলে মনে হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক দুর্বলতা এবং পরিচালন দুর্বলতা এগুলো আবার চক্রাকার সম্পর্কযুক্ত। একটি দুর্বলতা অন্যটিকে প্রভাবিত করে। একটি আরেকটির যেমন কারণ, তেমনি ফলাফলও। এতে করে সমস্যা আরো জটিল হয়ে পড়েছে। এসব সমস্যার সমাধান করাটাই হবে আগামীতে আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ।

ইতিমধ্যে যে সব সমস্যা আমাদের শহরগুলোতে, বিশেষত রাজধানী ঢাকায়, চরম রূপ ধারন করেছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ-

আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, ফলে প্রতিদিন নানারকম অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে, জনমনে নিরাপত্তার অভাব অনুভূত হচ্ছে। উল্লেখ্য, নগরায়ণে অপরাধ প্রবণতা, সহিংসতার প্রকোপ বৃদ্ধি শুধু বাংলাদেশের নগরের জন্য নয়, পৃথিবীর সকল উন্নয়নশীল (এমনকি কোন কোন উন্নত) দেশের জন্যও প্রযোজ্য। সমস্যাটি নিয়ে উচ্চ সরকারি পর্যায়ে এবং নাগরিক পর্যায়েও সচেতনতা বাড়ছে।

পরিবহন সংকট, যানজট নিত্য নৈমিত্তিক সমস্যা। দুর্ঘটনাও এর সাথে জড়িত। পরিবহন যেমন ব্যয়সাপেক্ষ, অনিরাপদ, তেমনি অদক্ষতার কারণে সময়ক্ষেপী। পর্যাপ্ত সড়ক ব্যবস্থা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার অভাবে ও অন্যান্য কারণে পরিবহন ব্যবস্থা দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। বিশেষত ঢাকা মহানগরীর ক্ষেত্রে একথা বেশি প্রযোজ্য। দীর্ঘ দিনের তৎপরতাহীনতা সমস্যাকে তীব্র করে তোলে। ঢাকার যানজটের কথাই ধরা যাক, বিগত ১০ বছরে প্রতিবছর ঢাকা মহানগরে গড়ে প্রায় ৩ লক্ষ নতুন মানুষ বাইরে থেকে এসে বসবাস করছে। অর্থাৎ ১০ বছরে ৩০ লক্ষ মানুষ বেড়েছে। কিন্তু গত ১০ বছরে ঢাকা মহানগরে এলাকায় প্রয়োজনীয় নতুন সড়ক তৈরী হয়নি ফলে যানজট বাড়ছেই। বর্তমানে সরকার এ বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা নিচ্ছে।

গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরে কর্মসংস্থান সুযোগ অবশ্যই বেশি, আয়ের পরিমানও বেশি, তারপরও দেখা যায় অধিকাংশ কর্মসংস্থান হচ্ছে নিম্ন আয়ের অনানুষ্ঠানিক খাতে বা ইনফরমাল সেক্টরে। কায়িক শ্রম, রিক্সা-ভ্যান চালনা, ফুট পাথে রাস্তায় ফেরি করা বা হকার

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসা এবং অন্যান্য নানা রকম ছোট ব্যবসাতেই শহরের অধিকাংশ মানুষ কর্মতৎপর। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে শ্রম নিযুক্তি বা আধা-নিযুক্তি হলেও আয় সীমিত। উৎপাদন সীমিত। অথচ এসব নিম্ন উৎপাদনক্ষম কর্মে নিযুক্ত বিপুল জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন রকম সেবার ব্যবস্থা করতে হয় শহর কর্তৃপক্ষকে। এ কাজে তারা স্বভাবতই হিমসিম খেয়ে যায়।

শহরে নতুন নতুন শিল্প বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা অত্যন্ত প্রয়োজন। মহানগর ও অন্যান্য বড় ও মাঝারি শহরাঞ্চলে বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্ভাবনা বাড়ানো দরকার। এ কাজটি সহজ নয়। শিল্প বিনিয়োগ যেমন বাড়াতে হবে, তেমনি শহরের কেন্দ্রীয় এলাকাতেও নতুন শিল্প স্থাপনার অনুমতিও দেয়া সম্ভব নয়। এ সবের জন্য শহর সীমান্তের বাইরে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

শহরাঞ্চলে আবাসন সংকট তীব্র। বিশেষ করে নিম্নবিত্ত এবং দরিদ্রদের ক্ষেত্রে এই সংকট মারাত্মক পর্যায়ের। বস্তি এবং বাস্তুহারা কলোনি গড়ে উঠা এই সংকটেরই ফলশ্রুতি। বস্তির অধিবাসীরা বাধ্য হয়েই অত্যন্ত অমানবিক পরিবেশে জীবন যাপন করে। অন্যদিকে সরকার এদের জন্য উন্নততর জীবনের ব্যবস্থা করতে পারছেন না। শহরাঞ্চলে বিদ্যমান ভূমি ও আবাসন বিষয়ক বৈষম্য অনেকটাই এসব পরিণতির জন্য দায়ী। এক্ষেত্রে সরকারি চিন্তা-ভাবনা বা মানসিকতার প্রাচীনতা সমস্যাকে আরো সংকটাপন্ন করে ফেলে।

শহরে পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস বা জ্বালানী ইত্যাদি সেবার অপ্রতুলতা রয়েছে। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সেবা সরবরাহ তাল মেলাতে পারছে না বলে এসব সেবার অভাব আরো বাড়ছে, সংকটে পরিণত হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে শক্তিধরদের আইনের প্রতি অবজ্ঞা এবং সেবা প্রদানকারী সংস্থা সমূহের দুর্বলতা সমস্যাকে আরো তীব্র করে ফেলে।

বিনোদন ও অবসর যাপনের উপযুক্ত সুযোগ সুবিধার সমস্যা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। খোলা জায়গা, খেলার মাঠ, পার্ক, বিনোদনযোগ্য জলাশয়, লেক, পুকুর, নদী এসবই অবৈধ দখলের শিকার হচ্ছে। প্রয়োজনীয় মাত্রার খোলা জায়গা থাকছে না। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণও কঠিন হয়ে পড়ছে।

সামগ্রিকভাবে নগরীয় পরিবেশ বিপন্ন হচ্ছে। বাতাস দূষণ চরম আকারে পর্যবসিত হয়েছে। বিশেষত রাজধানী ঢাকায়। পানি-দূষণও ভাবনার বিষয়। বৃক্ষনিধন নিয়মে পরিণত হয়েছে।

নগরায়ণ ও বৈষম্য ঃ

অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশেই শহর ও গ্রামের মাঝে অর্থনৈতিক বা সামাজিক সুযোগ-সুবিধা তথা জীবন যাপনের বৈষম্য এতই প্রকট যে পর্যবেক্ষক মাত্রই তা সহজেই প্রত্যক্ষ করেন, এর জন্য তেমন গবেষণার প্রয়োজন হয় না। তৃতীয় বিশ্বের বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশের মহানগরগুলো ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যের স্বাক্ষর। কলকাতা, বম্বে, কলম্বো অথবা জাকার্তা এই জাতীয় শহর তাদের ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক দেশগুলোর অর্থনীতিকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে তেমনি নিজেদের চেহারাতেও পাশ্চাত্য-সুলভ চাকচিক্য এনেছে। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন যে প্রভু দেশ এবং নিজস্ব সমৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে শহরগুলোর স্থানীয় পশ্চাদভূমি তথা গ্রামাঞ্চলকে মারাত্মক শোষণের মাধ্যমে। স্বাধীনতা লাভের পরে এসব দেশে নানা ধরনের উন্নয়ন-প্রচেষ্টা শুরু হয় কিন্তু উন্নয়নের অর্থ-বিনিয়োগ ছিল মুখ্যত নগর

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রিক। ফলস্বরূপ গ্রামাঞ্চল শহরের তুলনায় আগের চেয়ে আরও মলিন এবং রূপ-শ্রীহীন হতে থাকে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশক প্রধানত এইভাবেই চলে। কিন্তু বাংলাদেশ অথবা এ ধরনের অন্যান্য জনবহুল, গ্রামীণ, কৃষিপ্রধান দেশে নগর-পক্ষপাত-দুষ্ট উন্নয়ন পদ্ধতি যে সামগ্রিক অগ্রগতির পরিপন্থী ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে এটা পরিষ্কার হয়ে যায়। এসব দেশের জনসংখ্যার সর্বহারা শ্রেণীর, বিশেষত ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের অতি দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি থেকে। গ্রামীণ দরিদ্র্য অনেক ক্ষেত্রেই ইতিমধ্যে প্রকট রূপ ধারণ করেছে এবং এর অন্যতম ফলশ্রুতি হিসেবে বিপুলহারে গ্রামীণ জনসংখ্যা নগরমুখী হতে বাধ্য হয়েছে। জনসংখ্যার গ্রাম-নগর স্থানান্তর সাম্প্রতিক কালের একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ রূপও আছে। দেখা যায়, অধিকাংশই গ্রামবাসী সাধারণত দেশের প্রধান শহর অথবা রাজধানীকে তাদের গন্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করে। রাজধানী বা মহানগরের বর্ণাঢ্য খ্যাতি এবং সেখানে কর্ম-সংস্থানের আপাত-সম্ভাবনাই এর জন্য মূলত দায়ী। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই প্রতিবছর হাজার হাজার নিঃস্ব গ্রামবাসী গ্রাম ছেড়ে প্রধান শহরগুলোতে আশ্রয় ও কর্মলাভের চেষ্টা করে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। উদাহরণ স্বরূপ, বিভিন্ন জরিপ থেকে দেখা যায় যে ঢাকা শহরের অধিকাংশ নাগরিকই মূলত গ্রামত্যাগী এবং তাদের অন্তত এক-তৃতীয়াংশকে বিত্তহীন বা অতি দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত বলা চলে। বিত্তহীন শ্রেণীর বর্ধিত সংখ্যার শহরে উপস্থিতির মাধ্যমে সৃষ্ট সেখানকার তথাকথিত বাহ্যিক সৌন্দর্যের অবনতি ও পরিবেশের বিপন্ন অবস্থা। একথা ঠিক যে ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশেরও স্বাধীনতা লাভের আগে ও পরে গ্রামের তুলনায় শহরে উন্নয়ন খাতে মাথাপিছু বিনিয়োগ অনেক বেশি হয়েছে। ফলে শহরের বাহ্যিক চেহারার প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে, নাগরিক সুযোগ সুবিধারও উন্নতি হয়েছে। কিন্তু কথা হলো, শহরের এই জাতীয় সমৃদ্ধির দ্বারা উপকৃত হচ্ছে কে এবং কতজন? গ্রামের লোক নগরের উন্নতি দ্বারা তেমন লাভবান হচ্ছে না এমনকি শহরের সংখ্যাগরিষ্ট নাগরিকও শহরের সুযোগ-সুবিধা থেকে ব্যাপকভাবে বঞ্চিত। উদাহরণস্বরূপ রাজধানী শহর ঢাকার কথাই ধরা যাক। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এই শহরের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত এবং অন্তত এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে অতি দরিদ্র যারা অত্যন্ত নিম্নমানের জীবন যাপন করতে বাধ্য থাকছে। এরা যে সমস্ত বস্তিতে বাস করে সেগুলো শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হলেও সেখানে ওয়াসা বা পৌরসভার পানি কিংবা বিদ্যুৎ বোর্ডের আলো কিংবা তিতাসের গ্যাস-এর কোনটাই পৌঁছয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ফার্লংয়ের মধ্যেও যে বস্তি সেখানেও নিরক্ষরতার হার প্রায় একশ ভাগ। রাজধানীর বস্তি মেডিকেল কলেজের আশেপাশে অবস্থিত হলেও সেখানকার অধিবাসীরা চিকিৎসার সুযোগ সামান্যই পায়, নানারকম মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি ও পুষ্টিহীনতা তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। তাদের গৃহ বলতে অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে অত্যন্ত স্বল্প-পরিসরের এক একটি খুপড়ি। বর্ষায় বাড়ির উঠানে ড্রেনের পানি উপচে পড়ে, পায়খানা বলতে যদি কিছু থাকে তাও ৩০/৪০টি পরিবারের জন্য একটি। অর্থাৎ রাজধানী শহরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসীই জীবন চরম দারিদ্র্য ও অবহেলার এক লজ্জাজনক উদাহরণ।

উন্নয়ন কার্যক্রম তাই শহর ও গ্রামের মধ্যে যেমন বিরাট বৈষম্য এনেছে শহরের ভেতরও একই ধরনের, বরং বলা সংগত যে আরও প্রকটতর বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে। সম্পূর্ণ পরিকল্পিত পদ্ধতির মধ্য দিয়েই যেন এরকম হচ্ছে। পরিকল্পিত উন্নয়ন অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু কার্যক্রমের পরিকল্পনা এমন হওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নয় যা বৃহত্তর নাগরিক গোষ্ঠীর চেয়ে মুষ্টিমেয় বিত্তবান কিংবা এলিটের স্বার্থকে বড় করে দেখে।

বাংলাদেশের নগরায়ণ ঃ অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত

উন্নত বিশ্বের জনসংখ্যার ৭৫ ভাগ বা তারও বেশি পরিমাণ বর্তমানে নগরবাসী। কোন কোন দেশে এই মাত্রা ৯০ পেরিয়ে গেছে। এসব দেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে নগরায়ণ মাত্রা বৃদ্ধির সম্পর্ক রয়েছে। এ ধরনের সম্পর্ক বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ করা যায়। বিগত প্রায় ৩০ বছরের ধারা বিবেচনায় এটি প্রমাণিত হয়। মাথাপিছু জাতীয় আয়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি সূচক হিসেবে ধরে দেখা যায়, ১৯৭০ সনে বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ১০০ মার্কিন ডলার, তখন নগরায়ণ মাত্রা (অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার নগরবাসী অনুপাত) ছিল প্রায় ৭ শতাংশ, ১৯৯০ সনে মাথাপিছু আয় গিয়ে দাঁড়ায় ২১০ ডলারে, তখন নগরায়ণ মাত্রা ছিল ২০ শতাংশ। ১৯৯৯ সনে মাথা পিছু আয় এসে পৌঁছেছে প্রায় ২৮০ ডলারে, পাশাপাশি নগরায়ণ মাত্রা উঠে এসেছে আনুমানিক ২৫ শতাংশ। অতি সরলীকরণ হলেও, মাথা পিছু জাতীয় আয় ভিত্তিক উন্নয়ন এবং নগরায়ণ মাত্রার মধ্যে যে একটি ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে ওপরের পরিসংখ্যান হয়তো তাই বলবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে নগরায়ণের ভূমিকার আরেকটি বিশ্লেষণ হতে পারে জাতীয় অর্থনীতিতে শহুরে খাতের অবদান ভিত্তিক । বাংলাদেশ নগরায়ণ মাত্রা বৃদ্ধির পাশাপাশি দেখা যায় যে, জাতীয় আয়ে (মাথাপিছু জিডিপিকে সূচক ধরে) শহুরে খাতটির অবদানও বাড়ছে। ১৯৭২-৭৩ সালে যখন নগরায়ণ মাত্রা ছিল মাত্র ৭ শতাংশের মতো, তখন জিডিপিতে শহুরে খাতের অবদান ছিল মাত্র ২৫.৩২ শতাংশ, ১৯৯১-৯২ সনে নগরায়ণ মাত্রা গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় ২০ শতাংশে আর জিডিপিতে শহুরে খাতের অবদান গিয়ে দাঁড়ায় ৩৬.৩৯ শতাংশে। ১৯৯৯ সালে নগরায়ণ মাত্রা ২৫ শতাংশের মতো আর শহুরে খাতের অবদান ৪০ শতাংশ বা আরো বেশি।
ভৌগলিক বা আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলেও আমরা দেখবো যে, বিশ্ব পরিমন্ডলে যেমন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পটভূমিতেও তেমনি অঞ্চল ভেদে নগরায়ণ মাত্রার তারতম্যের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের তারতম্যটি বিদ্যমান। গ্রামাঞ্চল বনাম শহর অঞ্চল তারতম্যটি অত্যন্ত প্রকট। বাংলাদেশ গ্রামাঞ্চলের মানুষের গড় মাথাপিছু আয়ের তুলনায় শহরাঞ্চলের মানুষের গড় আয় কমপক্ষে দ্বিগুণ, আর ঢাকার মতো মহানগরের মানুষের মাথাপিছু আয় তো গ্রামীণ মানুষের মাথাপিছু আয়ের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি।

অঞ্চল বা জেলাভিত্তিক মাথাপিছু আয় এবং নগরায়ণ মাত্রার সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কম-বেশি একইরকম চিত্র প্রতীয়মান। বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি নগরায়িত জেলা ঢাকা। এখানকার মাথাপিছু জিডিপিও অন্যান্য জেলার তুলনায় বেশি। একই ভাবে নগরায়ণ মাত্রার অন্যান্য শীর্ষ জেলা, যেমন চট্টগ্রাম অথবা খুলনায় মাথাপিছু জিডিপিও অন্যান্য জেলার তুলনায় ঢাকার মতো বেশিই।

নগরায়ণ মাত্রা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যকার সম্পর্ক থেকে আমরা হয়তো একটি সহজ উপসংহার টানতে পারি যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করতে হলে নগরায়ণের পথ বেছে নেয়া যায়, আর দ্রুত উন্নয়ন করতে চাইলে দ্রুত নগরায়ণের পথে পা বাড়ানো যায়। ব্যাপারটি আসলে এতটা সহজ নয়। বস্তুত নগরায়ণের মাধ্যমে উন্নয়নের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যাও রয়েছে। আর দ্রুত নগরায়ণের মাধ্যমে "দ্রুত উন্নয়নের" সমস্যা আরো জটিল ও আরো ব্যাপক।

নগরায়ণভিত্তিক উন্নয়নের পাশাপাশি যে প্রক্রিয়াটি প্রবলভাবে কাজ করে তা হলো আর্থ-সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি। এই বৈষম্য অঞ্চল ভেদে হতে পারে, গ্রাম বনাম শহর এলাকাভিত্তিক হতে পারে এবং তার চেয়েও প্রবলভাবে নগর বা শহর এলাকার অভ্যন্তরেও হতে পারে। যত বেশি বড় শহর এবং দ্রুত বৃদ্ধিশীল শহর হবে ততই আন্তঃ-শহর উন্নয়ন বৈষম্য বেশি হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ বাংলাদেশে শহরমুখী প্রবাহের চিত্র ঃ

বাংলাদেশে অভিপ্রয়াণ বা জনগোষ্টীর শহরের দিকে ধাবিত হওয়ার প্রবণতা নতুন নয়। পল্লী এলাকা হতে নগরের কেন্দ্রের দিকে, গ্রাম এলাকার দিকে, একটি নগর থেকে অন্য নগরে বা দেশের ভিতর জনগণ গমন-আগমন করে। তন্মধ্যে গ্রাম থেকে শহরে আসার প্রবনতা জনগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দেখা যায়।

ESCAP, ১৯৯৭ অনুসারে ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের জনসংখ্যা হার হবে প্রায় ১৭১.৪ মিলিয়ন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি ভূমিহীন জনগোষ্টীর আধিক্য বেড়ে চলেছে। জনসংখ্যার এই চাপের ফলে কৃষির উৎপাদন বাড়লেও তা খুবই সামান্য। ফলে জনাধিক্য, ভূমিহীনতা ও কৃষিঋণ চাহিদামত উৎপাদনের অভাবে জনগণের শহরমুখীতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন- ১৯৮১ সালে নগরে ১৫.১৮% জনগণ বসবাস করতো। ১৯৯৭ সালে তা বেড়ে হয় ২০% এবং ২০০০ সালে তা ছিল ২৭%। [১]

জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি শ্রমশক্তিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং প্রতি বছর তা বৃদ্ধির পরিমাণ ৩.২৮% এই বৃদ্ধির কারণ হিসেবে মহিলাদের শ্রমশক্তি হিসেবেও অংশগ্রহণ প্রধান। সাম্প্রতিক সময়ে পুরুষ জনশক্তির অংশ গ্রহণের হারের পরিবর্তন না হলেও মহিলাদের অংশগ্রহণের হার প্রায় দ্বিগুণে দাড়িয়েছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৯০-১৯৯৫ অনুযায়ী মহিলাদের শ্রমশক্তি হিসেবে অংশগ্রহণ ৭.১%। তবে নারী-পুরুষ শ্রমশক্তির ভারসাম্য বিবেচনা করলে নারীদের অংশগ্রহণ এখনও কম।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি মাইগ্রেশনের একমাত্র কারণ নয়। এর পাশাপাশি গ্রাম এলাকার উন্নয়নের অভাব, সুযোগের অভাব, আর্থ-সামাজিক নির্দেশক (যেমন- শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি) রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক কারণেও গ্রাম এলাকার জনগণ নগরবাসী হয়। বাংলাদেশে শহরমুখী প্রবাহের কারণে নগরে আগত জনগণ ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলছে।

সারণী-৩.১ ঃ শহরমুখী প্রবাহের ফলে নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি

মোট জনসংখ্যার নগরে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার			জনসংখ্যার গড় বার্ষিক বৃদ্ধি			ঢাকার নগর জনসংখ্যার হার		
১৯৬৫	১৯৮৭	১৯৯৭	১৯৬৫-১৯৮০	১৯৮০-১৯৮৭	১৯৯৭	১৯৬০	১৯৮০	১৯৯৭
৬	১০	২০	১৬.৪	৫.৮	১.৬	২০	৩০	৩৫

উৎস ঃ ডেসটিনেশন ঢাকা, আনোয়ারা বেগম, পৃ-৩

ঢাকা নগরীর অভিপ্রায়নের হার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। UNDP রিপোর্ট ১৯৯৭ অনুসারে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধিল হার ১৯৯৪ থেকে ২০০০ পর্যন্ত ৫.৪ শতাংশ । মোট নগর জনসংখ্যার ৩৫%-৪৫% জন লোক ঢাকায় বসবাস করছে। ঢাকার জন সংখ্যার বৃদ্ধির হার ৩.৯৬%। ১৯৯৭ সালে ঢাকার জনসংখ্যা ৮.৫ মিলিয়ন ছিল। ADB ১৯৯৭ অনুসারে ২০১০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৬ মিলিয়ন এবং ২০২৫ সালের মধ্যে তা বেড়ে হবে ২৫ মিলিয়ন।

১ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বই ১৯৯৭, পৃ-৭৭, BBS

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৩.২ ঃ বাংলাদেশ নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি,১৯০১-১৯৮১

শুমারী	সংখ্যা	মোট জনসংখ্যার হার	বার্ষিক বৃদ্ধি
১৯০১	৭০২০৩৫	২.৪৩	১.৩৯
১৯১১	৮০৭০২৪	২.৫৫	০.৮৫
১৯২১	৮৭৮৪৮০	২.৬৪	২.০০
১৯৩১	১০৭৩৪৮৯	৩.০২	৩.৫৯
১৯৪১	১৫৩৭২৪৪	৩.৬৬	১.৬৯
১৯৫১	১৮১৯৭৭৩	৪.৩৩	৩.৭৫
১৯৬১	২৬৪০৭২৬	৫.১৯	-
১৯৭৪	৬২৭৩৬০২	৮.৭৮	৬.৬২
১৯৮১	১৩২২৮১৬৩	১০.১৮	১০.৬৩

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

সারণী-৩.৩ ঃ বাংলাদেশ,ঢাকা নগরী, নগর ও পল্লী এলাকার জনসংখ্যা ১৯৬১-১৯৯১

বছর	নগর জনসংখ্যা (০০০)	বৃদ্ধির হার (%)	ঢাকার জনসংখ্যা (০০০)	বৃদ্ধির হার (%)	জাতীয় জনসংখ্যা (০০০)	বৃদ্ধির হার (%)	পল্লী জনসংখ্যা (%)
১৯৬১	৩১১১	-	৮৪৭	৫.৭	৫৫২২৩	২.৩	৫২১১২
১৯৭৪	৭৩৯০	৬.৭	২৪৩৬	৮.১	৭৬৩৯৮	২.৫	৬৯০০৮
১৯৮১	১৪০৮৯	৯.২	৩৭২৭	৬.৩	৮৯৯১২	২.৩	৭৫৮২৩
১৯৯১	২২৪৫৫	৪.৭	৬৮৪৪	৬.১	১১১৪৫৫	২.১	৮৯০০

উৎস ঃ রুরাল আরবান মাইগ্রেশন ইন বাংলাদেশ। ঋতা আফসার, ২০০০, পৃষ্ঠা-৬৬।

আধূনিকীকরণের বিভিন্ন ধাপে শহরমুখী প্রবাহের বিভিন্ন ধরণ বা মাত্রা বিদ্যমান। সমাজ আধুনিকীকরণের বিভিন্ন ধাপগুলো হলো-

ছকঃ সমাজের আধুনিকীকরণের বিভিন্ন ধাপসমূহ

ধাপসমূহ	সমাজ
ধাপ-১	পূর্ব আধুনিক চিরাচরিত সমাজ
ধাপ-২	প্রাথমিক চিরাচরিত সমাজ
ধাপ-৩	চিরাচরিত সমাজ
ধাপ-৪	অগ্রগামী সমাজ
ধাপ-৫	অধিক অগ্রগামী সমাজ

সমাজের আধুনিকীকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাদেশ বর্তমানে ২য় এবং ৩য় ধাপে রয়েছে। যাকে ফ্রেড উইলিয়াম রিগস- এর 'Transitional' সমাজ বলা হয়। এদেশে পল্লী দারিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহ নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া নগর প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে । কারণ নগরায়নের যথোপযুক্ত পরিকল্পনা এখনও গৃহীত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

শহরমুখী প্রবাহ/অভিপ্রয়াণের কারণসমূহ ঃ

অভিপ্রয়াণের বিভিন্ন কারণসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক উপদান প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। অন্যান্য উপাদান (যেমন- সামাজিক, শারীরিক, মনস্তাত্বিক, রাজনৈতিক,জনসংখ্যাগত, ভৌগলিক তথ্যগত উপাদান) পরোক্ষ বিস্তার করে শহরমুখী প্রবাহ সৃষ্টিতে।

অর্থনৈতিক কারণসমূহ

গ্রাম থেকে শহরে গমনের প্রধান কারণ হল অর্থনৈতিক কারণ। অর্থনৈতিক উপাদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কারনে গ্রামবাসী নগরের দিকে ধাবিত হয়-

ভূমিহীন কৃষক ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক চাপে শহরমুখী হয়, জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস, জনাধিক্য, কৃষিক্ষেত্রে কর্মসূচীর অভাব, জীবনযাত্রার মান ও সুযোগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের অভাব, আধিকতর ভালো চাকুরী বা আয়ের অভাব, বর্তমান আয়ের মাধ্যমে পরিবার পরিচালনার অভাব, বন্ধকী জমি উদ্ধারের জন্য, জমির উর্বরতা হ্রাস, কৃষি উপকরণের অভাব, কৃষিঋণের অভাব, কৃষিঋণ পরিশোধের চাপ, কৃষিক্ষেত্রে অনুৎপাদনশীলতা, সার্টিফিকেট মামলার চাপ, নারী শ্রমশক্তি বৃদ্ধি, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন তুলনামূলক ভাবে বৃদ্ধি, পিতা-মাতার চিকিৎসা, বোনের বিবাহ ইত্যাদি খরচ নির্বাহের জন্য, নগরে ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদির সুযোগ অধিক ইত্যাদি ।

সামাজিক উপাদান

গ্রাম থেকে শহরে আগমন অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক প্রভাবের ফলাফল। উপাদানগুলো হল-

পারিবারিক কলহ সামাজিক অস্থিরতা, জীবননাশের হুমকি, অপরাধ ও মামলার ওয়ারেন্ট, ভিক্ষাই একমাত্র বিকল্প, নারী নির্যাতন ও নারী নির্যাতনের হুমকি, গ্রাম এলাকার শিক্ষাগত সুবিধার অভাব, উন্নত জীবন যাত্রার আকাংখা, স্বাস্থ্যগত সুবিধা (চিকিৎসার জন্য ডাক্তার, হাসপাতাল, ক্লিনিক ইত্যাদির সুবিধা), উন্নত সামাজিক সুযোগ সুবিধা নগর এলাকায় বিদ্যমান, চাকুরী অনুসন্ধান বা চাকুরী প্রাপ্তির আকাংখা, নগরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুবিধা, সামাজিক অস্থিতিশীলতা, যৌথ পরিবারের পরিবর্তে একক পরিবারের প্রবণতা বৃদ্ধি, পরিবারে নির্ভরশীল জনসংখ্যার চাপ ইত্যাদি ।

রাজনৈতিক উপাদান

শহরমুখী প্রবাহের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উপাদান গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক কারণের মধ্যে প্রধান বলে রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে অস্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়া।উল্লেখযোগ্য উপাদানগুলি হলো

রাজনৈতিক অস্থিরতা, জীবননাশের হুমকি, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি, সরকারের পরিবর্তন, সন্ত্রাস, রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়া, প্রশাসনিক জটিলতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা।

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগলিক/পরিবেশগত উপাদান

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা,গেছে ভৌগলিক কারণ শহরমুখী প্রবাহে ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৪ সালে Rafferty তার গবেষনায় দেখেন যে, ১৯৭৪ সালে ঢাকার জনসংখ্যা ২০% শহরমুখী প্রবাহের কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে সে বছরের বন্যা ও ক্ষুধার কারণে। বিভিন্ন ভৌগলিক বা পরিবেশগত কারণগুলো হলো-

বন্যা, খরা, টর্নেডো, নদী ভাঙ্গন, জলোচ্ছাস, ঝড়, সুনামী, জমিতে লবনাক্ততা, দুর্ভিক্ষ, মংগা, অগ্নিকান্ড, বাড়িভস্ম, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ, একস্থান থেকে অন্যস্থানের দুরত্ব ।

মনস্তাত্বিক উপাদান

নগরের কিছু সুযোগ সুবিধার কারণে গ্রাম থেকে শহরের প্রতি ধাবিত হওয়ার ক্ষেত্রে মনস্তাত্বিক চাপও বিদ্যমান যেমন-

নাগরিক সুবিধা নগরে বেশী (যেমন- চিকিৎসা সুবিধা নগরে বেশী), শহরের প্রতি অগ্রাধিকার, কৃষি ছাড়া অন্য পেশার প্রতি আকর্ষনের কারণে নগরে স্থায়ী হওয়ার প্রবণতা, তুলনামূলকভাবে পল্লী অঞ্চল অপেক্ষা শহরে অবহেলিত হওয়ায় সম্ভাবনা কম- এই ধারণা সামাজিকভাবে প্রভাব, বিস্তার করে, কর্মে অসন্তুষ্টি ইত্যাদি ।

শিক্ষাগত ও জনসংখ্যাগত উপাদান

জনসংখ্যার বয়স নারী-পুরুষ এবং শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলা শহরমুখী প্রবাহে প্রভাব বিস্তার করে।

Rempel ১৯৭৬ সালে গবেষনায় দেখেন যে, সাধারণত ২০-২৪ বছর বয়সে অভিপ্রয়ানের প্রবনতা বেশী । যুবক দম্পত্তি যা যুবক বয়সে অন্য স্থানে গমনের প্রবণতা বেশী দেখা যায়।

নগরে সাধারণত পুরুষ জনগোষ্ঠীর গমণের প্রবণতা বেশী। মহিলাদের মধ্যে অধিক দুরত্ব অতিক্রম করার প্রবণতা কম। তবে ইদানীং বিভিন্ন কাজের কারণে যেমন গার্মেন্টেসে কাজ করার জন্য মহিলারাও নগরমুখী হচ্ছে।

জনগণ শিক্ষার কারণে চাকুরী করার জন্য চাকুরী অনুসন্ধানের জন্য অথবা শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠানের কারণে অধ্যয়নের জন্য নগরমুখী হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন এলাকায় জনগনের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে নগরমুখী হওয়ার প্রবণতা থাকে। নিম্নোক্ত ৯টি মাঠ জরিপে দেখা যায়, প্রধান নগরী ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় অভিবাসীরা ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী ও ময়মনসিংহ থেকে আসছে-

আলী ১৯৭৫, পৃষ্ঠা-৫

বেগম ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৪৯

সি ইউ এস ১৯৭৬, পৃষ্ঠা-৬২

সি ইউ এস ১৯৭৭, পৃষ্ঠা-২২

সি ইউ এস ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-১৪

সি ইউ এস ১৯৮০, পৃষ্ঠা-৭০

চৌধুরী ও কারলিন ১৯৭৫, পৃষ্ঠা-২০৮, ২০৯

হুসাইন ১৯৭২, পৃষ্ঠা- ৪৭, ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ঃ
বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণ কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য সমূহ

৪.১ ভূমিকা ঃ

এ অধ্যায়ে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণ কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য সমূহ আলোচনা করা হয়েছে ।

৪.২ বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণ কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ

অন্যান্য বিষয় ছাড়াও কৃষি ঋণ কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে (ক) ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি (খ) আয় বৃদ্ধি, এবং (গ) সঞ্চয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্যসমূহ কতটুকু অর্জিত হয়েছে এবং অর্জিত হয়ে থাকলে তাতে কৃষি ঋণ অবদান কতটুকু তা পরিমাণ করা কষ্টকর। তবে কৃষি উন্নয়নের জন্য উফশী প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রচুর পরিমাণে যে অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তার পুরোটা না হলেও, বেশ কিছু অংশ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের মাধ্যমে সরবরাহ করা সম্ভবপর হয়েছে। যদিও খাদ্যশস্যে উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন চলকসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে খাদ্যশস্য উৎপাদনে কৃষি ঋণের অবদান সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা না গেলেও তা যে ধনাত্মক, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

425539

প্রথমতঃ বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে আশানুরূপ ফল না পাওয়ার কারণ হিসেবে বিভিন্ন অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থসংস্থান ব্যবস্থার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আমরা চিহ্নিত করতে পারি। ঋণ গ্রহণের সময় অনেক ক্ষেত্রে পুরেনো ঋণ পরিশোধ করতে হয় যার ফলে ঋণের পুরো টাকাটা কৃষিতে বিনিয়োগ করা তার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক প্রয়োজনে বা অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনে কৃষি ঋণ ব্যবহার করতে হয়। ফলে উৎপাদিত প্রক্রিয়ায় এই ঋণের কোন অভিঘাত পরিলক্ষিত হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে ছোটখাট ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষি ঋণের ব্যবহার দেখা যায়। কেন না, কৃষির চাইতে এগুলোতে লাভ অনেক বেশী।

দ্বিতীয়ত ঃ প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণের পরিমাণ উলেখ্যযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেলেও ঋণ গ্রহীতা কৃষকের সংখ্যা সেই তুলনায় বৃদ্ধি পায়নি। একর প্রতি কৃষি ঋণ প্রাপ্তি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে আংশিক ভর্তুকী প্রত্যাহার ও অন্যান্য কারণে কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধির ফলে একর প্রতি উৎপাদন খরচের তুলনায় তা অনেক কম। এ বিষয়টি কাঙ্খিত খাদ্যশস্য উৎপাদিত না হওয়ায় একটি বড় কারণ। বিভিন্ন সমীক্ষায় এবং পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে কৃষকের প্রধান সম্পদ ভূমির অসম বন্টন এবং অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা খুবই অল্প ঋণ পেয়েছেন। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সিংহভাগই চলে গেছে মাঝারি ও বড় জোতের মালিকদের কাছে। যেহেতু ক্ষুদ্র কৃষকের জোতের আয়তন কম, সেজন্য তার ঋণ গ্রহণ ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক মোট সরবরাহকৃত ঋণের সিংহভাগই বিতরণ করছে জমি ও ফসল বন্ধকীকরণের উপর। জামানত দেওয়ার মত যথেষ্ট জমি ও সম্পদ নেই বলে ক্ষুদ্র কৃষকেরা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ থেকে বঞ্চিত হয়।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়ত ঃ আন্তর্জাতিক সার উন্নয়ন কেন্দ্র ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল যৌথ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের ১৬টি এলাকায় ১৯৭৯-৮০ থেকে ১৯৮১-৮২ পর্যন্ত সারের ব্যবহার এবং কৃষি উৎপাদনে তার প্রতিক্রিয়ার উপর গবেষণা পরিচালনা করে। এত দেখা যায় যে, ১৯৮১-৮২ সালের বোরো মৌসুমে যাঁরা ঋণ পেয়েছেন, উদ্বৃত্ত চাষীদের (পাঁচ একরের উপর) সংখ্যা শতকরা ৭.২ ভাগ। ক্ষুদ্র চাষী ঋণ পেয়েছেন একর প্রতি ১৩ টাকা আর উদ্বৃত্ত চাষীর একর প্রতি ৮৪ টাকা। কৃষি ঋণের উপর বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে ৩ মাস ৯ একর জমি চাষ করেন এই ধরনের কৃষকই কৃষি ঋণ থেকে বেশী উপকৃত হচ্ছেন। ১৯৮০-৮১ সালে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বিতরণকৃত ঋণের শতকরা ৩২ ভাগ পেয়েছিলেন ক্ষুদ্র চাষী (২.৫ একরের নীচে) এবং ঋণ বিতরণ বৃদ্ধির সংগে সংগে এই ভাগ কমে আসে (১৯৭৬-৭৭ সালে ছিল শতকরা ৫৫ ভাগ)। ফলে কৃষি ঋণ বড় চাষীদের হাতেই ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এদের অনেকেই প্রাপ্য ঋণের একটা অংশ অকৃষি খাতে বিনিয়োগ করেন অথবা জমি কেনেন বা ক্ষুদ্র চাষীদের ঋণ দেন যা মূলতঃ ভোগের খাতেই ব্যয় হয়।

চতুর্থত ঃ কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়া অনেকটা প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল হওয়ার ফলে কৃষকের জন্য উৎপাদনে ঝুঁকি অনেক বেশী, যা পরবর্তীতে কৃষি ঋণ পরিশোধ অসুবিধার সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রচলিত নিয়ম অনুসারে বকেয়া ঋণ পরিশোধ না করলে কৃষককে নতুন ঋণ মঞ্জুর করা হয় না। অথচ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কারণে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হলে পরবর্তী বছরে কৃষকের ঋণের প্রয়োজন বাড়ে। কাজেই এই নিয়ম প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ বিতরণ এবং ঋণ আদায়ের লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

পঞ্চমত ঃ কৃষি ঋণ ব্যবহারে ইপ্সিত ফল লাভের জন্য যথাযথ ব্যাবহার এবং তদারকী ব্যবস্থার গুরুত্ব খুবই বেশী। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ অপব্যবহার বা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার, বিশেষ করে মাঝারি ও বড় কৃষকদের ক্ষেত্রে বেশী দেখা যায়। প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণের বিতরণকৃত ঋণের অনুপাতে কাঙ্খিত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যর্থতার এটিও একটি বড় কারণ।

ষষ্ঠত ঃ কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে আর একটি উলেখযোগ্য দিক হল ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক সময়মত ঋণ পরিশোধ না করা। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ আদায়ে পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে অবনতির দিকে এগিয়ে চলছে। ১৯৮০-৮১ সালে আদায়যোগ্য ঋণের শতকরা ৪৯ ভাগ আদায় হয়েছে যা ১৯৯০-৯১ সালে নেমে এসেছে শতকরা মাত্র ১৪ ভাগে। মাঝখানে অবশ্য বকেয়া সুদ মওকুফ এবং ঋণ আদায়ে বিভিন্ন প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ১৯৮৬-৮৭ সালে কৃষি ঋণ পরিশোধের হার উন্নীত হয় শতকরা ৪১ ভাগে। কৃষি ঋণ ফেরৎ না দেওয়ার পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সময় সময় সুদ ও আসল মাফ করে দেওয়ার সরকারী ঘোষণা। এজন্য অনেক ঋণগ্রহীতা কালক্রমে খেলাফী ঋণগ্রহীতায় পরিণত হন। ঋণ আদায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষকদের তুলনায় বড় কৃষকদের ঋণ পরিশোধে অনীহা। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থানগত কারণে তারা যে শুধু আদায়কারী প্রতিষ্ঠানের চাপ সহ্য করতে বা ঠেকিয়ে রাখতে সমর্থ তা নয়, অনেক সময় অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে নতুন ঋণ নিয়ে খেলাপী পরিশোধ করেন। এর ফলে ঋণের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। এছাড়া, সময়মত ঋণ সরবরাহ না করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা সৃষ্টির মাধ্যমে ঋণের একটি উলেখযোগ্য অংশ ব্যাংক কর্মচারী ও মধ্যস্বত্বভোগীরা আত্নসাৎ করার উপযুক্ত ব্যবহার এবং সময়মত ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় ঃ
বাংলাদেশে কৃষিঋণের সাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহ

৫.১ ভূমিকা ঃ

এ অধ্যায়ে বাংলাদেশে কৃষিঋণের সাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে ।

৫.২ বাংলাদেশে কৃষিঋণের সাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং সরকারের যাবতীয় লেনদেন ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক হিসেবে আর্থ ব্যবস্থাপনাসহ ব্যাংক ও আর্থিক সরকারের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় দেশের মুদ্রা ও ঋণনীতি প্রতিষ্ঠান সমূহের সার্বিক তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। নোট ইস্যু করণ,বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ এবং সরকারের যাবতীয় লেন-দেন ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় দেশের মুদ্রা ও ঋণনীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে/ রয়েছে। নোট ইস্যুকরণ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ মুদ্রানীতির মূল উদ্দেশ্য - যথা (১) অর্থনৈতিক উন্নয়ন (২) টাকার আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক মূল্যমান স্থিতিশীলকরণ (৩) মূল্যস্তর যুক্তিযুক্ত পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখা এবং (৪) দীর্ঘমেয়াদে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে। দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়ন সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা বাজারের উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। গভর্নরসহ ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে।

প্রধান কার্যালয় ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের ঢাকায় দু'টি শাখা এবং চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বগুড়া, সিলেট, রংপুর ও বরিশালে একটি করে শাখা রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষিঋণ নীতিমালা, বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষিঋণ বিতরণ নিশ্চিত করে এবং তদারকি করে।

কৃষি ঋণঃ

কৃষি ও পল্লী খাতে পর্যাপ্ত ঋণ প্রবাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে আলোচ্য বছরে ঋণদানকারী ব্যাংক (রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ) ও বিআরডিবি কর্তৃক ৪৩.৮৯ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এ লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০০৪ পর্যন্ত ২০.৫৩ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ২০০২-০৩ অর্থ বছরে এ লক্ষ্য মাত্রা ছিল ৩৫.৬১ বিলিয়ন টাকা এবং প্রকৃত বিতরণ ছিল ৩২.৭৮ বিলিয়ন টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৯২.০৭ ভাগ। ফেব্রুয়ারি ২০০৪ ইং পর্যন্ত কৃষি খাতে বকেয়া ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১০.৭০ বিলিয়ন টাকা,

Dhaka University Institutional Repository

যার মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ৬৩.০৮ বিলিয়ন টাকা। উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভুমিহীন বর্গাচাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ঋণ ও ব্যবস্থাপনা এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং বর্গাচাষীদের মেয়াদোত্তীর্ণ কৃষি ঋণের (অনধিক ৫০০০/- টাকা মূল কৃষি ঋণ) সুদ থেকে দায় মুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ১৯৯০- ৯১ হতে ২০০৩-০৪ পর্যন্ত কৃষি ঋণ পরিস্থিতি দেখানো হলো।

সারণী-৫.১ ঃ কৃষি ঋণ বিতরণ, আদায় ও স্থিতি

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর	লক্ষ্য মাত্রা	ঋণ বিতরণ	ঋণ আদায়	বকেয়া
১৯৯০-৯১	১৩.১০	৫.৯৬	৬.২৫	৫৭.০৩
১৯৯১-৯২	১৩.২২	৭.৯৫	৬.৬২	৫৩.৭০
১৯৯২-৯৩	১৪.৭৪	৮.৪২	৮.৬৯	৫৬.৯৩
১৯৯৩-৯৪	১৬.৪৩	১১.০১	৯.৭৯	৬২.২২
১৯৯৪-৯৫	১৯.৬৩	১৪.৯০	১১.২৪	৭০.৪৫
১৯৯৫-৯৬	২২.৪২	১৪.৮২	১২.৭৩	৭৭.৬৯
১৯৯৬-৯৭	২১.৯৭	১৫.১৭	১৫.৯৪	৮২.৫৬
১৯৯৭-৯৮	২৩.৫৩	১৬.৪৩	১৬.৯৯	৮৫.১৫
১৯৯৮-৯৯	৩২.৭০	৩০.০৬	১৯.১৭	৯৭.০৩
১৯৯৯-০০	৩৩.৩১	২৮.৫১	২৯.৯৬	১০৬.৪৯
২০০০-০১	৩২.৬৬	৩০.২০	২৮.৭৮	১১১.৩৭
২০০১-০২	৩৩.২৭	২৯.৫৫	৩২.৫০	১১৩.৫৬
২০০২-০৩	৩৫.৬১	৩২.৭৮	৩৫.১৬	১১৯.১৩
২০০৩-০৪ (জুলাই- ফেব্রুয়ারি)	৪৩.৮৯	২০.৫৩	১৯.৬৬	১১০.৭০

উৎস ঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

কৃষি ঋণের বিপরীতে সুদ রেয়াত

দু'টি বিশেষায়িত ব্যাংক (বিকেবি ও রাকাব) এবং তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক(সোনালী, জনতা ও অগ্রণী) কর্তৃক নিয়মিত ও যথাসময়ে ঋণ পরিশোধকারী কৃষি ঋণ গ্রহীতাদেরকে শতকরা ২ ভাগ হারে সুদ রেয়াত দানের যে কর্মসূচী অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে জুলাই ১৯৯৫ থেকে সূচিত হয়, তা আলোচ্য অর্থবছরেও অব্যাহত থাকে। বিকেবি ও রাকাব কর্তৃক অনুরূপ রেয়াত প্রদানকৃত মোট সুদের শতকরা ৫০ ভাগ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনর্ভরণ করা হয়,বাকী শতকরা ৫০ ভাগ উল্লিখিত ব্যাংক দু'টিই বহন করে। তবে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ব্যাংক তিনটির অনুরূপ সুদ রেয়াতের পুরো অর্থই সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর নিজস্ব তহবিল থেকে সংস্থান করা হয়। উল্লিখিত সুদ রেয়াত বাবদ ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০২-০৩ অর্থবছর পর্যন্ত বিকেবি ও রাকাবকে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত সুদ রেয়াতজনিত অর্থের পরিমাণ সারণিতে দেয়া হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৫.২ ঃ বিকেবি ও রাকাবকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সুদ রেয়াতের অর্থের পরিমাণ

(মিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর	বিকেবি	রাকাব	মোট
১৯৯৫-৯৬	০.৭৪	০.৭৫	১.৫০
১৯৯৬-৯৭	০.৮৩	১.৪৪	২.২৭
১৯৯৭-৯৮	০.৪৪	১.৫০	১.৯৪
১৯৯৮-৯৯	১.০৪	২.৩৩	৩.৩৭
১৯৯৯-০০	১.৯৬	৩.১১	৫.০৭
২০০০-০১	১.৬৪	৩.৫১	৫.১৫
২০০১-০২	১.৫৯	৪.২১	৫.৭৯
২০০২-০৩	১.২৯	৪.৪১	৫.৭০

উৎস ঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সোনালী ব্যাংক

সোনালী ব্যাংক বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়াত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক। দেশের অভ্যন্তরে শহর এলাকায় ৪৪৮ টি, গ্রামীণ এলাকায় ৬৯৬ টি এবং বিদেশে ২ টি শাখাসহ মোট ১১৮৬ টি শাখার মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকের ব্যাংকিং সেবামূলক কার্যক্রম বিস্তৃত।

কৃষি/ পল্লীঋণ কর্মসূচীঃ

সোনালী ব্যাংক ১৯৭৩-৭৪ সাল থেকে পল্লী এলাকায় কৃষি/ পল্লী ঋণ প্রদান শুরু করে। ব্যাংকের বর্তমান বকেয়া কৃষি/ পল্লী ঋণের পরিমান ২৭০৮৫ মিলিয়ন টাকা ; যার প্রধান অংশ শস্য, কৃষিজাত পন্য উৎপাদন এবং গ্রামীণ ক্ষুদ্র চাষীদের আয় উৎসারী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্যাংকের মোট ১১৮৬ টি শাখার মধ্যে ১০০৪ টি শাখার মাধ্যমে সারাদেশের ১১৩৮ টি ইউনিয়নে কৃষি/ পল্লী ঋণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। ব্যাংকের কৃষি/ পল্লীঋণ গ্রহীতার সংখ্যা বর্তমানে ১.২৯ মিলিয়ন।

সারণী-৫.৩ ঃ সোনালী ব্যাংকের কৃষিঋণ বিতরণ ও আদায় ও মোট কৃষিঋণের স্থিতি

সাল	বিতরণ	আদায়	মোট কৃষিঋণের স্থিতি
২০০২	৩৬৯৯	৭২০১	১৯৬৮৬
২০০৩ (সাময়িক)	৩৩৩২	৫৩১১	১৮৮৪২
৩১ মার্চ ২০০৪ (সাময়িক)	১০৮৯	৯৮৩	১৯৭৮৫
৩০ জুন ২০০৪ (প্রাক্কলিত)	২১৭২	১৯৬৬	২০৭৭৪

জনতা ব্যাংক

জনতা ব্যাংক দেশের অন্যতম বৃহত্তম রাষ্ট্রায়াত্ত ও বাণিজ্যিক ব্যাংক। ২০০৩ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমান দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮০০০ মিলিয়ন টাকা, ২৫৯৪ মিলিয়ন টাকা, ৫৭৪ মিলিয়ন টাকা, বিদেশে চারটি শাখাসহ ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ৮৪৭ টি, তন্মধ্যে ৪২৭ টি গ্রামীণ শাখা।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষিঋণ কর্মসূচী

দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে পল্লী খাতের গুরুত্ব বিবেচনা করে জনতা ব্যাংক এখাতে আর্থায়ন শুরু করে। ব্যাংকের ৪৫০ টি শাখার মাধ্যমে ৬৯৮ টি ইউনিয়নে বিভিন্ন মৌসুমী ফসল উৎপাদন, মৎস্য চাষ, হাঁসমুরগী খামার ও গবাদি পশু পালনম হর্টিকালচার ইত্যাদি কৃষি খাতে সরাসরি ঋণ প্রদান করছে। কৃষি ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প খাতে ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১১,০০০ মিলিয়ন টাকা। ঋণ সুবিধা ভোগীর সংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ। পল্লীতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক সুদের হার ৮ % থেকে ১০%।

সারণী-৫.৪ ঃ জনতা ব্যাংকের কৃষিঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

সাল	বিতরণ	আদায়
২০০২	৮৩৭	৮৬৪
২০০৩	৮১৭	১০৭৭
৩১ মার্চ ২০০৪ (সাময়িক)	৮৭০	৭৫০
৩০ জুন ২০০৪ (প্রাক্কলিত)	১৪৭৫	১৩৪০

উৎস ঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

অগ্রণী ব্যাংক

অগ্রনী ব্যাংক দেশের অন্যতম বৃহৎ রাষ্ট্রীয় মানিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক। ২০০৩ সালের ডিসেম্বর শেষে অগ্রণী ব্যাংকের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮০০০ মিলিয়ন টাকা ও ২৪৮৪ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৮৭ মিলিয়ন টাকা। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল জুড়ে অগ্রণী ব্যাংকের রয়েছে ৮৭২ টি শাখা। যার মধ্যে ৫২৯ বা শতকরা ৬১ ভাগ গ্রামীণ শাখা।

সারণী-৫.৫ ঃ অগ্রণী ব্যাংকের কৃষিঋণ বিতরণ, আদায় মোট কৃষিঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

সাল	বিতরণ	আদায়
২০০২	৮০৯	১০১২
২০০৩	৬৭০	৯৭২
৩১ মার্চ ২০০৪ (সাময়িক)	২৯৯	২৪৩
৩০ জুন ২০০৪ (প্রাক্কলিত)	৫৯৯	৪৮৬

সরকার কর্তৃক অগ্রাধিকার কর্মসূচী হিসেবে ছাগল পালনের বিশেষ ঋণ কর্মসূচীতে অগ্রণী ব্যাংক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

রূপালী ব্যাংক

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং রূপালী ব্যাংক লিঃ এর মধ্যে সম্পাদিত ১৩ ডিসেম্বর ১৯৮৬ তারিখের ভেন্ডরস চুক্তিনামা বলে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৮৬ সাল থেকে রূপালী ব্যাংক একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৫.৬ ঃ রূপালী ব্যাংকের কৃষিঋণ বিতরণ, আদায় মোট কৃষিঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

সাল	বিতরণ	আদায়	মোট কৃষি ঋণের স্থিতি
২০০২	৩৬	৩৮	১১৪
২০০৩	৭১	৭৬	১১৬
৩১ মার্চ ২০০৪ (সাময়িক)	২১	১২	১২৪
৩০ জুন ২০০৪ (প্রাক্কলিত)	৪১	২৬	১৩২

উৎস ঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

কৃষিঋণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সর্ববৃহৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এ দেশের কৃষিঋণ পরিচালনার কর্মকান্ডের সিংহভাগই এককভাবে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অবদান। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি খাতের জন্য একটি বিশেষায়িত উন্নয়ন ব্যাংক হলেও এটি অন্যান্য বানিজ্যিক ব্যাংকের মতোই সকল ধরনের ব্যাংকিং কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে।

২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে খাতভিত্তিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার খাত চিহ্নিত করে শস্য উৎপাদন ছাড়াও ছাগল পালন, হালের বলদ, সেচ ও খামার যন্ত্রপাতি, মৎস্য চাষ, হাঁস মুরগী ও অন্যান্য পশু সম্পদ, কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন প্রভৃতিক্ষেত্রে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে ব্যাংকের ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা ১৬০০০ মিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। ৩১ মার্চ ২০০৪ পর্যন্ত এ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৮৯৪৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে। যা লক্ষ্যমাত্রার ৫৬%। শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় ও আর্থিক ভিত্তিকে আরো সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের উদ্ভাবিত MIRACLE (Maximum Incentive for Recovery of a Classified Loan Entirely) কর্মসূচি চলতি অর্থবছরেও চালু ছিল।

সারণী-৫.৭ ঃ কৃষি ব্যাংকের কৃষিঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

সাল	বিতরণ	আদায়
২০০১-২০০২	৯০৭৬	১০১৩০
২০০২-২০০৩	১০৪০১	৮০৬৪
৩১ শে মার্চ, ২০০৪ (সাময়িক)	৯১৮২	৬৫৭৩
৩০ শে জুন.২০০৪ (প্রাক্কলিত)	১৪০০০	১১৮৫৯

উৎস ঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

Dhaka University Institutional Repository

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

বর্তমানে ৩৪৯ টি শাখা নিয়ে রাকাবের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, যার মধ্যে গ্রামীণ শাখার সংখ্যা ২৯১টি, ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১৫০০ মিলিয়ন টাকা। পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণও ১৫০০ মিলিয়ন টাকা। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় রাজশাহী মহানগরীতে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠার পর হতে দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রাকাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৯১-১৯৯২ অর্থবছর হতে ঋণ শ্রেণীকরনের ফলে ব্যাংক ক্রমাগত লোকসান দিতে থাকে এবং ১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থবছর শেষে পূঞ্জীভূত লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০৭১ মিলিয়ন টাকা। কৃষির সকল খাত, উপখাত, ও সহযোগী খাতে ঋণ বিতরণ ছাড়াও ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক ও কৃষি বহির্ভূত পেশায় নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংক স্বকর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনমূলক ঋণ র্কমসূচি চালু রেখেছে। ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭০০০ মিলিয়ন টাকা। ৩১ মার্চ ২০০৪ পর্যন্ত মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৪৫৩৭ মিলিয়ন টাকা। যা লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৬৫ ভাগ।

সারণী-৫.৮ ঃ রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থবৎসর ওয়ারী কৃষিঋণ বিতরণ, আদায়, ও মোট কৃষিঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

সাল	বিতরণ	আদায়	মোটকৃষি ঋণের স্থিতি
২০০১-২০০২	৩২২২	৩৪৫৫	১০৪১৫
২০০২-২০০৩	৩৮০৯	৩৭৬১	১১৫০৯
৩১ মার্চ, ২০০৪ (সাময়িক)	২৮০৬	২৫৪৪	১১৫৪৬
৩০ জুন, ২০০৪ (প্রাক্কলিত)	৪৬২০	৩৭৫০	১১৯৫০

উৎস ঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের কার্যক্রম এলাকা **পরিশিষ্ট-গ** তে প্রদান করা হয়েছে ।

কর্মসংস্থান ব্যাংক

দেশে বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের আত্নকর্মসংস্থানে ঋণ সহায়তা দিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলা এবং দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নত করার লক্ষ্যে ২২ সেটেম্বর ১৯৯৮ তারিখে কর্মসংস্থান ব্যাংক আত্নপ্রকাশ করে। কর্মসংস্থান ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৩০০০ মিলিয়ন টাকা এবং প্রারম্ভিক পরিশোধিত টাকা ১০০০ মিলিয়ন টাকা।

সারণী-৫.৯ ঃ কর্মসংস্থান ব্যাংকের কৃষি ও মৎস্য ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

সাল	স্থিতি
২০০১-২০০২	৯২
২০০২-২০০৩	৯১
৩১ মার্চ, ২০০৪ (সাময়িক)	৫২
৩০ জুন ,২০০৪ (প্রাক্কলিত)	১৫০

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড

কৃষিখাতে অর্থায়নের মৌলিক উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক নামে আত্মপ্রকাশ করে।

সারণী-৫.১০ ঃ সমবায় ব্যাংকের কৃষিঋণ চিত্র

(মিলিয়ন টাকায়)

সাল	বিতরণ	আদায়
২০০১-২০০২	১৩	২১
২০০২-২০০৩	১৫	২৫
৩১ মার্চ, ২০০৪ (সাময়িক)	৩	২৭
৩০ জুন, ২০০৪ (প্রাক্কলিত)	৪৭	৩৭

উৎস ঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড

মার্চ ২০০৪ শেষে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড এর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমান যথাক্রমে ৫০০০ মিলিয়ন টাকা ও ২০০ মিলিয়ন টাকা। ২০০২-৩০ জুন ২০০৪ পর্যন্ত পূবালী ব্যাংক কোন কৃষিঋণ প্রদান করেনি। এ সময়ে কৃষিঋণের স্থিতি।

সারণী-৫.১১ ঃ পূবালী ব্যাংকের কৃষিঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

সাল	কৃষিঋণের স্থিতি
২০০২	২০৪
২০০৩	১৯৫
৩১ মার্চ, ২০০৪ (সাময়িক)	১৭৮
৩০জুন,২০০৪ (প্রাক্কলিত)	১৬৩

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড

মার্চ ২০০৪ শেষে ১৯৮ টি শাখা সম্বলিত এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০০ মিলিয়ন টাকা। পরিশোধিত মূলধন ১০০ মিলিয়ন টাকা। ২০০২-২০০৪ পর্যন্ত এ ব্যাংক কোন কৃষিঋণ প্রদান করেনি।

সারণী-৫.১২ ঃ উত্তরা ব্যাংক লিঃ এর কৃষিঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

সাল	স্থিতি
২০০২	১৮
২০০৩	১৮
৩১ মার্চ,২০০৪ (সাময়িক)	১৮
৩০ জুন, ২০০৪ (প্রাক্কলিত)	১৮

উৎস ঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

Dhaka University Institutional Repository

আরব বাংলাদেশ ব্যাংক

২০০৪ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির শাখা ৬৯ টিতে এবং মোট জনশক্তি ১৬৫০ জনে দাঁড়ায়। আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড ২০০৩ সালে ২৭৭১১মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ এবং ১৮৭৭০ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে এসময়ে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ১৪৯৬২ মিলিয়ন টাকা ছিল ঋণ এবং ১০০৪ মিলিয়ন টাকা ছিল কৃষিঋণ।

সারণী-৫.১৩ ঃ কৃষিঋণ বিতরণ, আদায়, মোট কৃষিঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

সাল	বিতরণ	আদায়	মোট কৃষিঋণের স্থিতি
২০০২	৯৫	৪০	৪৬৫
২০০৩	১০০৪	৫৫০	৫৪৮
৩১ মার্চ, ২০০৪ (সাময়িক)	৪৫৯	১৪৭	৪৩৬
৩০জুন, ২০০৪ (প্রাক্কলিত)	৫০৮	১৬৭	৯৪৩

উৎস ঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইন অনুযায়ী ১৩ মার্চ ১৯৮৩ সালে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত হয়ে ৩০ মার্চ ১৯৮৩ হতে দেশের প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।

সারণী-৫.১৪ ঃ ইসলামী ব্যাংকের কৃষিঋণ বিতরণ আদায় ও মোট কৃষিঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

সাল	বিতরণ	আদায়	মোট কৃষিঋণ স্থিতি
২০০২	৪৭	৩১	৫৫
২০০৩	৬০	৪৪	৭০
৩১ মার্চ,২০০৪ (সাময়িক)	১৮	১২	৭৭
৩০ জুন, ২০০৪ (প্রাক্কলিত)	২১	১৬	৮৫

উৎস ঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড ১০০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন ও ১০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৭ এপ্রিল ১৯৯৫ সালে বেসরকারী ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৫.১৫ ঃ প্রাইম ব্যাংকের কৃষিঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

সাল	স্থিতি
২০০২	১৮৭
২০০৩	৯৩২
৩১ মার্চ, ২০০৪ (সাময়িক)	১০১০
৩০জুন, ২০০৪ (প্রাক্কলিত)	১১৩১

উৎস ঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড

৫ জুলাই ১৯৯৫ সালে ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড কার্যক্রম শুরু করে। ঢাকা ব্যাংকের কৃষিঋণের স্থিতি নিম্নে দেয়া হলো।

সারণী-৫.১৬ ঃ ঢাকা ব্যাংক লিঃ এর কৃষি ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

সাল	স্থিতি
২০০২	-
২০০৩	৬৯
৩১ মার্চ,২০০৪ (সাময়িক)	৬৯
৩০ জুন, ২০০৪ (প্রাক্কলিত)	৭০

উৎস ঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল আরফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সাল হতে দেশের তৃতীয় ইসলামী ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।

সারণী-৫.১৭ ঃ আল আরাফাহ ব্যাংকের কৃষিঋণ বিতরণ ও আদায়, মোট কৃষিঋণ স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

সাল	বিতরণ	আদায়	মোট কৃষিঋণ স্থিতি
২০০২	৮	৬	৬
২০০৩	৯	৭	৭
৩১ মার্চ, ২০০৪ (সাময়িক)	৩	২	৮
৩০ জুন, ২০০৪ (প্রাক্কলিত)	১১	৯	১০

উৎস ঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

শাহজালাল ব্যাংক লিমিটেড

কল্যাণমুখি আর্থ-সামাজিক সেবার লক্ষ্যে শাহজালাল ব্যাংক লিমিটেড ১০ মে ২০০১ সালে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। শাহজালাল ব্যাংকের কৃষি ঋণের স্থিতি নিম্নে দেয়া হলো-

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৫.১৮ ঃ শাহজালাল ব্যাংক লিমিটেড এর কৃষি ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

সাল	স্থিতি
২০০২	-
২০০৩	৭৩
৩১ মার্চ, ২০০৪ (সাময়িক)	৮৮
৩০ জুন, ২০০৪ (প্রাক্কলিত)	১২০

উৎস ঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড

মার্চ ২০০৪ শেষে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৬টি। ২০০৩ সালে ব্যাংকিং কৃষিখাতে ৩২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১৩ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮ মিলিয়ন টাকা ও ১২ মিলিয়ন টাকা। ন্যাশনাল ব্যাংকের কৃষিঋণের স্থিতি নিম্নরূপ।

সারণী-৫.১৯ ঃ ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড এর কৃষি ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকা)

সাল	কৃষিঋণ স্থিতি
২০০২	৭৭
২০০৩	১০৭
৩১ মার্চ,২০০৪ (সাময়িক)	১১২
৩০ জুন, ২০০৪ (প্রাক্কলিত)	১০৪

উৎস ঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড

দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড ২৭ মার্চ ১৯৮৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে।

সারণী-৫.২০ ঃ সিটি ব্যাংকের কৃষিঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

সাল	বিতরণ	আদায়
২০০২	৭৭	১
২০০৩	৭৫৮	৬
৩১ মার্চ,২০০৪ (সাময়িক)	৭৯৩	৬
৩০জুন, ২০০৪ (প্রাক্কলিত)	৮২৮	৬

উৎস ঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

এছাড়াও আরো কিছু ব্যাংক কৃষিখাতে বিনিয়োগ করছে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

কেসস্টাডি- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং মানিকগঞ্জ জেলার কৃষি ঋণ

৬.১ ভূমিকা ঃ

এ অধ্যায়ে দুইটি কেসস্টাডি (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং মানিকগঞ্জ জেলার কৃষি ঋণের অবস্থা) সন্নিবেশিত হয়েছে।

৬.২ কেসস্টাডি ১ - আলোকসম্পাত ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

কৃষিঋণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সর্ববৃহৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এটি একটি বিশেষায়িত ব্যাংক।গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য সামনে রেখে কৃষির সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য এ ব্যাংকের সৃষ্টি। এ দেশের কৃষিঋণ পরিচালনা কর্মকান্ডের সিংহভাগই এককভাবে বাংলাদেশের কৃষি ব্যাংকের অবদান। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে মোট বিতরণকৃত শস্য ঋণের গড়ে শতকরা ৫৫ থেকে ৬০ ভাগ একক ভাবে বিতরণ করব।

এক নজরে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

- প্রতিষ্ঠা- ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির ২৭ নং অধ্যাদেশ বলে।
- উদ্দেশ্য- কৃষির সকল মৌলিক উপগত ফল শস্য, মৎস্য, পশুপালন, বনায়ন, এবং সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি, কৃষিভিত্তিক শিল্প ও দারিদ্র বিমোচন কর্মকান্ডে অর্থায়ন করা।
- মোট শাখা- ৯৩৬ টি।
- নিয়ন্ত্রণকারী আঞ্চলিক কার্যালয়- ৫১টি।
- স্বতন্ত্র আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়- ৫১টি।
- বিভাগীয় কার্যালয়- ৭টি।
- বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়-৫টি।
- কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-১টি(ঢাকায়)।
- পরিচালনা পরিষদ-১১ সদস্য বিশিষ্ট।
- কর্মকর্তা/কর্মচারী-১১৪০০জন।

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে ব্যাংকের ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা ১৬০০০ মিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। যা লক্ষ্যমাত্রার ৫৬%।

সারণী-৬.১ ঃ খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	কৃষিভিত্তিক শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি ঋণ	মোট		
(২০০১-২০০২) বিতরণ	৯০৭৬	৬৫৩	২৭৯১	৩৪৪৪	৩১১১	১৫৫৬৩১
,, আদায়	১০১৩০	৯৫০	২৮৫৫	৩৮০৫	৩৩৮৮	১৭৩২৩
(২০০২-২০০৩)বিতরণ	১০৪০১	৬৫০	২৬০৭	৩২৫৭	৩০২৯	১৬৬৮৭
,, আদায়	৮০৬৪	১১৬	৪৩৫	৫৫১	১৯৮৭	১০৬০২
(৩১মার্চ-২০০৪ সাময়িক) বিতরণ	৯১৮২	৪০৫	২৮১৩	৩২১৮	১২০০	১৩৬০০
,, আদায়	৬৫৭৩	৪৭৫	১২৭১	১৭৪৬	৬২৮	৮৯৪৭

উৎস ঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমুহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪ পৃষ্ঠা-১৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি ঃ

২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের শেষে ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রিম পরিমাণ ছিল ৫৬৪৮৮ মিলিয়ন টাকা ৩১ শে মার্চ ২০০৪ তারিখ কৃষি ও মৎস্য খাতে ৩৬৪০৪ মিলিয়ন টাকা। মোট ঋণ স্থিতির ৬২% শিল্প খাতে ৭০৬৬ মিলিয়ন (১২%) এবং বিশেষ ঋণ কর্মসূচীতে ৩১৫০ মিলিয়ন টাকা (৫%) স্থিতি দাঁড়িয়েছে।

সারণী-৬.২ ঃ খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১-২০০২	২০০২-২০০৩	৩১ মার্চ ২০০৪ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৪ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য**	**৩৩৮৪৯**	**৩৫২৭৭**	**৩৬৪০৪**	**৩৮৫৪৫**
	ক) শস্য	২৩৬০৭	২৫১৫২	২৫৮৯২	২৭৪৩৮
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১০২৪২	১০১২৫	১০৫১২	১১১০৭
২।	**শিল্প**	**১১৩১২**	**৭৩৫৬**	**৭০৬৬**	**৭১৮৭**
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	২২৮৮	৬৮৯৫	৬৬১৫	৬৭৩৫
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৯০২৪	৪৬১	৪৫১	৪৫২
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/ হোটেল	১১১৮	১১৩০	১২১২	১৩৯৩
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট, ব্যবসা ও সেবা	৩০৬১	৩৮৫০	৩৩৪৯	৩৬৯৯
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৪৮৩	৩১৮	৩০৬	৩১৮
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী**	**৩১২২**	**৩১৪১**	**৩১৫০**	**৩২৬২**
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	২৯৩২	২৯২১	২৯৫৪	৩০৫১
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	১৯০	২২০	১৯৬	২০১
৭।	অন্যান্য	১৪৩০	৫৪১৬	৬৭৯৩	৬৩৭৬
	সর্বমোট	**৫৪৪৭৫**	**৫৬৪৮৮**	**৫৮২০**	**৬০৭৮০**

উৎস ঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমুহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪

খাত ওয়ারী বিতরণ(২০০৩-২০০৪)

সারণী-৬.৩ ঃ খাত ওয়ারী বিতরণ ২০০৩-২০০৪

ক্রঃ নং	খাত	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	খাতভিত্তিক আদায়	লক্ষ্যমাত্রা ০৪-০৫
১	শস্য	১১১০.০০	১০২৪.২৯	৮১০.১৪	১৩০০
২	মৎস্য	৮৫.০০	৭০.০০	২৭.৭০	১৫০
৩	পশু সম্পদ	১৮৫.০০	১৫২.৪১	১৫৯.০১	২৫০
৪	সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি	২০.০০	১৩.৮৮	২১.০১	৩০
৫	কৃষি ভিত্তিক শিল্প	১০০.০০	৭১.৬১	১০৮.৬০	৩৫০
৬	চলমান	২৭০.০০	৪১৩.৫৯	২৬১.৮৯	২০০
৭	দারিদ্র্য বিমোচন	১০০.০০	৬৮.১৬	৪৬.৬০	১০০
৮	অন্যান্য	২৫.০০	১৫০.২২	৪০.৮০	২০
	মোটঃ	**১৯০০.০০**	**১৯৬৪.১৪**	**১৪৬৫.৭৫**	**২৪০০**

উৎস ঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমুহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪

বিগত ১১ বছরের খাতভিত্তিক বিনিয়োগের চিত্রঃ

সারণী-৬.৪ ঃ বিগত ১১ বছরের খাতভিত্তিক বিনিয়োগের চিত্র

অর্থ বছর	শস্য	মৎস্য	পশু সম্পদ	সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি	কৃষি ভিত্তিক শিল্প	চলমান ঋণ	দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী	অন্যান্য	মোট বিনিয়োগ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৯৯৩-৯৪	৩২৩.১১	৮.৮৫	৭৫.৬৫	১.৯৯	১১.৭৩	১১৮.৬৪	০৮.০৭	৫০.৫২	৫৯৮.৫৬
১৯৯৪-৯৫	৩৯৭.৫০	১৬.১৫	৮৩.০৮	২.২৮	৫৯.৯৮	১১২.৩৬	২৩.০৪	৭১.২৪	৭৬৫.২৩
১৯৯৫-৯৬	৩৪৪.৩৫	৪.৬০	৫২.৩৫	১.৭০	৮৬.৫৮	১৪৬.৪৯	৫১.৬৭	৯১.১৭	৭৭৮.৯১
১৯৯৬-৯৭	৩৭১.৬৮	৫.৭২	৪৪.৫৯	২.২১	৩৭.৫১	১২০.৭২	৮৫.৮৭	১১২.৮৫	৭৮১.১৫
১৯৯৭-৯৮	৪১২.০২	৭.৫২	৪০.৬৩	১.৯৭	২২.৮০	১১৭.৫৯	৯৮.৭২	১৪৮.১৭	৮৪৯.৪২
১৯৯৮-৯৯	৯৮৭.৯৮	১০.২৬	৬২.৬৯	৩.২১	১৫.৩৫	১৭৪.৫৮	১৩৬.৬৪	১৯৯.৫২	১৫৯০.২৩
১৯৯৯-০০	৮৪৭.৯৪	১০.২৮	৩৭.৯৭	২.৮৩	২২.০৭	২১৬.৬২	১২৪.৮১	২৭৬.৮৬	১৫৩৯.৩৮
২০০০-০১	৯৯৫.৬০	১৫.৫৮	৩৯.৮৮	২.৮৯	১১.৭২	২৯০.৮৪	১২০.০১	৩০৫.৮৪	১৭৮২.৩৬
২০০১-০২	৮৫৯.৫৯	১২.৭৯	৩৫.৯২	৪.৪৮	৩০.১৬	২৯১.৯৩	৮৪.৮১	২৪৩.৪৮	১৫৬৩.১৬
২০০২-০৩	৯৭২.২৫	৩৬.৬২	৯২.৮৬	৭.৬৩	৬৩.৩২	২৫৩.৬৯	৮২.৫৬	১৫৯.৭৪	১৬৬৮.৬৭
২০০৩-০৪	১০২৪.২৯	৭০.০০	১৫২.৪১	১৩.৮৮	৭১.১৬	৪১৩.৫৯	৬৮.১৬	১৫০.২২	১৯৬৪.১৪

উৎস ঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমুহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪

বার্ষিক কৃষিঋণ কর্মসূচী প্রনয়ণে মৌলিক নীতিমালা

মোট ঋণ বিতরণ কর্মসূচীর শতকরা ৬০ ভাগ ফসল ঋণের জন্য বরাদ্দ রাখা;

অবশিষ্ট ৪০ ভাগ অর্থ কৃষির অন্যান্য উপখাতগুলোতে বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়;

ঋণ বিতরণ ও আদায় পাশ বইয়ের মাধ্যমে পরিচালনা ও সারা বছরের বিভিন্ন ফসলের এককালীন ঋণ মঞ্জুরী ও আদায়সূচী প্রবর্তন;

ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের অগ্রাধিকার দেয়া;

তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে সরল হারে সুদ আরোপ করা এবং সুদাসলে ঋণ অংক হওয়ার পর অতিরিক্ত সুদ ধার্য না করা ।

ঋণ বিতরণ ঃ

বাংলাদেশের কৃষি ব্যাংক ২০০২-০৩ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর মেয়াদী (২০০২-০৩ থেকে ২০০৬-০৭) পরিকল্পনার আলোকে ঋণ বিতরণ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। উক্ত নীতিমালা উলেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

কৃষির প্রতিটি খাতের সুষম উন্নয়ন ও বিকাশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ব্যাংক ঋণ বিতরণ কর্মসূচী শুধুমাত্র কয়েকটি খাতে সীমিত না রেখে কৃষি ও তার আন্তঃসম্পর্কিত সকল খাত/উপ-খাত সমূহে ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।

কৃষি বহুমুখীকরণ, আধুনিকায়ন, বাণিজ্যিকীকরণ ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাবনা ও শ্রম নিবিড়তা বিবেচনায় ঋণ বিতরণের সাতটি খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। খাত সাতটি হলোঃ শস্য, মৎস্য, পশুসম্পদ, সেচ ও খামার যন্ত্রপাতি, কৃষি ভিত্তিক শিল্প, চলতি মুলধন ও আর্থ- সামাজিক কর্মকান্ড।

কৃষি পণ্যের অধিক মূল্য সংযোজন ও তার বিপনন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন নতুন সম্ভাবনাময় প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও সে সমস্ত

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্পে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান। যেমনঃ পটেটো ফ্লেক্স, জুস তৈরী, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ইত্যাদি।

কৃষিজাত পণ্যের এলাকা ভিত্তিক সম্ভাবনা চিহ্নিত করে সে সমস্ত এলাকায় উদ্যোক্তাদেরকে তাদের প্রয়োজন মাফিক ঋণ সুবিধা প্রদান। (যেমনঃ যশোর, সাতক্ষীরা, চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া, পটিয়া, হাটহাজারী ইত্যাদি অঞ্চলে ফুল ও চাষ বিপননে অর্থায়ন)।

যে সমস্ত বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কৃষি পণ্যের বহুমুখীকরণ, বিপনন তথা কৃষির আধুনিকায়নে এগিয়ে আসছে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। যেমনঃ ব্র্যাক, প্রাণ, হারভেষ্ট রীচ, কাজী ফার্মস সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন কৃষি প্রকল্প ভিত্তিক ঋণ সুবিধা প্রদান।

কৃষি খাতের ক্রমবর্ধমান ঋণ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রতি বছর ঋণ বিতরণের পরিমাণ উলেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা এবং এ বর্ধিত ঋণের পরিমাণ বিশেষ করে সৎস্য, পশুসম্পদ ও কৃষি শিল্প খাতে বিতরণ।

সারণী-৬.৫ ঃ ২০০২-০৩ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের তুলনামুলক অবস্থা নিম্নরূপ

ক্রঃ নং	ঋণ বিতরণের খাত	ঋণ বিতরণ (২০০১-০২)	ঋণ বিতরণ (২০০২-০৩)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস/বৃদ্ধি
১।	শস্য	৮৫৯৫৯	৯৭২.২৮	১৩%
২।	মৎস্য	১২.৭৯	৩৬.৬২	১৮৬%
৩।	পশু সম্পদ	৩৫.৯২	৯২.৮৬	১৫৯%
৪।	খামার যন্ত্রপাতি	৪.৪৮	৭.৬৩	৭০%
৫।	কৃষি ভিত্তিক শিল্প	৩০.১৬	৬৩.৩২	১১০%
৬।	চলতি মূলধণ	২৯১.১৩	২৫৩.৬৯	(-)১৩%
৭।	আর্থ- সামাজিক কর্মকান্ড	৮৪.৮১	৮২.৫৬	(-) ৩%
৮।	অন্যান্য	২৪৩.৪৮	১৫৯.৭১	(-)৩৪%
	মোট	**১৫৬৩.১৬**	**১৬৬৮.৬৭**	৭%

উৎস ঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমুহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪

২০০২-০৩ অর্থ বছরে ব্যাংক ১৬০০.০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৬৬৮.৬৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে যা পূববর্তী অর্থ বছরের তুলানায় শতকরা ৭ভাগ বেশি ২০০২-০৩ অর্থ বছরে ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ৫৩৩৯.৬৭ (কর্মচারী অগ্রিম ব্যতীত) কোটি টাকা । এ সময়ে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ছিল ২৮,৩৭,৬০৪ জন। বাংলাদেশর কৃষি ব্যাংক কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে দেশের সর্ববৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ২০০২-০৩ অর্থ বছরে দেশের মোট বিতরণকৃত কৃষি ঋণ ৩২৭৮.০০ কোটি টাকার মধ্যে কৃষি ব্যাংক এককভাবে প্রায় ১৬৬৯.০০ কোটি টাকা বিতরণ করে যা দেশে মোট বিতরণকৃত কৃষি ঋণের শতকরা ৫১ ভাগ।

ঋণ বিতরণের উল্লেখযোগ্য খাতসমূহঃ

বাংলাদেশের কৃষিতে শস্যই হচ্ছে সর্ববৃহৎ গুরুত্বপূর্ন খাত। এককভাবে শস্যখাত নিয়োজিত রয়েছে দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৫৭ ভাগ, জিডিপিতে শস্য খাতের একক অবদান শতকরা প্রায় ১৩ ভাগ। জাতীয় অর্থনীতিতে শস্য খাতের গুরুত্বপূর্ন অবদান ও এ খাতের শ্রম নিবিড়তার দিকে লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক তার ঋণ বিতরণ কর্মসূচীতে শস্য খাতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এ

Dhaka University Institutional Repository

খাতে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ মোট বিতরণকৃত ঋণের শতকরা প্রায় ৬০%। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক শস্য ঋণ বিতরণে দেশের একক বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। প্রতিবেদনাধীন বছরে দেশের মোট বিতরণকৃত শস্য ঋণ ১৬৯৭.০০ কোটি টাকার মধ্যে বিকেবি এককভাবে ৯৭২.২৮ কোটি টাকা বিতরণ করে যা দেশের মোট বিতরণকৃত শস্য ঋণের শতকরা ৫৮ ভাগ।

শস্য ঋণের উলেখযোগ্য উপ-খাত সমুহ

খাদ্য শস্য ও অর্থকরী ফসল

সকল ধরণের দানাদার খাদ্য, অর্থকরী ফসল সমূহ (যেমন ঃ কলা, আখ, পান, কাঁঠাল, পেয়ারা, সুপারী, আনারস, তরমুজ ইত্যাদি), শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি চাষ।

হর্টিকালচার

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক হর্টিকলচার ভিত্তিক কৃষি কর্মকান্ডের প্রসার ও বহুমুখীকরণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের অর্থায়নকৃত খাত সমূহঃ

নার্সারী স্থাপন ও বাজারজাতকরণ।
মাসরুম চাষ ও বাজারজাতকরণ।
রপ্তানী বাজার সম্প্রসারণে লেটুস, ক্যাপসিকাম, ব্রুকলী, ফেন্ডসবীন ও অন্যান্য সবজি উৎপাদন।
আদা, রসুন, পেঁয়াজ, হলুদ, মরিচ সহ বিভিন্ন ধরনের মসলা চাষ।
বাঁশ উৎপাদন।
পাটি পাতা (মূর্তা) উৎপাদন।
সুপারী বাগান।
পেঁয়ারা বাগান ইত্যাদি।

ফলজ, বনজ ও ভেষজ নার্সারী ও বাগানের জন্য ঋণ প্রদান

দেশের সাধারণ মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণ, পরিবেশ উন্নয়নে বনায়ন ও যুগ যুগ ধরে চলে আসা ঐতিহ্যবাহী ইউনানী ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় ভেষজ গাছের সরবরাহ নিশ্চিত করার এবং সরকার ঘোষিত "জাতীয় বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী" সফল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ফলজ, বনজ, ভেষজ নার্সারী ও বাগান করার জন্য সহজ শর্তে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করে থাকে। এ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক গ্রামের বেকার জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার সাথে সাথে পতিত জমিরও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে। ভেষজ ঔষধ ও ঔষধি উদ্ভিদের ব্যাপক রপ্তানী সম্ভাবনা থাকায় রপ্তানী নীতিতে (২০০৩-০৬) এ খাতটিকে বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত হিসাবে হিহ্নিত করা হয়েছে।

চা

চা বাংলাদেশের অন্যতম পরিবেশ বান্ধব রপ্তানীযোগ্য কৃষি ভিত্তিক শিল্প। বিকেবি চা খাতে অর্থায়নকারী একক অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান। দেশের সর্বমোট ১৬০ টি চা বাগানের মধ্যে বিকেবি ১৩৫ টি চা বাগানে অর্থায়ন করে আসছে। এ শ্রমনিবিড় শিল্পের সংগে বর্তমানে পোষ্য সহ প্রায় পাঁচ লক্ষ জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। বিকেবি চা শিল্পের উন্নয়নে উৎপাদন ঋণের পাশাপাশি চা বাগান উন্নয়ন ও কারখানার সমন্বয়করণ, আধুনিকীকরণ, পুনঃস্থাপন, সম্প্রসারণের (বিএমআরই) জন্য দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন ঋণ প্রদান করে থাকে। প্রতিবেদনাধীন বছরে বিকেবি চা শিল্পে ২৩০.৮০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে ।

Dhaka University Institutional Repository

মৎস্য

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানে মৎস্য একটি বিপুল সম্ভাবনাময় খাত। দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে আমিষের চাহিদা পূরণ, রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে মৎস্য খাতের অপরিসীম। জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৫.২ ভাগ আসে মৎস্য খাত থেকে। ২০০২-০৩ অর্থ বছরে মৎস্য খাত ব্যাংক পূর্ববর্তী অথ্য বছরের তুলনায় শতকরা ১৮৬ ভাগ বেশী ঋণ বিতরণ করে। উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ ও মাঠ পর্যায়ে লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও অধিক লাভজনক করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত স্মারকের আওতায় বিভিন্ন প্রজাতির মাছের মিশ্র চাষ ও নার্সারী ব্যবস্থাপনা খাতে ঋণ প্রদান উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং মৎস্য চাষী ও বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের একটি সমন্বিত পাইলট কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

পশু সম্পদ

কৃষি ভিত্তিক অর্থনীনিতে পশু সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর আমিষের চাহিদা পুরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পশুজাত দ্রব্য যেমনঃ চামড়া, পশম ও হাড় ইত্যাদির ভূমিকা উলেখযোগ্য। যান্ত্রিক চাষাবাদের জন্য ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার ক্রয় খাতে ঋণ বিতরণের পাশাপাশি দেশের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ জমি চাষাবাদের জন্য হালের বলদ ক্রয় খাতে ব্যাংক বিপুল পরিমাণ ঋণ বিতরণ করে থাকে। শিশুখাদ্য ও অন্যান্য দুগ্ধজাত খাদ্য আমাদানী ব্যয় সাশ্রয়, আমদানী নির্ভরতা কমাতে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিকেবি দুগ্ধখামার প্রতিষ্ঠা, দুগ্ধবতী গাভী পালন এবং আমিষের চাহিদা পুরণকল্পে গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি খাতে ব্যাপক ঋণ বিতরণ করে থাকে। ২০০২-০৩ অর্থ বছরে বিকেবি পশু সম্পদ খাতে পূর্ববর্তী অর্থ বছরের তুলনায় শতকরা ১৫৯ ভাগ বেশী ঋণ বিতরণ করেছে।

ছাগল উন্নয়ন প্রকল্প ও দারিদ্র্য বিমোচন

আমিষের ঘাটতি পূরণে দেশীয় ব্যাক বেঙ্গল প্রজাতির ছাগল একটি গুরুত্বপূর্ন প্রাণী সম্পদ। শতকরা ৮০ ভাগ ছাগল পালন করে থাকে। গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠী। পুষ্টি সরবরাহ ও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে ছাগল পালন উলেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিকেবি ৯২১ টি শাখার মাধ্যমে উন্নত জাতের ছাগল পালনের জন্য কোন প্রকার জামানত ব্যতীত ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করে আসছে। এছাড়া উন্নত জাতের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের ব্রীডিং ফার্ম স্থাপনে ব্যাংক প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ লক্ষ্যে ব্যাংক ৫টি ছাগল ব্রীডিং প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে।

সেচ ও খামার যন্ত্রপাতি

কৃষির আধুনিকায়নে মাধ্যমে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষি ব্যাংক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। এ লক্ষ্যে কৃষি ব্যাংক লো-লিফট পাম্প, গভীর ও অগভীর নলকূপ, হস্তচালিত নলকূপ, ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার ইত্যাদি সব ধরনের কৃষি ও খামার যন্ত্রপাতি ক্রয়ে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা প্রদান করে।

কৃষি ভিত্তিক শিল্প

কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ,রপ্তানী বহুমুখীকরণ এবং কৃষিজাত পণ্যে অধিক মূল্যসংযোজন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে কৃষি ভিত্তিক শিল্পের গুরত্ব অপরিসীম। এ লক্ষ্যে হাঁস-মুরগীর খামার, দুগ্ধ খামার, খাদ্য ও ফল প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, মৎস্য

Dhaka University Institutional Repository

হিমায়িত করণ/প্রক্রিয়াজাতকরণ,ফীড মিল, প্যাকেজিং শিল্পসহ নতুন নতুন কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপন ও পরিচালনায় ব্যাংক অর্থায়ন করে। ২০০২-০৩ অর্থ বছরে ব্যাংক এ খাতে পূর্ববর্তী অর্থ বছরের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশী ঋণ বিতরণ করেছে।

আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে ঋণ প্রদান

ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর মাধ্যমে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত দরিদ্র ও নিঃস্ব জনগোষ্ঠীর উদ্যম ও কর্মস্পৃহাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে কৃষি ব্যাংক তার বিস্তৃত শাখা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় কাজ করে যাচ্ছে। এ খাতে কৃষি ব্যাংক ২৩ টি ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ অব্যাহত রেখেছে।

আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক খাতে অর্থায়ন

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ যুবক ও যুব মহিলা। জনসংখ্যার এই গুরুত্বপূর্ন অংশ যব সমাজকে সুসংগঠিত ও প্রশিক্ষিত করে উৎপাদনশীল শক্তিতে পরিণত করা অত্যন্ত জরুরী। এ লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত ৬টি খাতে (ছাগল পালন, মৎস্য চাষ, গরু মোটাতাজাকরণ, ব্রয়লার মুরগী পালন, লেয়ার মুরগী পালন, নার্সারী ও উদ্যান প্রতিষ্ঠা) প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত নির্বাচিত যুবক ও যুব মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যাংক ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত স্মারকের আওতায় ব্যাংক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবক ও যুব মহিলাদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে আসছে।

কৃষি খাতের উন্নয়নে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে প্রকল্প ভিত্তিক অর্থায়ন

কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে কৃষি পণ্যের বহুমুখীকরণ, মূল্য সংযোজন ও রপ্তানীর লক্ষ্যে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংক আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। ব্যাংক ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি বেসরকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান যেমনঃ ব্রাক,প্রাণ,হারভেষ্ট রীচ,কাজী ফার্মস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে প্রকল্প ভিত্তিক অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করেছে। এ সুবিধার আওতায় প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পসমূহ হলো- দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও দুগ্ধজাত সামগ্রী উৎপাদন,মুরগীর বাচ্চা উৎপাদনকারী হ্যাচারী ফার্ম, বিভিন্ন ধরণের বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপনন,কলা গাছের চারা ও মাইক্রোপটেটো টিউবারস্ উৎপাদন, আয়োডাইজড সল্ট প্রসেসিং পান্ট, বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি রপ্তানীকরণ, বিভিন্ন প্রকার ফলের চারা উৎপাদন এবং মাছের রেণু ও মাছের পোনা উৎপাদন ইত্যাদি।

আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যে অর্থায়ন

কৃষি উৎপাদন, কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সহ কৃষি ভিত্তিক বিভিন্ন খাতে অর্থায়নের পাশাপাশি অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের ন্যায় কৃষি ব্যাংক আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যে অর্থায়ন করে থাকে। রপ্তানীযোগ্য হিমায়িত মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ, কৃষি পণ্য কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন রপ্তানীমূখী পণ্য উৎপাদন,চা ও চামড়া শিল্প, তৈরী পোষাক শিল্প ইত্যাদি খাতে অর্থায়ন করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংক লক্ষ্যণীয় ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া দেশের রপ্তানী কার্যক্রমকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে অত্র ব্যাংক রপ্তানী ডকুমেন্ট ক্রয়/নিগোসিয়েশন ও বিভিন্ন প্রকার প্রাক-রপ্তানী সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে রপ্তানী বাণিজ্যে অর্থায়ন করে আসছে। পাশাপাশি শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহ, ব্যাংকের অর্থায়িত বিভিন্ন শিল্পের মেশিনারী সংগ্রহ, গার্মেন্টস্ শিল্পের মেশিনারী ও কাঁচামাল আমদানী (শিল্পের), কৃষিজাত পণ্য,সার,বীজ,কীটনাশক ইত্যাদি আমদানীর ক্ষেত্রে লেটার অব ক্রেডিট সুবিধা প্রদানসহ বিভিন্ন আমদানী কার্যক্রমেও ব্যাংক অর্থায়ন করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

ঋণ আদায় ঃ

ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ হ্রাস এবং নতুন করে শ্রেণীকরণ রোধকল্পে ২০০২-০৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বেশ কিছু নতুন কৌশল অবলম্বন করে। এক্ষেত্রে উলেখযোগ্য কৌশল সমূহঃ

প্রতিটি শাখার শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ যথাসম্ভব কমিয়ে সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা। এ লক্ষ্যে প্রতি হিসাব বর্ষে প্রতিটি শাখার শ্রেণীকৃত ঋণের স্থিতি অব্যবহিত পূর্ববর্তী বছরের শ্রেণীকৃত ঋণের স্থিতির তুলনায় নূন্যতম ৫%হ্রাসকরণ।

যে সমস্ত ঋণ হিসাব আদায় না হলে অর্থ বছর শেষে নতুন করে শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হবে যে সমস্ত ঋণ হিসাব সমূহকে শ্রেণীযোগ্য ঋণ হিসাবে চিহ্নিতকরে তা আদায়ে সর্বাত্নক প্রচেষ্টা গ্রহণের মাধ্যমে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি রোধ করা। শ্রেণীযোগ্য ঋণ ধারনা প্রবর্তন ও আদায়ে অগ্রাধিকার প্রদানের ফলে ২০০২-০৩ অর্থবছরে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ও হার উভয়ই হ্রাস পায়।

অর্থবছরের শুরুতেই অর্থাৎ জুলাই মাসের প্রথমেই শ্রেণীকৃত ও শ্রেণীযোগ্যসহ সকল ঋণ গ্রহীতাদের তালিকা প্রস্তুতকরণ ও এতদ্‌সংক্রান্ত সকল প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন করা।

শ্রেণীকৃত ঋণ ও শ্রেণীযোগ্য ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অর্থবছরের প্রথম থেকেই নানা রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে- শুভ হালখাতা,মধুমেলা, নবান্ন মেলা, মহাক্যাম্প ইত্যাদি অনুষ্ঠানমালা। এছাড়া দুর্বল শাখা গুলোকে সহায়তা প্রদান করার জন্য প্রধান কার্যালয় থেকে শতাধিক কর্মকর্তাকে ঐ সকল শাখায় সাময়িক নিয়োগ দান, উর্ধ্বতন নির্বাহীদের নিয়ে টাস্কফোর্স গঠন করে মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ, প্রধান কার্যালয় থেকে শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন, প্রধান নির্বাহী কর্তৃক প্রত্যন্ত ও দুর্বল অঞ্চল সমূহের শাখা ব্যবস্থাপক ও মাঠকর্মীদের সাথে অনুপ্রেরণামূলক (Motivational) মতবিনিময়,১৬ দফা কর্মসূচী জারী ইত্যাদি উলেখযোগ্য।

এ সমস্ত কৌশল অবলম্বনের ফলে ব্যাংক শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ হ্রাস ও অশ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উলে-খযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। যা নিম্নের সারণীতে দেখানো হলো ঃ

সারণী-৬.৬ ঃ শ্রেণীকৃত ও অশ্রেণীকৃত ঋণের হ্রাস-বৃদ্ধি

(কোটি টাকায়)

ঋণের ধরণ	৩০-০৬-২০০২	৩০-০৬-২০০৩	হ্রাস/বৃদ্ধি
অশ্রেণীকৃত	২৫০৮.৫৩(৪৮%)	২৭৫৫.৭৯(৫২%)	(+)২৪৭.২৬
শ্রেণীকৃত	২৭০২.১৯(৫২%)	২৫৮৩.৮৮(৪৮%)	(-)১১৮.৩১

উৎস ঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমুহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪

আলোচ্য অর্থবছরে ব্যাংক ১৭০০.০০ কোটি টাকা ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৯২০.৩১(১১৩%) কোটি টাকা আদায়ে সক্ষম হয়।

আমানত ঃ

ব্যাংকের তহবিলের প্রধান উৎস হচ্ছে আমানত। ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল ভিত্তিকে শক্তিশালী করণের লক্ষ্যে আমানত সংগ্রহের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করায় উচ্চ সুদবাহী বিপুল আমানত ছেড়ে দেয়ার পরও আলোচ্য অর্থবছরে ব্যাংকের আমানতকে স্থিতি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৪২৮.০৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। নিম্নে ধরণ অনুযায়ী বিকেবি'র আমানত প্রদর্শিত হলোঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৬.৭ ঃ বিকেবির আমানত

আমানতের ধরণ	৩০-০৬-০২ তারিখের স্থিতি	৩০-০৬-০৩ তারিখের স্থিতি	বৃদ্ধি
মেয়াদী	২১২০.৫২	২১৮৫.২২ (৪৯%)	৬৪.৭০ (৩%)
সঞ্চয়ী	১৩৮৩.০৩	১৪৯৫.১৪ (৩৪%)	১১২.১১ (৮%)
চলতি	১৭৮.২৩	২৪৫.৫৮ (৫%)	৬৭.৩৫ (৩৮%)
অন্যান্য	৩৫১.২৩	৫৩৫.১৬ (১২%)	১৮৩.৯৩ (৫২)
মোটঃ	৪০৩৩.০১	৪৪৬১.১০	৪২৮.০৯ (১১%)

উৎস ঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমুহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪

আমানত বৃদ্ধির সাথে সাথে আমানত ব্যয় যেন বৃদ্ধি না পায় সে জন্য সুষ্ঠ আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আর্থিক ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্যে উচ্চ সুদবাহী আমানত ছেড়ে দিয়ে কম সুদবাহী/ সুদবিহীন আমানত গ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। ফলশ্রুতিতে ব্যাংক এ সময় আমানত ব্যয় ২২.২৫ কোটি টাকা হ্রাস করতে সক্ষম হয়। এ সময় ব্যাংকের মোট আমানকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮,৯৭,৭৪০ জন।

আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ও বৈদেশিক বিনিময় ব্যবসা ঃ

১৯৮০ সাল হতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যবসা শুরু করে। বর্তমানে দেশীয় অপরাপর বাণিজ্যিক ব্যাংকের ন্যায় এ ব্যাংক সব ধরণের বৈদেশিক বিনিময় ব্যবসা পরিচালনা করছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক স্থান সমূহে ৪ টি অনুমোদিত শাখার মাধ্যমে বিকেবি'র বৈদেশিক বিনিময় ব্যবসা পরিচালিত হয়। অর্থনৈতিক দিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক স্থান সমূহে বিশ্বের নামীদামী ১৭৫ টি ব্যাংকের সাথে বিকেবি'র প্রতিসংগী সম্পর্ক রয়েছে যাদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রতিসংগী ব্যাংকের সংগে বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকের ১৫ টি হিসাব রয়েছে। বিদেশে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ " টাকা ড্রাফট" বা " বৈদেশিক মুদ্রায় টিটি" উভয় মাধ্যমে সর্বোচ্চ তিন দিনের মধ্যে প্রাপকের হিসাবে জমা করা হয়। দেশের প্রত্যন্ত গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা বিকেবি'ব ৩৬ টি শাখা এ সেবা প্রদানে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এলক্ষ্যে মধ্যপ্রাচ্যের ১০ টি এক্সচেঞ্জ কোম্পানীর সংগে বিশেষ টাকা ড্রয়িং চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে এবং আরো বেশ কয়েকটি এক্সচেঞ্জ কোম্পানীর সাথে চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রতিবেদনাধীন বছরে ব্যাংকের উলেখযোগ্য বিষয় SWIFT সংযোগ গ্রহণ। উন্নত এই ব্যাংকি টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি গ্রহণের ফলে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং এ সর্বোচ্চ মান ও দ্রুত গ্রাহক সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে।

২০০২-০৩ অর্থবছরে বিকেবি'র বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যার তুলনামূলক অবস্থা নিম্নরূপঃ

সারণী-৬.৮ ঃ বিকেবির বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য

অর্থবছর	২০০১-০২	২০০২-০৩	বৃদ্ধি
আমদানী	৪১৪.১৩	৬৬৯.০২	২৫৪.৮৯ (৬২%)
রপ্তানী	২৮৯.৫৩	৩২৭.৫৩	৩৮.০০ (১৩%)
ইনওয়ার্ড রেমিটেন্স	৫৯.৭২	১৩০.৫১	৭০.৭৯ (১১৯%)
আউটওয়ার্ড রেমিটেন্স	৭.১৭	১১.৮৮	৪.৭১ (৬৬%)

উৎস ঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমুহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের "ঘরে ফেরা কর্মসূচি" ঃ

বাংলাদেশে বড় বড় শহরগুলোর বস্তিতে বসবাসরত মানুষ একটি বড় সামাজিক সমস্যা। এ সব মানুষ বিভিন্ন কারণে গ্রাম ছেড়ে জীবিকার সন্ধানে শহরে এসেছে। এ সকল ছিন্নমূল মানুষের ক্রমাগত চলে আসার স্রোত শহুরে জীবনকে বিষিয়ে দিচ্ছে । ভাগ্যহত এ সকল মানুষ বস্তিতে মানবেতর জীবন যাপন করে খুব দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র্য পীড়িত ছিন্নমূল মানুষ পংকিল অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শহরগুলোর পরিবেশকে অহরহ কলুষিত করছে। বস্তিতে বসবাসরত এ সকল অসহায় মানুষ প্রায়শই বিভিন্ন অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে শহরগুলোতে সমাজিক অস্থিরতা বাড়িয়ে দিচ্ছে।

দেশ ও জাতির স্বার্থে বস্তিতে বসবাসরত এ সকল ছিন্নমূল মানুষের পূনর্বাসন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ ছিন্নমূল মানুষগুলোকে পুনর্বাসনের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। এ সকল মানুষ যে মূল ছেড়ে কাজের সন্ধানে শহরে এসেছে তাদেরকে সে মূলে ফিরিয়ে দিতে পারলে এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একটি সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক "ঘরে ফেরা"- বস্তিবাসী ছিন্নমূল মানুষের স্বগৃহে প্রত্যাবাসন কর্মসূচী নামে একটি দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী দীর্ঘদিন ধরে চলছে। এ সকল কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচনে এ অভিজ্ঞতার আলোকে অন্যান্য কর্মসূচীর পাশাপাশি ব্যাংক বড় বড় শহরের বস্তিতে বসবাসরত ছিন্নমূল মানুষদের পলী অঞ্চলে স্বগৃহে ফিরিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে একটি পৃথক অর্থায়ন কর্মসূচী চালু করতে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ঢাকা শহরের বস্তিগুলোতে বসবাসরত এ সকল ছিনমূল মানুষের উপর সম্প্রতি একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেছে। সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে প্রয়োজনীয় পুঁজি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ পেলে তারা তাদের মূল আবাস গ্রামে ফিরে যেতে আগ্রহী। রাজশাহী বিভাগ সারা দেশব্যাপী বিস্তৃত কৃষি ব্যাংকের শাখা রয়েছে। জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ছিন্নমূল মানুষের ব্যাংক থেকে পুঁজি সরবরাহের মাধ্যমে "ঘরে ফেরা" কর্মসূচীর আওতায় তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপঃ

বস্তিতে মানবেতরভাবে বসবাসকারী ছিন্নমূল মানুষদের স্বস্তিকর পরিবেশে নিজ এলাকার বাসগৃহে প্রত্যাবাসন এবং কর্মসংস্থানের জন্য ঋণ প্রদান;

বস্তিতে বসবাসকারী দুর্ভাগ্যপীড়িত মানুষদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের একটি উন্নত পরিবেশে বেড়ে উঠার সুযোগ প্রদান;

বস্তি হতে ছিন্নমূলদের স্বগৃহে প্রত্যাবাসন করার মাধ্যমে শহরের নোংরা পূতিগন্ধময় পরিবেশের উন্নতি সাধন;

শহরের রিক্সা, ঠেলাগাড়ী, ভ্যানগাড়ী চালকদের উলেখযোগ্য হারে হ্রাস করে নগর জীবনকে যানজট মুক্ত করা;

ছিন্নমূলদের গ্রাম অঞ্চলে প্রত্যাবাসনের মাধ্যমে গ্রাম অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের স্বল্পতা হ্রাস করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান;

বস্তির পংকিল পরিবেশ হতে স্বগৃহে প্রত্যাবাসনের মাধ্যমে বস্তি কেন্দ্রিক অপরাধীদের আশ্রয়ের সুযোগ বন্ধের মাধ্যমে সমাজে অপরাধের পরিমাণ হ্রাস করা।

কর্মসূচীর আওতাভূক্ত বস্তিবাসী পরিবারকে সার্বিকভাবে শিক্ষাসহ স্বাক্ষরতা অর্জনে সহায়তা দান।

Dhaka University Institutional Repository

ছিন্নমূল মানুষের সংজ্ঞা

গ্রামে স্থায়ী ঠিকানা ছিল/ রয়েছে অথচ বর্তমানে বস্তিতে বসবাস করছে এ ধরনের যে কোন ব্যক্তি ছিন্নমূল হিসাবে গণ্য হবেন। এই ছিন্নমূলদের ৪টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

যাদের গ্রামে বসতভিটা, ভিটার উপর বসত ঘর, স্বল্প পরিমাণ জায়গা রয়েছে-প্রথম শ্রেণী।

যাদের বসত ভিটা রয়েছে এবং ঐ বসত ভিটার উপর ঘর রয়েছে কিন্তু কোন আবাদযোগ্য জমি নেই।

অথবা

যাদের বসত ভিটা রয়েছে এবং ভিটার উপর কোন ঘর নেই কিন্তু স্বল্প পরিমাণ আবাদযোগ্য জমি রয়েছে-দ্বিতীয় শ্রেণী।

যাদের শুধু ভিটা রয়েছে, ভিটার উপর কোন ঘর নেই, জায়গা জমি নেই-তৃতীয় শ্রেণী।

যাদের কোন ভিটা, বসতঘর, জায়গা জমি কিছুই নেই (বস্তিতে আসার পূর্বে সে গ্রামে অবস্থা সম্পন্ন কোন পরিবারের আশ্রিত কিংবা কোন স্বজনের নির্ভরশীল ছিল)- চতুর্থ শ্রেণী।

কর্মসূচীর বাস্তবায়ন কাঠামো

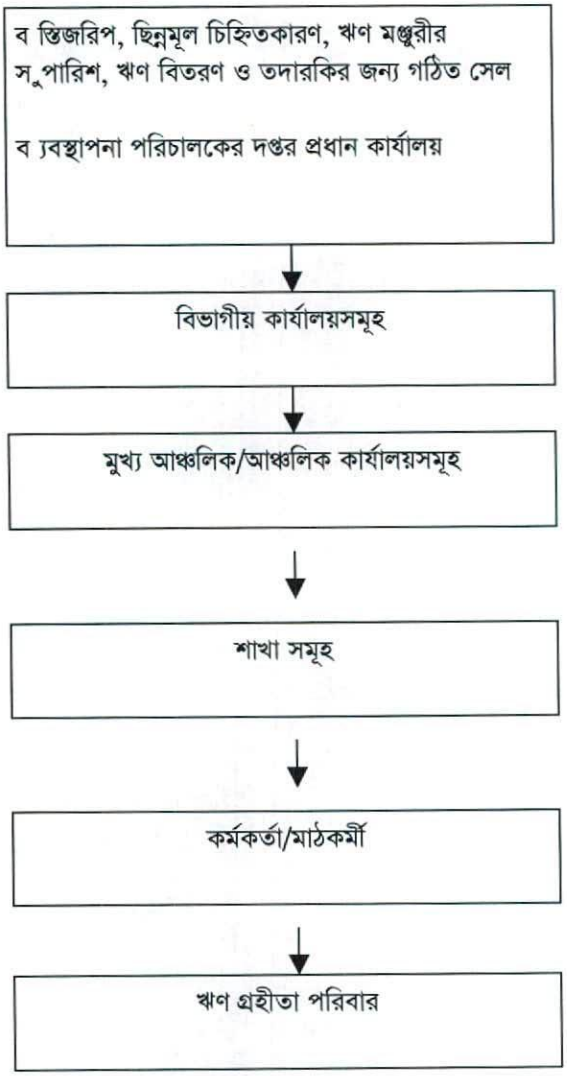

Dhaka University Institutional Repository

"ঘরে ফেরা" কর্মসূচীর আওতায় ঋণ গ্রহণের যোগ্য ব্যক্তি/পরিবার

গ্রামে ফিরে যেতে আগ্রহী শহরে বসবাসকারী ছিন্নমূল ব্যক্তি/পরিবার;
কর্মক্ষম পুরুষ/মহিলা'
ঋণ আবেদন পেশ করা তারিখে ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর;
বর্গাচাষে যোগ্যতা রয়েছে ও ধরনের পুরুষ/মহিলা'
যে কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে পারেন এ ধরনের উদ্যোগী পুরুষ/মহিলা।

কর্মসূচীর এলাকা

ঢাকা শহরের বিভিন্ন বস্তিতে বসবাসকারী ছিন্নমূল মানুষ যারা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের আওতাভূক্ত গ্রামে ফিরে যেতে আগ্রহী তারা এ কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত হবে। পর্যায়ক্রমে চট্টগ্রাম, খুলনা এবং অন্যান্য বড় বড় শহরের বিভিন্ন বস্তির ছিন্নমূলদের এ কর্মসূচীর আওতায় আনা হবে।

একক/দলগত (গ্রুপ) ভিত্তিতে কর্মসূচী বাস্তবায়ন

কর্মসূচী একক পরিবার ও দলগত (গ্রুপ) পরিবার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হবে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে একক পরিবার ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ করা হবে।

গ্রাম ভিত্তিক ছিন্নমূল/ঋণ গ্রহীতা পরিবারের সংখ্যা ৩-৬ বা বেশী হলে দলগতভাবে (গ্রুপ ভিত্তিক) ঋণ বিতরণ করা যাবে।

এখানে পরিবার বলতে স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান যারা একান্নভূক্ত থাকেন তাদের সমষ্টিকে বুঝাবে।

ঋণের আবেদনকারী বলতে স্বামী ও স্ত্রীকে যৌথভাবে বুঝাবে।

স্বামী বা স্ত্রী কারো একজনের অনুপস্থিতিতে (মৃত, তালাকপ্রাপ্ত) স্বামী বা স্ত্রীর সংগে কর্মক্ষম পুত্র বা কন্যা ঋণের আবেদনকারী হবেন।

এক্ষেত্রে কোন ছিন্নমূলের স্বামী বা স্ত্রীসহ যৌথভাবে আবেদন করা একবারে সম্ভব নয় এবং পুত্র ও কন্যা নেই বা পৃথকভাবে বসবাস করেন সে ক্ষেত্রে ছিন্নমূল পরিবার ভিত্তিক পরিবর্তে একক ভাবে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

৬.৩ কেসস্টাডি ২ - মানিকগঞ্জ জেলার কৃষিঋণের অবস্থা

ঢাকার নিকটবর্তী মানিকগঞ্জ জেলার কৃষিঋণ বিতরণ, আদায় ও সার্টিফিকেট মামলার চিত্র নিম্নে আলোচিত হলো।

কৃষিঋণ বিতরণ কার্যক্রম পর্যালোচনা

সারণী ৬.৯ ঃ কৃষিঋণ বিতরণ কার্যক্রম পর্যালোচনা (লক্ষ টাকায়) ২০০২-২০০৩ অর্থ বছর

ক্রমিক নং	ব্যাংকের/প্রতিষ্ঠানের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন		শতকরা হার
			সংখ্যা	পরিমাণ	
১।	কৃষি ব্যাংক	২৪১৬.০০	১১৯৬৩	২৫২৭.৬৮	১০৫%
২।	সোনালী ব্যাংক	৩২৯.০০	৩৪০	৮১.৬৬	২৪%
৩।	অগ্রণী ব্যাংক	১৫৬.০০	৫৪২	৫২.৩৬	৩৪%
৪।	জনতা ব্যাংক	৮৩.১৫	২১৭	৬৪.০৭	৭৭%
৫।	বিআরডিবি (ক) কৃষি	৭৫.০০	-	-	-
	(খ) অন্যান্য	৪২৭.৪৭	৬৯২৫	৬৬৮.১৫	১৪৬%
	মোট	৩৪৮৬.৬২	১৯৯৮৭	৩৩৯৩.৯২	৯৭%

উৎস ঃ মানিকগঞ্জ জেলার কৃষি ঋণ কমিটির কার্যবিবরণী জুলাই/২০০৩

সারণী-৬.১০ ঃ কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পর্যালোচনা (লক্ষ টাকায়) ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছর

ক্রমিক নং	ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন		শতকরা হার
			সংখ্যা	পরিমাণ	
১।	কৃষি ব্যাংক	২৮৯৫.০০	১১৯২২	২৪১৮.০৭	৮৪%
২।	সোনালী ব্যাংক	৫২১.২৫	১০৩১	১৭৩.৪১	৩৪%
৩।	অগ্রণী ব্যাংক	২৬১.০০	৬৮১	১০৯.৬০	৪২%
৪।	জনতা ব্যাংক	৭৪.০০	২৫৮	৫৪.০২	৭৩%
৫।	বিআরডিবি (ক) কৃষি	১২৮.৬৮	৮৪৪	৬৬.৬৫	৫২%
	(খ) অন্যান্য	৭৩৫.০০	৬৯৭৩	৭৫৩.২২	১০২%
	মোট	৪৬১৪.৯৩	২১৬৭৩	৩৫৭৪.৯৭	৭৭%

উৎস ঃ মানিকগঞ্জ জেলার কৃষি ঋণ কমিটির কার্যবিবরণী জুলাই/২০০৪

সারণী-৬.১১ ঃ কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পর্যালোচনা (লক্ষ টাকায়) ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের প্রথম ছয়মাসের চিত্র

ক্রমিক নং	ব্যাংকের/প্রতিষ্ঠানের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন		শতকরা হার
			সংখ্যা	পরিমাণ	
১।	কৃষি ব্যাংক	৩০৩৯.০০	৪১২৩	৮০৬.৪৭	২৭%
২।	সোনালী ব্যাংক	৬৪৪.৫০	১৬১৮	৩৯৫.০০	৪৯%
৩।	অগ্রণী ব্যাংক	৩১৪.৭৫	৩৩৩	৫২.২০	১৭%
৪।	জনতা ব্যাংক	৮৮.২৫	২৩৬	৫৭.৯৯	৬৬%
৫।	বিআরডিবি (ক) কৃষি	৮৮.৫৪	৭১০	৬৭.৬৭	৭৬%
	(খ) অন্যান্য	৪২৭.৪৭	৬৯২৫	৬৬৮.১৫	১৪৬%
	মোট	৪৮০৫.০৪	১১৩৫৯	১৮১২.৯০	৩৮%

উৎস ঃ মানিকগঞ্জ জেলার কৃষি ঋণ কমিটির কার্যবিবরণী জানুয়ারী/২০০৫

২০০২-২০০৩ অর্থবছরে মানিকগঞ্জ জেলার কৃষিঋণ বিতরণের চিত্রে দেখা যায় কৃষি ব্যাংকের ঋণ বিতরণের শতকরা হার ১০৫%। অর্থাৎ তারা লক্ষ্যমাত্রাকেও ছাড়িয়ে গেছে। কৃষি ব্যাংক প্রশংসার দাবীদার। তবে এ ঋণ প্রকৃত কৃষক তথা প্রান্তিক কৃষকের হাতে কতটুকু গেছে বা ঋণের প্রকৃত ব্যবহার হয়েছে কিনা তা প্রশ্নসাপেক্ষ। দালাল নামক মধ্যস্বত্ব ভোগীদের উপদ্রব এ ব্যাংকে অন্যান্য ব্যাংকের চেয়ে বেশী। এ ব্যাংক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা ও লাভযোগ্যতা যাচাই না করে ব্যাপক ঋণ বিতরণ করেছে। এমনও দেখা যায় যে, কৃষি ব্যাংকের ঋণের টাকা প্রকৃত কাজে না লাগিয়ে মেয়ের বিয়ের কাজে, ইট ভাটার কাজে, চিকিৎসার কাজে, বিদেশ যাওয়ার খরচ মেটানোর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। সোনালী ব্যাংকের কৃষিঋণ বিতরণের হার ২৪%। লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ২৪% ঋণ বিতরণ প্রমাণ করে সোনালী ব্যাংক কৃষি ঋণ বিতরণে অনাগ্রহী। সোনালী ব্যাংক বহুমাত্রিক কাজ করে। তাদের জনবলও কম নয়। তা সত্ত্বেও তাদের কৃষিঋণ বিতরণে অনাগ্রহী কৃষকদের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। বর্তমান লীড ব্যাংকিং এর কারণে এক কৃষক এক ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে অন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারছেনা। এক্ষেত্রে এক ব্যাংক আরেক ব্যাংক থেকে ক্লিয়ারেন্স নেয়। মানিকগঞ্জের ৭টি উপজেলার চিত্র এক নয়। দেখা যাচ্ছে একই ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যাংক থেকেও ঋণ নিচ্ছে। আবার প্রকৃত কৃষক ঋণ পাচ্ছে না।

Dhaka University Institutional Repository

অগ্রণী ব্যাংক ও ২০০২-০৩ বছরে মাত্র ৩৪% জনতা ব্যাংক ৭৭% ঋণ বিতরণ করেছে। কৃষি ব্যাংক লক্ষ্যকেও ছাড়িয়ে গেলেও বাকী রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকগুলো লক্ষ্যমাত্রা বেশ দূরে রয়েছে।

২০০৩-০৪ অর্থ বছরে দেখা যায় কৃষি ব্যাংকের বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ২৮৯৫ (লক্ষ টাকার) বিতরণ ১৮.০৭ (লক্ষ টাকায়) শতকরা হার ৮৪% ।অর্থাৎ ১৬% কম বিতরণ করেছে। অন্যান্য ব্যাংকগুলোর মধ্যে সোনালী ব্যাংকের চিত্র হতাশাব্যঞ্জক ৩৪% । অগ্রণী ব্যাংকের অবস্থা ৪২%। জনতা ব্যাংক ৭৩%। বিআরডিবি ৫২%। মোট ঋণ বিতরণের শতকরা হার ৭৭%। লক্ষমাত্রার থেকে ২৩% কম। যেখানে চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যাংকগুলোর যোগান বহুলাংশে কম সেখানে লক্ষ্যমাত্রা যদি অর্জন করা না যায় তা গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শহরমুখে ধাবিত করে। মানিকগঞ্জ ঢাকার অতি নিকটবর্তী বিধায় অভিবাসন প্রক্রিয়া বেশ জঙ্গম।

২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে অর্ধবার্ষিকী প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় কৃষি ব্যাংক লক্ষমাত্রার ২৭%,সোনালী ব্যাংক ৪৯% অগ্রণী ব্যাংক ১৭% জনতা ব্যাংক ৬৬% বিআরডিবি ৭৬% ঋণ বিতরণ করেছে। ২০০৪ সালে মানিকগঞ্জে ব্যাপক বন্যা হয়। বন্যা উত্তর যেখানে ঋণ বিতরণ বেগবান হওয়ার কথা সেখানে উল্টোচিত্র। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার সাথে এ ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম বৈসাদৃশ্য মনে হয়। ব্যাংক কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় জানা যায় বন্যার প্রেক্ষিতে ঋণ আদায় সরকারী সিদ্ধান্ত অনুসারে বন্ধ থাকার কারণে কৃষকগণ ঋণ পরিশোধ কম করায় ঋণ বিতরণ আশানুরূপ হয়নি। বন্যা, অতিবর্ষণ ইত্যাদির কারণে কৃষকগণের চাষাবাদ বিঘ্নিত হওয়ায় তারা ঋণ গ্রহণে আগ্রহী হয়নি। যুক্তি যতই থাকুক বন্যা উত্তর ঋণের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির বিপরীতে ঋণ বিতরণ হতাশাব্যঞ্জক। বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে বাকী ছয় মাসে লক্ষমাত্রা থেকে বেশ দুরেই ব্যাংক সমূহ অবস্থান করবে বলে অনুমিত হয়।

কৃষি ঋণের আদায় চিত্র ঃ মানিকগঞ্জ

সারণী-৬.১২ ঃ ঋণ আদায় কার্যক্রম পর্যালোচনা (লক্ষ টাকায়) ২০০২-২০০৩ অর্থ বছর

ক্রমিক নং	ব্যাংকের/প্রতিষ্ঠানের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন		শতকরা হার
			সংখ্যা	পরিমাণ	
১।	কৃষি ব্যাংক	২১৭৯.০০	১১৬০.৯৪	৮৬৩.৩২	১৩০%
২।	সোনালী ব্যাংক	২০৮৭.০০	৬২.৭৩	১৭১.১০	১১%
৩।	অগ্রণী ব্যাংক	৫৯.৩৪	৫২.৪৬	৯৮.৪২	৬৩%
৪।	জনতা ব্যাংক	৮০.০০	১৫.৯৮	৪৯.৯০	৫৪%
৫।	বিআরডিবি (ক) কৃষি	১০৮.৭১	-	৪১.৬২	৩৮%
	(খ) অন্যান্য	৫৬৫.৯৪	৩৯.১২	৬০৫.০৬	১৪২%
	মোট =	৪৯৪১.৫২	২৬৫৮.০৫	১১৮৮.৪৭	৭৮%

উৎস ঃ মানিকগঞ্জ জেলার কৃষি ঋণ কমিটির কার্যবিবরণী জুলাই/২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৬.১৩ ঃ ঋণ আদায় কার্যক্রম পর্যালোচনা (লক্ষ টাকায়) ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছর

ক্রমিক নং	ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের নাম	লক্ষমাত্রা	গত বছরের ঋণ থেকে আদায়	গত বছরের পূর্বের ঋণ থেকে আদায়	মোট আদায়	অর্জনের হার
১।	কৃষি ব্যাংক	২৫০০.০০	১০২৮.৩৬	১৪৩৫.৬৪	২৪৬৪.০০	৯৯%
২।	সোনালী ব্যাংক	১৯৪৯.০০	৬৪.৭১	৩৮৬.২২	৪৫০.৯৩	২৩%
৩।	অগ্রণী ব্যাংক	৬৭.৭০	২৯.৯৬	২৪.০৪	৫৪.০০	৭৯%
৪।	জনতা ব্যাংক	৫০.০০	২২.০৭	২৫.৩৩	৪৭.৪০	৯৫%
৫।	বিআরডিবি (ক) কৃষি	৪৫.২৫	৬.৮৩	৮.৪৬	১৫.২৯	৩৪%
	(খ) অন্যান্য	৭৩৫.০০	৬৭৮.০৩	১৩.৭৩	৭০০.৭৬	৯৫%
	মোট =	৫৩৪৭.৯৫	১৮৩৮.৯৬	১৮৯৩.৪২	৩৮১২.৩৮	৭১%

উৎস ঃ মানিকগঞ্জ জেলার কৃষি ঋণ কমিটির কার্যবিবরণী জুলাই/২০০৪

সারণী-৬.১৪ ঃ ঋণ আদায় কার্যক্রম পর্যালোচনা (লক্ষ টাকায়) ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের প্রথম ৬ মাসের চিত্র

ক্রমিক নং	ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের নাম	লক্ষমাত্রা	গত বছরের ঋণ থেকে আদায়	গত বছরের পূর্বের ঋণ থেকে আদায়	মোট আদায়	অর্জনের হার
১।	কৃষি ব্যাংক	২৫০০.০০	১০২৮.৩৬	১৪৩৫.৬৪	২৪৬৪.০০	৯৯%
২।	সোনালী ব্যাংক	১৯৪৯.০০	৬৪.৭১	৩৮৬.২২	৪৫০.৯৩	২৩%
৩।	অগ্রণী ব্যাংক	৬৭.৭০	২৯.৯৬	২৪.০৪	৫৪.০০	৭৯%
৪।	জনতা ব্যাংক	৫০.০০	২২.০৭	২৫.৩৩	৪৭.৪০	৯৫%
৫।	বিআরডিবি (ক) কৃষি	৪৫.২৫	৬.৮৩	৮.৪৬	১৫.২৯	৩৪%
	(খ) অন্যান্য	৭৩৫.০০	৬৭৮.০৩	১৩.৭৩	৭০০.৭৬	৯৫%
	মোট =	৫৩৪৭.৯৫	১৮৩৮.৯৬	১৮৯৩.৪২	৩৮১২.৩৮	৭১%

উৎস ঃ মানিকগঞ্জ জেলার কৃষি ঋণ কমিটির কার্যবিবরণী জানুয়ারী/২০০৫

২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে কৃষি ব্যাংকের আদায়ের হার ১৩০%। এর সঠিকতা প্রশ্নসাপেক্ষ। তবে কৃষি ব্যাংকের একটি প্রবণতা আছে জুন মাসে তারা ব্যাপক টাকা আদায় করেই আবার জুলাই মাসের শুরুতেই গ্রহীতাদের প্রদান করে। ভালো আদায় দেখানোর জন্য এ কাজ করে থাকে। এভাবে প্রকৃত চিত্র আড়াল করা হয়। সোনালী ব্যাংকের আদায়ের হার ১১%, অগ্রণী ব্যাংকের ৬৩%, জনতা ব্যাংকের ৫৪%, বিআরডিবি (কৃষি)-৩৮%। আদায়ের ক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংকের অবস্থান শোচনীয়। অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, বিআরডিবির আদায়ও ভাল নয়। আদায় কম হলে বিতরণ ও কম হবে। আর বিতরণ কম হলে তার অভিঘাত পড়ে প্রান্তিক কৃষকের উপর। এতে করে কৃষক আরো শীর্ণ হয়। পাড়ি জমায় শহরে নতুন কর্মের খোঁজে। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে দেখা যায় কৃষি ব্যাংকের আদায়ের ৯৯%, সোনালী ব্যাংকের ২৩%, অগ্রণী ব্যাংকের ৭৯%, জনতা ব্যাংকের ৯৫% বিআরডিবি ৩৪%। মোট ঋণ আদায়ের হার ৭১%। মাত্র ৭১% আদায় দিয়ে সুষ্ঠুভাবে কৃষিঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা দুরূহ। ফলশ্রুতিতে কৃষকগন মহাজন এবং এনজিও-দের দ্বারস্থ হয়। সেখানে সুদের হার অনেক বেশী। প্রকৃত পক্ষে কৃষক শোষিত হতে থাকে। ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসে কৃষি ব্যাংকের আদায়ের ২৭%, সোনালী ব্যাংক ৩২%, অগ্রণী ব্যাংক ৩৭%, জনতা ব্যাংক ৫২% বিআরডিবি

Dhaka University Institutional Repository

১৭%। এ শোচনীয় চিত্র নতুন ঋণ গ্রহীতাদের পথকে রুদ্ধ করে, পুরনো গ্রহীতাদের কর্ম উদ্যম নষ্ট করে। ব্যাংক কর্মকর্তাদের অদক্ষতা, দুর্নীতি, ঋণের নিবিড় তদারকীর অভাব, সরকারী নীতিমালা প্রভৃতি কারণ এ অবস্থার জন্য দায়ী।

মানিকগঞ্জ জেলার সার্টিফিকেট মামলা সংক্রান্ত তথ্য

সারণী-৬.১৫ ঃ মানিকগঞ্জ জেলার সার্টিফিকেট মামলার প্রসেস সংক্রান্ত তথ্য

ব্যাংক/ প্রতিষ্ঠানের নাম	মোট মোকাদ্দমার সংখ্যা	ওয়ারেন্টকৃত মোকদ্দমার সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪
কৃষি ব্যাংক	৩৮০	৬৫	কার্যক্রম স্থগিত ১বছরের জন্য
জনতা ব্যাংক	০৬	৪	" " ১ " "
সোনালী ব্যাংক	১০	-	কার্যক্রম চালু আছ। ৩টি কেস সুদ মওকুফের অপেক্ষায় আছে বিধায় কার্যক্রম স্থগিত।
রূপালী ব্যাংক	০১	-	কার্যক্রম চালু আছে।
অগ্রণী ব্যাংক	৩৯	৪	কার্যক্রম চালু আছে।
ইসলামী ব্যাংক	০১	-	কার্যক্রম চালু আছে।
পলী বিদ্যুৎ	৭৩	৫	কার্যক্রম চালু আছে।
আয়কর কমিশনার	৩৫	৭-	কার্যক্রম চালু আছে।
ভিপি	১৩	-	৯টি কেস দেওয়ানী মোকদ্দমা ভূমি থাকায় কার্যক্রম স্থগিত।
ভ্যাট	০৫	-	কার্যক্রম চালু আছে। ২টি আপীলে আছে।
পলী কর্মসহায়ক	০৩	-	কার্যক্রম চালু আছে।
বি, আর, ডি বি	০৪	-	দেওয়ানী মোকদ্দমা ভূক্ত থাকায় কার্যক্রম স্থগিত।
	মোট= ৫৭০	৮৯টি	

উৎস ঃ মানিকগঞ্জ জেলার কৃষি ঋণ কমিটির কার্যবিবরণী জানুয়ারী/২০০৫

সারণী-৬.১৬ ঃ মানিকগঞ্জ জেলার জেনারেল সার্টিফিকেট মামলা সংক্রান্ত তথ্য

আদালতের নাম	মোট কেস সংখ্যা	কার্যক্রম চালু রয়েছে এমন কেস সংখ্যা	কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে এমন কেসের সংখ্যা	মন্তব্য
জিসিও কোর্ট	৫৭০	১৭৭	৩৯৪	৩৮০ টি কেস কৃষি ঋণের আওতা ভূক্ত বিধায় কার্যক্রম স্থগিত। ৩ টি কেস সুদ মওকুফের অপেক্ষায় রয়েছে। ১১ টি কেস দেওয়ানী মোকদ্দমা ভূক্ত। উলেখ্য কার্যক্রম চালুকৃত ১৭৭টি কেসের মধ্যে ১৯ টি কেসে ঘাতকের প্রতি ওয়ারেন্ট ইস্যু আছে। থানা হতে কেস প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না।
৬টি উপজেলার	৩০৯	৪১	২৬৮	২৬৮ টি কেস কৃষিঋণের আওতা ভূক্ত। ৪১ টি কেসের কার্যক্রম চালু রয়েছে।
মোটঃ-	৮৭৯	৬৬২		

উৎস ঃ মানিকগঞ্জ জেলার কৃষি ঋণ কমিটির কার্যবিবরণী জানুয়ারী/২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায় ঃ

পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহ রোধে কৃষিঋণের ভূমিকা

৭.১ ভূমিকা ঃ

পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহ রোধে কৃষিঋণের ভূমিকা নিয়ে এ অধ্যায়ে সবিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে।

৭.২ পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহ রোধে কৃষিঋণের ভূমিকা ঃ

দারিদ্র্য একদিকে স্থানিক অন্যদিকে সময় নির্ভর। কখনো দীর্ঘস্থায়ী আবার কখনো সাময়িক। কখনো স্থির আবার কখনো গতিশীল। কখনো এক প্রজন্মের, আবার কখনো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে দারিদ্র্য বহমান, তাছাড়া যে যাই বলুক মানুষ দু'বেলা পেট ভরে খেতে না পারলে দারিদ্র্য থেকে মুক্তির কথা বলে লাভ নেই। সুতরাং খাদ্য নিরাপত্তহীনতা আর দারিদ্র্য প্রায় সমার্থ। দারিদ্র্য প্রকৃতপক্ষেই মাত্রিক। ইদানীং দারিদ্র্যকে দেখা হচ্ছে ব্যক্তির ভাল থাকা না থাকার স্থান, কালও অবস্থানগত পার্থক্যজনিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে। বাংলাদেশে সিংহভাগ মানুষের মৌল মানবীয় চাহিদা পূরন হয় না। এদেশের গরিষ্ট মানুষ কৃষি নির্ভর। কৃষি কাজ এদেশের মানুষের প্রধান পেশা। কৃষকরা রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়ে আমাদের জন্য ফসল ফলায়। অথচ তারা কতটা বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার তা আমরা অনুভব করি না। যথার্থ কৃষিঋণ প্রদান করলে তা এদেশের কৃষকরা ভাগ উন্নয়নে সহায়ক হতো। অথচ তা হয় না। বাংলাদেশে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কৃষিঋণের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়াও সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, পূবালী ব্যাংক লিমিটেড, উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড কৃষিঋণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আগে অনেকগুলো বেসরকারী ব্যাংক । এসকল ব্যাংক সম্মিলিতভাবে চাহিদার কতটুকু পূরণ করছে। প্রকৃত পক্ষে কৃষিঋণের প্রকৃত চাহিদা কত এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য উপাত্ত নেই। তবে একটি হিসাব থেকে জানা যায় চাহিদার মাত্র ২৫ ভাগ ব্যাংক গুলো পুরণ করে। অর্থাৎ সিংহভাগই অর্থাৎ ৭৫ ভাগ কৃষিঋণের চাহিদা পুরিত হচ্ছে না। রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংক সমূহ (বিআরডিবি ও বিএসবি এল সহ) ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরের জন্য ৪৩.৭৯ বিলিয়ন টাকার কৃষিঋণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৩৫.৬১ বিলিয়ন টাকা। স্বাধীনতার পর থেকে কৃষিঋণ সরবরাহের বৃদ্ধির পরিমাণ টাকার অংকে খুব বেশী মনে হলেও কৃষি উপকরণের অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধিজনিত কারনে নীট বৃদ্ধির পরিমাণ অনেক কম। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৫-৭৬ সালের তুলনায় ১৯৮৪ সালে কৃষিঋণের পরিমাণ ২৫ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু ১৯৭২-৭৩ সালের টাকার মূল্যমান হিসেবে কৃষিঋণ প্রকৃত পক্ষে বৃদ্ধি পেয়েছে ৯ গুনেরও কম। বর্তমান সময় কৃষিঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতির কারনে প্রকৃত বৃদ্ধি কমই ঘটে।

অর্থাৎ বর্তমান কৃষিঋণ যথার্থ ভাবে বিতরণ করলেও তা মাত্র ২৫ ভাগ দারিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদা পুরণ করতে সক্ষম। করণীয় হলো প্রকৃত চাহিদা নির্ধারণ করা, বাকী ৭৫ ভাগকে ঋণের অধিক্ষেত্রে আনা। বর্তমান কৃষিঋণ প্রবাহ অভিপ্রয়াণ ঠেকাতে পারছে না। বিগত ১০ বছরে প্রতিবছর ঢাকা মহানগরে গড়ে প্রায় ৩ লক্ষ নতুন মানুষ বাইরে থেকে এসে বসবাস করছে। অর্থাৎ ১০ বছরে ৩০ লক্ষ মানুষ বেড়েছে। শুধুমাত্র কৃষিঋণ সরবরাহ বৃদ্ধি করে অভিবাসন প্রক্রিয়া ঠেকানো যাবে না। তবে পরিচালিত সমীক্ষা থেকে এটা অনুমান করা সম্ভব যে কৃষিঋণ পর্যাপ্ত ও যথার্থভাবে বিতরণ, আদায় ও তদারকি করলে ন্যুনপক্ষে ৫০ % অভিপ্রয়াণ বন্ধ করা সম্ভব। দুটো সমীক্ষায় শহরমুখী প্রবাহের কারণ হিসেবে উত্তরদাতাগণ প্রধানত অর্থনৈতিক কারণকে চিহ্নিত করেছেন। আর অর্থনীতির সাথে

Dhaka University Institutional Repository

কৃষিঋণের রয়েছে নিবিড় যোগসূত্র। শহরমুখী প্রবাহ ঠেকাতে সরকার আদর্শগ্রাম, আশ্রয়ণ, আবাসন প্রভৃতি কর্মসূচি গ্রহণ করলেও তার অভিঘাত সামান্য। ভূমিহীনদের মধ্যে পর্যাপ্ত কৃষিঋণ প্রদান করলে তাদের অধিকাংশ গ্রামে থেকে যেত। ১৯৮৪ সালের ভূমিসংস্কার এখনও সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হয়নি। ৬০ বিঘার উর্ধের জমি সরকার ইচ্ছে করলে খাস করতে পারে। সরকার তা করবেনা। কারণ ধনী শ্রেণীকে সরকার রাগাতে চায়না। এরাই সরকারকে পৃষ্ঠপোষকতা করে দল পরিচালনা এবং নির্বাচনের সময়।

গ্রাম থেকে শহরে লোকজনের দ্রুত হারে স্থানান্তরের পরও কৃষি খামারের গড় আয়তন আশংকাজনক হারে কমে যাচ্ছে। কৃষি শুমারী থেকে দেখা যায় ১৯৬০-৮৪ সময় কালে খামারের আয়তন ৩.৫৩ একর থেকে কমে ২.২৫ একরে দাঁড়ায়। বর্তমানে আরো কমেছে। গ্রাম থেকে শহরে অভিপ্রয়াণকারীদের অনেকেরই পেশা ছিল কৃষি। দেখা যাচ্ছে শহরে তারা ভিন্ন কাজ করছে। অর্থাৎ প্রতিবছরই কৃষি শ্রমিক হারিয়ে যাচ্ছে অসংখ্য । এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশের কৃষি। শহরমুখী প্রবাহ রোধে স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা নেই বললেই চলে। প্রতিবছর একটি এলাকা থেকে কতগুলো পরিবার অভিবাসিত হয়েছে তার কোন তথ্য নেই। অথচ স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে রাষ্ট্রয়াত্ত ব্যাংক ও এনজিওদের মাধ্যমে তাদেরকে প্রেষিত করে কর্মের সংস্থান করা খুব দুঃসাধ্য নয়। ব্যাপক জনগোষ্ঠীর শহরমুখি প্রবাহ শহরের সমগ্র সিস্টেমের উপর আঘাত হানছে। দুই জনের একটি খাটে তিনজন ঘুমালে তিনজনেরই অসুবিধা। শহরগুলো বিশেষত ঢাকা এ বর্ধিত জনসংখ্যার ভারে ন্যুজ। আইন শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক হুমকির মুখে। যেখানে সেখানে গড়ে উঠছে অবৈধ বস্তি, ঘুপড়ি ইত্যাদি। কোনমতে গ্রামের নিরন্ন মানুষগুলো মাথা গুঁজে পড়ে থাকে। নাগরিক কোন সুবিধাও তারা পাচ্ছেনা। ঢাকা শহরে খেলার মাঠ, খোলা জায়গা সব ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। নতুন মানুষদের ভীড়ে। কৃষি ব্যাংকের ঘরে ফেরা কর্মসূচী এদেরকে গ্রামে প্রত্যাবর্তনের জন্য যথেষ্ট নয়। দরকার সরকারী বেসরকারী সমন্বিত উদ্যোগের।

সারণী-৭.১ ঃ কৃষি ঋণ বিতরণ, আদায় ও স্থিতি

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর	লক্ষ্য মাত্রা	ঋণ বিতরণ	ঋণ আদায়	বকেয়া
১৯৯০-৯১	১৩.১০	৫.৯৬	৬.২৫	৫৭.০৩
১৯৯১-৯২	১৩.২২	৭.৯৫	৬.৬২	৫৩.৭০
১৯৯২-৯৩	১৪.৭৪	৮.৪২	৮.৬৯	৫৬.৯৩
১৯৯৩-৯৪	১৬.৪৩	১১.০১	৯.৭৯	৬২.২২
১৯৯৪-৯৫	১৯.৬৩	১৪.৯০	১১.২৪	৭০.৪৫
১৯৯৫-৯৬	২২.৪২	১৪.৮২	১২.৭৩	৭৭.৬৯
১৯৯৬-৯৭	২১.৯৭	১৫.১৭	১৫.৯৪	৮২.৫৬
১৯৯৭-৯৮	২৩.৫৩	১৬.৪৩	১৬.৯৯	৮৫.১৫
১৯৯৮-৯৯	৩২.৭০	৩০.০৬	১৯.১৭	৯৭.০৩
১৯৯৯-০০	৩৩.৩১	২৮.৫১	২৯.৯৬	১০৬.৪৯
২০০০-০১	৩২.৬৬	৩০.২০	২৮.৭৮	১১১.৩৭
২০০১-০২	৩৩.২৭	২৯.৫৫	৩২.৫০	১১৩.৫৬
২০০২-০৩	৩৫.৬১	৩২.৭৮	৩৫.১৬	১১৯.১৩
২০০৩-০৪ (জুলাই- ফেব্রুয়ারি)	৪৩.৮৯	২০.৫৩	১৯.৬৬	১১০.৭০

উৎস ঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৭.১ থেকে দেখা যাচ্ছে ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে কৃষিঋণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৩.১০ বিলিয়ন অথচ প্রকৃত বিতরণ হয়েছে ৫.৯৬ বিলিয়ন টাকা । যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৭.১৪ বিলিয়ন কম। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে কৃষিঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৫.৬১ বিলিয়ন টাকা। প্রকৃত বিতরণ হয়েছে ৩২.৭৮ বিলিয়ন টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২.৮৩ বিলিয়ন টাকা কম। ১৯৯১-০৪ কোন কৃষিঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। একে প্রকৃত চাহিদার চেয়ে কৃষি ঋণের যোগান কম তার উপর যদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হয় তাহলে তার চূড়ান্ত অভিঘাতটি পড়ে প্রান্তিক কৃষকের উপর। আদায়ের পরিস্থিতির আরো নাজুক। ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে ঋণ আদায় হয় ১৯.৬৬ বিলিয়ন টাকা, বকেয়া ১১০.৭০ বিলিয়ন টাকা। ঋণ আদায় না হলে তার প্রভাব পড়ে ঋণ বিতরণে। এক্ষেত্রে চূড়ান্ত অভিঘাত গিয়ে পড়ে কৃষকের উপর। ঋণ বিতরণ ব্যবস্থাটি ত্রুটিপূর্ণ, সময়পেক্ষী ও দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। ঋণের টাকা সম্পূর্ণ কৃষক তার হাতে পায় না। আর একটা অংশ চলে যায় দালাল, সিবিত্র নেতা ও ব্যাংক কর্মকর্তাদের পকেটে। কৃষি উৎপাদন উৎসাহিত করার জন্য কৃষি ঋণের উপর সুদের হার শতকরা ৯-১০ ভাগ হতে কমিয়ে শতকরা ৮ ভাগ করা হয়েছে। তাসত্ত্বেও সুদের হার বেশী। সুদের হার আরও হ্রাস করা উচিত। সবমিলিয়ে কৃষক লাভ করতে পারেনা। রয়েছে বাজারজাতকরণের সমস্যা। সেখানেও মধ্যস্বত্বভোগীদের উপদ্রব। এভাবে লোকসান দিতে দিতে কৃষক পরিবারের নিঃস্বকরণ পর্ব সমাপ্ত হয়। যার অবশ্যম্ভাবী পরিনতি শহর মুখে অভিগমণ। ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন বর্গাচাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার মেয়াদোত্তীর্ণ কৃষিঋণের (অনধিক ৫০০০/- টাকা মুল কৃষিঋণ) সুদ থেকে দায় মুক্তির ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। এ সুযোগ গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট মামলা স্থগিতসহ এদেরকে নতুন ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এগুলো উৎসাহব্যঞ্জক। প্রকৃত পক্ষে দরকার সুদমুক্ত/নামমাত্র সুদে পর্যাপ্ত পরিমাণ চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন কৃষিঋণ। যা রোধ করবে শহরমুখী প্রবাহ। কৃষিঋণকে যেতে হবে জনগণের দোর গোড়ায়। কৃষককে যেন ব্যাংকে এসে সময় নষ্ট করতে না হয় । ডকুমেন্টটেশন প্রক্রিয়া বহুলাংশে হ্রাস করতে হবে। কৃষক টাকা মেরে দিলেও প্রকৃতপক্ষে যে টাকা গ্রামীণ অর্থনীতিতে যাচ্ছে। পাচার হয়ে সুইস ব্যাংকে যাচ্ছে না। বড় বড় ঋণ খেলাপীরা যখন রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হন অপরপক্ষে সামান্য টাকার জন্য কৃষককে বেঁধে আনা হয় কিংবা ওয়ারেন্টের ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়। একই দেশে দুরকমের চিত্র কখনোই সুশাসনের পরিচায়ক নয়। যে সমাজে সামাজিক দ্বৈততা বেশী সে সমাজ গণতান্ত্রিক নয়, বিভেদ মূলক। সে সমাজের অনিবার্য ধারা শহরমুখে অভিগমণ।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় সিস্টেম তত্ত্বের আলোকে পল্লীর দারিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহরোধে কৃষিঋণের ভূমিকা চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে ।

চিত্রঃ সিস্টেম তত্ত্বের আলোকে পল্লীর দারিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহরোধে কৃষিঋণের ভূমিকা

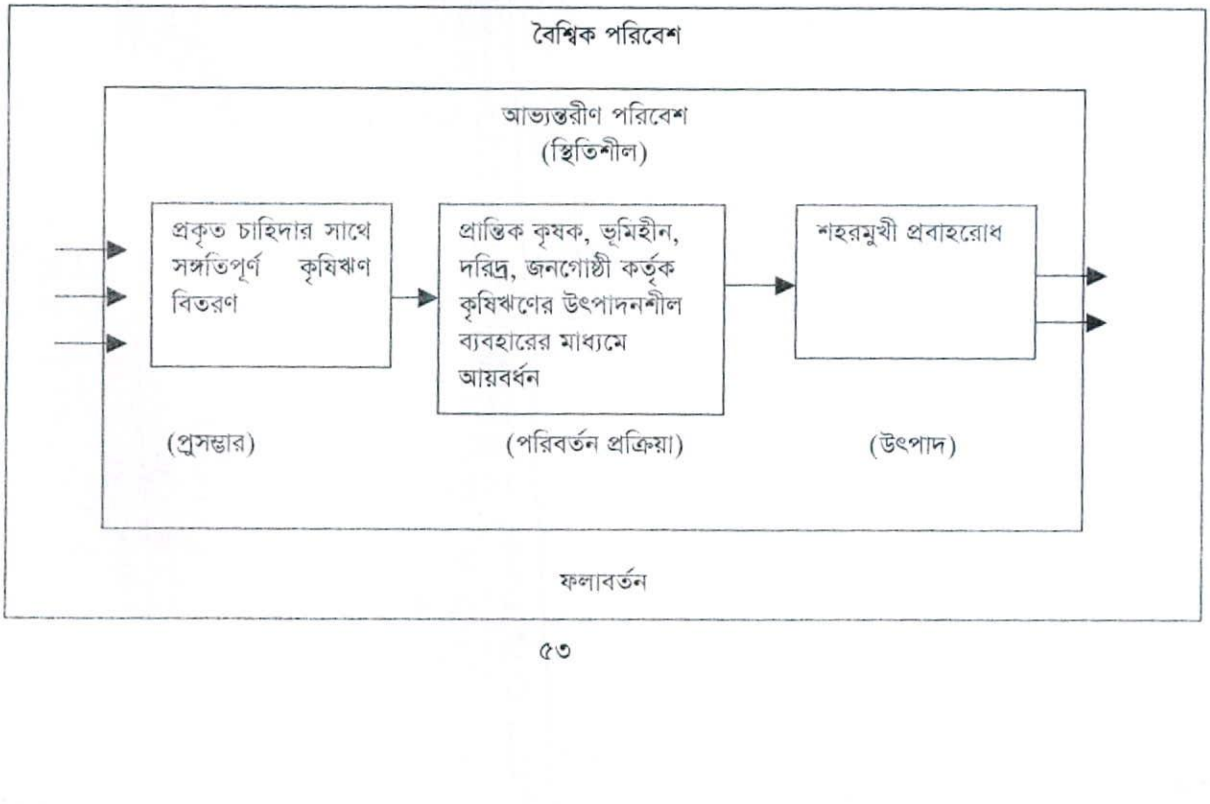

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়ঃ
গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রাপ্ত ফলাফল

৮.১ ভূমিকাঃ

পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহ রোধে কৃষিঋণের ভূমিকা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল এ অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৮.২ সমীক্ষায় প্রাপ্ত উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ ঃ

পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহ রোধে কৃষি ঋণের ভূমিকা সম্পর্কিত দুটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে ।

সমীক্ষা-১ ঃ বস্তিবাসীদের জন্য (৫০ জন)

সমীক্ষা-২ ঃ ব্যাংক কর্মকর্তাদের জন্য (৫০ জন)

সমীক্ষা-১ ঃ বস্তিবাসীদের জন্য

এ সমীক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখি প্রবাহের কারণ নির্ণয়।

কৃষিঋণের একটি চিত্র উদ্‌ঘাটন।

কৃষিঋণের সাথে শহর মুখি প্রবাহের সম্পর্ক সূত্র নির্ণয়।

গ্রাম ছেড়ে শহরে আসা মানুষগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থার স্বরূপ নির্ণয়।

গ্রন্থনির্ভরতা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এর বলয় থেকে বেরিয়ে এসে অভিবাসী মানুষদের অভিমত জানা।

সমীক্ষার প্রাপ্ত ফলাফল থেকে ভবিষ্যত করণীয় নির্ধারণ।

সমীক্ষায় অংশগ্রহণ কারী

কমলাপুরের টিটিপাড়া বস্তি, শান্তিবাগ, মালিবাগ রেলগেইট বস্তি, শেখের টেক বস্তি থেকে গ্রাম থেকে ঢাকায় আসা মোট ৫০ (পঞ্চাশ) জন পরিবার প্রধানের উপর এ সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। সমগ্র দেশের বিভিন্ন পলী অঞ্চল থেকে পঞ্চাশটি পরিবার ঢাকায় এসেছে। এদের উত্তর থেকে সমগ্র দেশের একটি চিত্র বেরিয়ে এসেছে। প্রশ্নমালা ভিত্তিক এ সমীক্ষায় তারা তাদের অভিমত প্রকাশ করেছেন। এদের মধ্যে ১০ জন নারী, ৪০ জন পুরুষ পরিবার প্রধান।

সমীক্ষায় ব্যবহৃত প্রশ্নমালাঃ

সমীক্ষা-১ এ ব্যবহৃত প্রশ্নমালা **পরিশিষ্ট-ক** তে উল্লেখ করা হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

সমীক্ষা-১ এর তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রাপ্ত ফলাফল

প্রশ্নমালা অনুযায়ী নিম্নে সমীক্ষা-১ এর তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রাপ্ত ফলাফল আলোচনা করা হলো ঃ

১. গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় আসার পেছনে কারণঃ

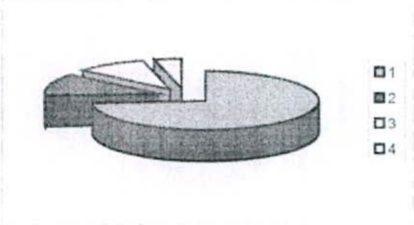

১। অর্থনৈতিক কারণ (৭৪%)

২। সামাজিক কারণ (১২%)

৩। পরিবেশগত কারণ (১০%)

৪। রাজনৈতিক কারণ (৪%)

দেখতে পাচ্ছি ৫০ জন পরিবার প্রধানের মধ্যে ৭৫% অর্থনৈতিক কারণকে গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় আসার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ১২% পরিবার প্রধান সামাজিক কারণ, ১০% পরিবার প্রধান পরিবেশগত কারণকে দায়ী করেছেন। রাজনৈতিক কারণ চিহ্নিত করেছেন ৪% পরিবার প্রধান।

অর্থনৈতিক কারণ

সবকিছুর মূলে অর্থনীতি- এ থেকে আবারো প্রমাণিত। ৫০ জন পরিবার প্রধানের মধ্যে ৩৭ জনই বলেছেন অর্থনৈতিক কারণে তারা তাদের গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় এসে বস্তিবাসী হয়েছেন। ৩৭ জন শুধুমাত্র ৩৭ জন নন তাদের সাথে রয়েছে তাদের বৃহৎ পরিবার সমূহ। যৌক্তিক ও পর্যাপ্ত ভাবে যদি তাদের কৃষিঋণ দেয়া যেত এবং তার বাস্তবায়ণ সঠিক ভাবে মনিটর করা যেত তাহলে তাদের সিংহভাগকে গ্রামে রাখা যেত। কারণ একান্ত বাধ্য না হলে কেউ তার নিজ ভূমি ত্যাগ করে পরবাসী হয় না।

সারণী-৮.১ ঃ ঢাকায় আগমনের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কারণ সমূহ

অর্থনৈতিক কারণ	সংখ্যা
১. কর্মসংস্থানের অভাব	৩৭ জন
২. কৃষি উপকরণ ও কৃষিঋণের অভাব	৩৭ জন
৩. ভূমিহীনতা	১০ জন
৪. বন্ধকী জমি উদ্ধার ও ঋণ পরিশোধের জন্য	১০ জন
৫. সার্টিফিকেট মামলার ভয়ে ৫ জন	০৫ জন

৩৭ জন পরিবার প্রধান অর্থনৈতিক কারণের কথা উলেখ করেন। পরিবার প্রধানরা ২/৩ টি করে অর্থনৈতিক কারণ উলেখ করেছেন। এর মধ্যে ৩৭ জন পরিবার প্রধানই কর্মসংস্থানের অভাব ও কৃষি উপকরণ ও কৃষি ঋণের অভাবের কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে দেখা যাবে ১০০% পরিবার প্রধানই কর্মসংস্থানের অভাব ও কৃষি উপকরণ ও কৃষি ঋণের অভাবের কথা বলেছেন। ১০ জন পরিবার প্রধান ভূমিহীনতার কথা উলেখ করেছেন। ১০ জন পরিবার প্রধান বন্ধকী জমি উদ্ধার ও ঋণ পরিশোধের জন্য ঢাকায় এসেছেন মর্মে উলেখ করেছেন, ৫ জন পরিবার প্রধান সার্টিফিকেট মামলার ওয়ারেন্টের ভয়ের কথাও উলেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবার প্রধানরা যত গুলো অর্থনৈতিক কারণের কথা বলেছেন তার সাথে কৃষিঋণ নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। ৩৭ জনই বলেছেন কর্মসংস্থাপনের অভাব ও কৃষি উপকরণ ও কৃষিঋণের অভাব, যদি সঠিকভাবে প্রকৃত লোকদের কৃষি ঋণ দেয়া হতো তাহলে তাদের কর্মের সংস্থান হতো এবং তাদের কৃষি উপকরণের অভাব ও হতো না। ১০% পরিবার প্রধান ভূমিহীনতাকে চিহ্নিত করেছেন। ভূমিহীনদের আশ্রয়ের ব্যবস্থার দায়িত্ব সরকারের কিন্তু ভূমিহীনদের সমবায়ের মাধ্যমে মৎস্য ঋণ, শস্য ঋণ, ছাগল পালন,কৃষি ভিত্তিক শিল্প, পোল্ট্রি, আত্মকর্মসংস্থান মূলক খাতে ঋণ দেয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রায়ও ব্যাংক গুলোর উভয়েই সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করলে তাদের শহরে আসতে হতো না। ১০% পরিবার প্রধান বলেছেন বন্ধকী জমি উদ্ধার ও ঋণ পরিশোধের জন্য তারা ঢাকায় এসেছেন। এখানে কৃষিঋণ সম্পকিত। কৃষিঋণের জন্য অনেকে জমি বন্ধক দিয়েছেন, আবার কৃষি ঋণ না পেয়ে মহাজনদের কাছে জমি বন্ধক দিয়েছেন। অনেকে কৃষিঋণ সহ নানাধিক ঋণ পরিশোধের জন্য ঢাকায় এসেছেন। সঠিকভাবে কৃষিঋণ ব্যবহার করতে না পারায় তারা ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাদের নামে সার্টিফিকেট মামলার ওয়ারেন্ট হয়েছে। সেই ভয়ে ৫ জন পরিবার প্রধান ঢাকায় এসেছেন। ঋণগ্রহীতারা সঠিকভাবে সঠিক খাতে কৃষি ঋণের অর্থ ব্যবহার করছে কিনা তা যদি ব্যাংক কর্মকর্তা ও কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীরা যদি দেখতেন তাহলে ঋণ গ্রহীতাদের নামে সার্টিফিকেট কেস বহুলাংশে কমে যেত। ঋণগ্রহীতাদেরকে ওয়ারেন্টের ভয়ে অভিবাসী হতে হতো না।

সামাজিক কারণ

১২% পরিবার প্রধান গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় আসার কারণ হিসেবে সামাজিক কারণকে চিহ্নিত করেছেন। ৬ জন পরিবার প্রধানের মধ্যে ৩ জন সামাজিক অস্থিরতা ও জীবন নাশের হুমকি ২ জন নারী নির্যাতন ও নারী নির্যাতনের হুমকি ১ জন পারিবারিক কলহকে ঢাকায় আসার পেছনের সামাজিক কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। সামাজিক অস্থিরতা, জীবননাশের হুমকি, নারী নির্যাতন, পারিবারিক কলহ প্রভৃতি সামাজিক কারণ হলেও এর ভেতর ফল্গুধারার মত অর্থনীতি বহমান। যদি কৃষি ঋণের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন ঘটানো যেত তাহলে উপরোক্ত উপসর্গগুলো নিশ্চিত ভাবেই হ্রাস পেত।

পরিবেশগত কারণ

১০% পরিবার প্রধান অর্থাৎ ৫ জন পরিবার প্রধান ঢাকায় আগমনের পেছনে পরিবেশগত কারণ তথা প্রাকৃতিক দূর্যোগকে শনাক্ত করেছেন। ৫ জনের মধ্যে ২ জন নদী ভাঙ্গণ, ২ জন বন্যা ও ১ জন জমিতে লবনাক্ততাকে কারণ হিসেবে উলেখ করেছেন। প্রাকৃতিক দূর্যোগ উত্তর যদি পর্যাপ্ত কৃষিঋণ সহ অন্যান্য ঋণ দেয়া হতো তাহলে ১০% মানুষকে শহরে আসতে হতো না।

রাজনৈতিক কারণ

৪% পরিবার প্রধান অর্থাৎ ৫০ জনে মাত্র ২ জন শহরমুখিতার পেছনের কারণ হিসেবে রাজনৈতিক কারণকে চিহ্নিত করেছেন। তন্মধ্যে ২ জনই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে শহরমুখি হয়েছেন। আমাদের দেশে সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেনি বিধায় রাজনৈতিক সহিংসার মাত্রা প্রকট।

২. শহরে তথা ঢাকায় আসার পূর্বে গ্রামের অবস্থানকালীন পেশা

সারণী-৮.২ শহরে তথা ঢাকায় আসার পূর্বে গ্রামের অবস্থানকালীন পেশা

পেশা	সংখ্যা	হার
কৃষিকাজ	৪০	৮০%
ক্ষুদ্র ব্যবসা	৫	১০%
রিক্সা চালক	৫	১০%

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৮.২ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যারা কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তারাই বেশী শহরমুখী হয়েছেন। এরা সংখ্যায় ৫০ জনের মধ্যে ৪০ জন। এ চিত্র থেকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে সঠিক ভাবে প্রান্তিক চাষীদের, বর্গাচাষীদের কৃষিঋণ বিতরণ ও তত্ত্বাবধান করা হলে তারা শহরে যেতেন না। কৃষিঋণের অভাব, সময়মত কৃষিঋণ না পাওয়ায়, কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি, সেচ ও সারের অপ্রতুলতা কৃষিপণ্য বাজারজাত করণের অভাব, যোগাযোগ অবকাঠামোর অভাব সবমিলে কৃষি এখন অলাভজনক। বার বার লোকসান দিতে দিতে বাড়তে থাকে অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের পরিমাণ। জীবনের তাগিদে কৃষক রাজধানীতে পাড়ি জমায়।

৩.পরিবারের সদস্য সংখ্যা

সারণী-৮.৩ ঃ পরিবার প্রধানসহ পরিবারের সদস্য সংখ্যা

পরিবার	সংখ্যা
৪০ টি	৬ জন
১০ টি	৫ জন

প্রতিটি পরিবারই জনসংখ্যায় ভারাক্রান্ত। এদের মৌলিক মানবীয় চাহিদা পূরণ হয়নি। তারা গ্রামে খুবই কষ্টে জীবনযাপন করতো। এসব পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে চাহিদা অনুযায়ী যৌক্তিক ভাবে কৃষিঋণ প্রদান করা আবশ্যক ছিল। অথচ কৃষিঋণদানকারী সংস্থা এক্ষেত্রে সঠিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন নি। গ্রামেও তারা ভালো ছিল না, শহরেও যাপন করছে মানবেতর জীবন।

৪. কৃষিঋণ পেয়েছিল কি না

সারণী-৮.৪ ঃ কৃষিঋণ পাওয়া, না পাওয়ার চিত্র

কৃষি ঋণ পেয়েছিল	= ২০ জন।
কৃষি ঋণ পান নি	= ৩০ জন।

৫০ জন পরিবার প্রধানের মধ্যে ৩০ জনই কৃষিঋণ পাননি। ২০ জন পেয়েছেন। ৩০ জন গ্রামীণ পরিবার প্রধান কৃষিঋণ না পাওয়ার অর্থ কৃষি ঋণ এখনোও অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর কাছে যেতে পারেনি। মাত্র ২০ জন পরিবার প্রধান কৃষিঋণ পেয়েছেন। চাহিদা অনুযায়ী পেয়েছেন কি না সেটা প্রশ্ন সাপেক্ষ।

৫. এন জি ও ক্ষুদ্রঋণ

সারণী-৮.৫ ঃ এন জি ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রাপ্তি

এনজিও ক্ষুদ্রঋণ পেয়েছিলেন	= ২৫ পরিবার প্রধান।
এনজিও ক্ষুদ্রঋণ পাননি	= ২৫ পরিবার প্রধান।

ক্ষুদ্রঋণের এত সাড়ম্বরতা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে ৫০ জন পরিবার প্রধানের মধ্যে অর্ধেকেই ক্ষুদ্রঋণ পাননি। ক্ষুদ্রঋণের পরিমাণ কম এবং সুদের হার বেশী। ক্ষুদ্রঋণ যথাযথভাবে দেয়া হলে উচ্চ সুদের ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের হার হ্রাস পেত।

Dhaka University Institutional Repository

৬. কোন ব্যাংক থেকে কৃষিঋণ পেয়েছিলেন ?

এর উত্তরে উত্তরদাতার জানানঃ-

সারণী-৮.৬ ঃ কৃষি ঋণ প্রদানকারী বিভিন্ন ব্যাংক

ব্যাংক	সংখ্যা
কৃষি ব্যাংক	১০ জন
সোনালী ব্যাংক	৫ জন
অগ্রনী ব্যাংক	৩ জন
জনতা ব্যাংক	২ জন

৫০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২০ জন কৃষিঋণ পেয়েছিলেন। এ ২০ জনের ১০ জনই কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ পেয়েছেন। সোনালী ব্যাংক, অগ্রনী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক মিলে কৃষি ব্যাংকের সমান অর্থাৎ (৫+৩+২)= ১০ জন।

৭. কৃষিঋণের অর্থ কি যথেষ্ঠ ছিল

২০ জন পরিবার প্রধান এর উত্তর দিয়েছিলেন না। অর্থাৎ কৃষি ঋণ তাদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এমনিতে ৫০ জনের মধ্যে ৩০ জনই কৃষিঋণ পাননি আর যে ২০ জন পেয়েছেন তা পর্যাপ্ত নয়। এরূপ পরিস্থিতি উৎপাদন ব্যাহত করে এবং শহরমুখিতা ক্রমবর্ধমান করে।

৮. যে কাজের জন্য কৃষিঋণ নিয়ে ছিলেন সে কাজ করেছেন কি না ?

এর উত্তরে ২০ জনের মধ্যে ১৫ জনই বলেছেন তারা যে কাজে ঋণ নিয়েছিলেন সে কাজ করেছেন। ৫ জন ঋণের টাকা অন্য কাজে লাগিয়ে দেন। কৃষিঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের করূণ তদারকির চিত্র এতে ফুটে উঠে।

৯. কৃষিঋণ পেতে ব্যাংক কর্মকর্তা বা দালালকে কোন টাকা দিতে হয়েছে কি না ?

এর জবাবে ২০ জন পরিবার প্রধানের বক্তব্য-

সারণী-৮.৭ ঃ সমগ্রক কর্তৃক ব্যাংক কর্মকর্তা/দালালকে টাকা প্রদান

ব্যাংক কর্মকর্তা/ দালালকে টাকা দিয়েছেন	= ১৯ জন
ব্যাংক কর্মকর্তা/ দালালকে টাকা দেন নি	= ১ জন

দেখা যাচ্ছে ২০ জনের ১৯ জনই ব্যাংক কর্মকর্তা/ দালালকে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করেছেন। এরূপ দুর্নীতি কৃষিঋণের মহৎ উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে তুলেছে। দুর্নীতি পরায়নতার কারনেই সঠিক লোক ঋণ পায়না এবং ঋণের সঠিক ব্যবহারও নিশ্চিত হয় না। যার ফলাফল শহরমুখি জন প্রবাহ বৃদ্ধি।

১০. কৃষিঋণের টাকা কি সময়মত পাওয়া যায় ?

সারণী-৮.৮ ঃ সময়মত কৃষিঋণ প্রাপ্তি

কৃষিঋণের টাকা সময়মত পাওয়া যায়	= ৫
কৃষিঋণের টাকা সময়মত পাওয়া যায় না	= ১৫

Dhaka University Institutional Repository

২০ জনের মধ্যে ৫ জন পরিবার প্রধান বলেছেন কৃষিঋণের অর্থ সময়মত পাওয়া যায়। বাকী ১৫ জন এর বিপরীতে অবস্থান। কৃষিঋণ সময়মত পাওয়া না যাওয়ায় উৎপাদন কার্য শুরুতে বিলম্ব হয় বা কৃষক উচ্চ সুদে ঋণ গ্রহণ করে কাজ শুরু করেন। ফলে কৃষক লাভের মুখ দেখে না।

১১. কৃষিঋণের সুদের হার

সবাই একযোগে স্বীকার করেছেন সুদের হার বেশী।

১২. আবেদন করেও কৃষিঋণ না পাওয়া কারণ

৩০ জনের মধ্যে ২০ জন বলেছেন দালাল ও কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করেন নি বলে ঋণ পাননি। ৮ জন বলেছেন জমির কাগজপত্র ব্যাংকের চাহিদামত দিতে পারেন নি বলে ঋণ পাননি। ২ জন বলেছেন তারা কেন ঋণ পাননি তা তারা জানেন না। এখানেও দুর্নীতির চিত্র সূর্যলোকের মত স্পষ্ট।

১৩. ব্যাংক কর্মকর্তারা কখনও সরেজমিনে গিয়ে কৃষিঋণ নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে কি না ?

এর উত্তরে ৫০ জন পরিবার প্রধানই বলেন না। কৃষিঋণ দানকারী সংস্থা মানুষকে ঋণ নেয়ার জন্য উৎসাহিত করে না। তাই দেখা যায় বিনিয়োগের লক্ষমাত্রা অর্জিত হয় না।

১৪. কৃষিঋণের পাশাপাশি গ্রাম্য মহাজন থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন কি ?

এর উত্তরে ২০ জন পরিবার প্রধান বলেন তারা কৃষিঋণের পাশাপাশি মহাজন থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। কৃষিঋণ পর্যাপ্ত ও সময়মত পাওয়া গেলে তাদেরকে মহাজনের দারস্থ হতে হতো না। ফলশ্রুতিতে তারা প্রথমে মহাজনী ঋণ পরিশোধ করে। ব্যাংক ঋণ পরিশোধের মত টাকা তাদের থাকে না। এতে করে তারা ঋণ খেলাপী বা কিস্তি খেলাপী হয়। ঋণ আদায়ের এর প্রভাব পড়ে। ঋণ আদায় কম হলে বিতরণও কম হবে।

১৫. পর্যাপ্ত ঋণ পেলে গ্রামে থেকে যেতেন ?

এর উত্তরে ৫০ জন পরিবার প্রধান বলেছেন তারা পর্যাপ্ত ঋণ পেলে গ্রামে থেকে যেতেন। অর্থাৎ বাধ্য হয়েই তারা শহরে এসেছেন। গ্রাম তাদের পরম প্রিয়। গ্রাম তাদের শিকড়, ঠিকানা।

১৬. এখনও যদি পর্যাপ্ত ঋণ ও সুবিধা দেওয়া হয় গ্রামে ফিরে যাবে কিনা ?

এর উত্তরে ৪৫ জন বলেন বিভিন্ন কারনে ফিরে যাবেন। বাকী ৫ জন বিভিন্ন কারণে আর ফিরতে আগ্রহী নন।

১৭. গ্রামে থাকাকালীন মাসিক আয় ও বর্তমান মাসিক আয়

এর উত্তরে তারা বলেন গ্রামে তাদের সুনির্দিষ্ট আয় ছিলনা। তবে তাদের তথ্য থেকে জানা যায় গ্রামে থাকাকালীন মাসিক আয় ১০০০-২০০০ টাকার মধ্যে। বর্তমান মাসিক আয় ২০০০-৩০০০ টাকার মধ্যে। শহরে তাদের আয় বৃদ্ধি পেলেও শহরে জীবনযাত্রার ব্যয় বেশী। এ অল্প টাকায় ঢাকার মত বিলাসবহুল ব্যয়বহুল শহরে তারা আমানবিক জীবন যাপন করছে।

জরিপে ৫০ জনের মধ্যে ৪০ জনই বিগত ৫ বৎসর যাবৎ ঢাকা শহরে বসবাস করছেন। বাকী ১০ জনের মধ্যে ৫ জন ২ বৎসর এবং ৫ জন ১ বৎসর যাবৎ ঢাকায় বসবাস করছেন। তারা বর্তমানে রিক্সা চালক, ভ্যানচালক, হোটেলে চাকুরী, গার্মেন্টসে চাকুরী, সেলাইর কাজ, পানবিড়ির দোকান, কুলি প্রভৃতি কাজ করছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সমীক্ষা-২ ঃ ব্যাংক কর্মকর্তাদের জন্য

সমীক্ষার উদ্দেশ্য

- বাংলাদেশের কৃষিঋণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন।
- কৃষিঋণের সাথে শহরমুখী প্রবাহের সম্পর্ক সূত্র নির্ণয়।
- কৃষিঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের ভূমিকা নির্ণয়।
- কৃষিঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাদের মতামত জানা।
- গ্রন্থনির্ভরতা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এর বলয় থেকে বেরিয়ে এসে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা জানা।
- সমীক্ষার প্রাপ্ত ফলাফল থেকে ভবিষ্যত করণীয় নির্ধারণ।

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী

ঢাকা ও মানিকগঞ্জের কৃষিঋণ প্রদানকারী ব্যাংকগুলোর কর্মকর্তাদের উপর এ জরিপ পরিচালিত হয়েছে। কর্মকর্তাদের সংখ্যা ৫০ (পঞ্চাশ), যাদের মধ্যে ২০ জন সিনিয়র অফিসার, ২০ জন প্রিন্সিপাল অফিসার। ১০ জন সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার।

সমীক্ষায় ব্যবহৃত প্রশ্নমালাঃ

সমীক্ষা-২ এ ব্যবহৃত প্রশ্নমালা **পরিশিষ্ট-খ** তে উল্লেখ করা হয়েছে ।

সমীক্ষা-২ এর তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রাপ্ত ফলাফল

প্রশ্নমালা অনুযায়ী নিম্নে সমীক্ষা-২ এর তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রাপ্ত ফলাফল আলোচনা করা হলো ঃ

১. আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশে কৃষিঋণের সামগ্রিক চিত্র সন্তোষজনক ?

এর উত্তরে ৫০ জন ব্যাংক কর্মকর্তাই জানান কৃষিঋণের সামগ্রিক চিত্র সন্তোষজনক নয়। ব্যাংক কর্মকর্তাদের এ অভিমত থেকে সমগ্র দেশের কৃষিঋণের চিত্র যে অসন্তোষজনক সে সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়। সে কারণে কৃষিঋণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহ রোধ করতে পারছেনা।

২. আপনি কি মনে করেন প্রদত্ত কৃষিঋণ পর্যাপ্ত ?

এর উত্তরে ৫০ জন ব্যাংক কর্মকর্তাদের অভিমত প্রদত্ত কৃষিঋণ পর্যাপ্ত নয়। কৃষিঋণ যদি পর্যাপ্ত না হয় তাহলে ব্যাহত হয় কৃষি উৎপাদন। বর্তমানে কৃষিকাজ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কৃষকের চাহিদা কৃষিঋণ মেটাতে পারছেনা। যার কারণে কৃষক গ্রাম্য মহাজন,এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণের শৃংখলে আবদ্ধ হচ্ছে। যেখানে সুদের হার অত্যন্ত বেশী। কৃষিঋণের অপর্যাপ্ততার কারণে অধিকাংশ কৃষকই কৃষিঋণের আওতার বাইরে থাকছে।

৩. আপনি কি মনে করেন কৃষি ব্যাংক, রাকাব কৃষিঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সঠিক ভূমিকা পালন করছে ?

এর জবাবে ৫০ জন ব্যাংক কর্মকর্তাই জানান উক্ত ব্যাংক সঠিক ভূমিকা পালন করছেনা।

যে দুটি ব্যাংক কৃষি ঋণের অর্ধেকের বেশী বিতরণ করে ওরা যদি সঠিক ভূমিকা পালন না করে তবে তার চূড়ান্ত অভিঘাত এসে পড়ে গ্রামের হাড্ডিসার কৃষকদের উপর। আর অন্তিম ফলাফল শহরমুখী প্রবাহ বৃদ্ধি।

Dhaka University Institutional Repository

৪. সোনালী ব্যাংকসহ অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো কৃষিঋণ প্রদানে সঠিকভাবে ভূমিকা পালন করছে ?

৫০ জন ব্যাংক কর্মকর্তা জানান 'না'। এতে দেখা যাচ্ছে কৃষি ব্যাংক, রাকাব- এ দুটো বিশেষায়িত ব্যাংক ছাড়াও বাকী রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে না। এসব ব্যাংকগুলো ব্যাপক ঋণ খেলাপী ও কিস্তি খেলাপী তৈরী করে আদায়ের হার ব্যাপক ভাবে নিম্নমুখী করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো কৃষিঋণ বিতরণ বেশ কমিয়ে দিয়েছে। আদায় না হলে বিতরণ কম হবে এটাই স্বাভাবিক। বিতরণ কম হওয়ার ভূক্তভোগী এদেশের প্রান্তিক কৃষক। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর সিবিএ কৃষিঋণসহ সামগ্রিক ঋণ প্রবাহে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

৫. আপনি কি মনে করেন কৃষিঋণের সুদের হার বেশী ?

এর জবাবে ৫০ জন ব্যাংক কর্মকর্তার মধ্যে সকলেই বলেছেন বেশী। সুদের হার বেশী হওয়ার কারণে কৃষকের মুনাফা কম হয়। প্রায়শই কৃষক লোকসান দিচ্ছে।

৬. কৃষিঋণের সুদের হার কত হওয়া উচিত ?

সারণী-১৫.৯ ঃ কৃষিঋণের সন্তোষজনক সুদের হার

কর্মকর্তাদের সংখ্যা	সুদের হার
১. ২০ জন কর্মকর্তা	৬%
২. ৩০ জন কর্মকর্তা	৫%

৫০ জন ব্যাংক কর্মকর্তার মধ্যে ২০ জন বলেছেন সুদের হার ৬% এবং ৩০ জন বলেছেন ৫% হওয়া উচিত। সুদের হার কম হলে কৃষক লাভবান হবে। কৃষক লাভবান হলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।হ্রাস পাবে শহরমুখী প্রবাহ।

৭. বেসরকারী ব্যাংক গুলো কি সঠিকভাবে ও পরিমাণে কৃষিঋণ প্রদান করছে ?

এর উত্তরে ৫০ জন কর্মকতার অভিমত 'না', বিশ্বয়নের এ যুগে সরকারী খাত সংকুচিত হচ্ছে। বেসরকারী খাত প্রসারিত হচেছ। এরূপ প্রেক্ষিতে রেসরকারী ব্যাংকগুলো যদি ব্যাপকভাবে কৃষিঋণ প্রদানে এগিয়ে না আসে তাহলে কৃষি ও কৃষককে রক্ষা করা যাবেনা। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর দুর্নীতি এবং বেসরকারী ব্যাংক গুলোর শহর কেন্দ্রায়ন কৃষককে শহরমুখে আগমনকে উৎসাহিত করছে।

৮. কৃষিঋণ কি সুদ মুক্ত হওয়া উচিত ?

সারণী-১৫.১০ ঃ কৃষিঋণের সুদ মুক্তির বিষয়ে সমগ্রকের অভিমত

ব্যাংক কর্ম কর্তা	অভিমত
৩০ জন কর্মকর্তা	সুদ মুক্ত হওয়া উচিত
২০ জন কর্মকর্তা	সুদ মুক্ত হওয়া উচিত নয়

৫০ জন কর্মকর্তার ৩০ জনের অভিমত কৃষিঋণ সুদমুক্ত হওয়া উচিত। এতে করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশের অর্থনীতি। ২০ জন কর্মকর্তা বলেছেন কৃষিঋণ সুদমুক্ত হওয়া উচিত নয়। তাদের বক্তব্য কোন সুদ না থাকলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস পেতে পারে। সুদ না থাকলে কৃষকেরা কোন চাপ অনুভব করবেনা।

Dhaka University Institutional Repository

৯. কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে কারা লাভবান হচ্ছে বেশী ?

এর জবাবে ৫০ জন ব্যাংক কর্মকতার অভিমত গ্রামের প্রভাবশালী বড় কৃষক কৃষিঋণ দ্বারা বেশী লাভবান হচেছ। তাদের বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে কৃষিঋণ বড় কৃষকদের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। মাঝারী কৃষকরা বড় কৃষকদের সাথে তাল মিলিয়ে তারাও মোটামুটি লাভবান হচ্ছে। বঞ্চিত হচ্ছে ভূমিহীন প্রান্তিক কৃষক। এতে করে একটি সময়ে কৃষক শহরে পাড়ি জমানোর সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করে।

১০. আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশের কৃষিঋণের একটি বড় অংশ দালাল বা মধ্যস্বত্বভোগীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ?

এর জবাবে ৩৯ কর্মকর্তা বলেন বাংলাদেশের কৃষিঋণের একটি বড় অংশ দালালদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ১১ জন কর্মকর্তা এর বিপরীতে বক্তব্য প্রদান করেছেন। সেখানে সিংহভাগ ব্যাংক কর্মকর্তাই দালাল নামক উপদ্রবটিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। দালাল ও অসাধু ব্যাংক কর্মকর্তাদের যোগসাজসে কৃষিঋণের একটি বৃহৎ অংশ অপাত্রে ও অনুৎপাদনশীল খাতে চলে যাচ্ছে। একজন প্রত্যন্ত জেলার দালালের সাথে ব্যাংকের আঞ্চলিক/হেড অফিস কর্মকর্তাদের সম্পর্ক থাকে। ফলশ্রুতিতে আঞ্চলিক অফিস, প্রধান কার্যালয়, শাখা সর্বত্রই দালালরা বিচরণশীল। আর দালালদের সাথে গভীর বন্ধনে আবদ্ধ সিবিএ নেতৃবৃন্দ।

১১. আপনি কি মনে করেন কৃষকরা সময়মত কৃষিঋণ হাতে পান ?

৩৭ ব্যাংক কর্মকর্তা জানান কৃষকরা সময়মত কৃষিঋণ হাতে পান না। ১৩ জন কর্মকর্তা জানান কৃষকরা সময়মত কৃষিঋণ পান।। অধিকাংশের অভিমত কৃষকরা সময়মত কৃষিঋণ পান না। এতে করে কৃষক অন্য উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করে । এতে করে উৎপাদন বিলম্বিত হয়। লোকসান হয় কৃষকের। ক্রমাগত লোকসান হতে থাকলে এক পর্যায়ে কৃষক কৃষিকাজ বন্ধ করে পাড়ি জমায় শহরে নতুন কর্মের সন্ধানে।

১২. আপনি কি মনে করেন গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহের পেছনে কৃষিঋণের ব্যর্থতা একটি অন্যতম কারণ ?

৫০ জন ব্যাংক কর্মকর্তা স্বীকার করেছেন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহের পেছনে কৃষিঋনের ব্যর্থতা একটি অন্যতম কারণ। অর্থাৎ সঠিকভাবে কৃষিঋণ প্রদান করলে অভিবাসন প্রক্রিয়া বহুলাংশে হ্রাস পেত।

১৩. সঠিক মাত্রায় সঠিক সময়ে দুর্নীতিমুক্ত ভাবে যদি কৃষিঋণ প্রদান করা যেত তাহলে বর্তমানে শহরমুখীতা কতটুকু রোধ করা যেত ?

সারণী-১৫.১১ ঃ সঠিক কৃষিঋণ প্রদানে শহরমুখী প্রবাহ রোধের হার

ব্যাংক কর্মকর্তা	শহরমুখি প্রবাহ রোধ
৩৩ জন কর্মকর্তা	৬০ - ৭০%
১৭ জন কর্মকর্তা	৫০ - ৫৫%

৩৩ জন কর্মকর্তার অভিমত ৬০-৭০% অভিবাসন যথার্থ কৃষিঋণের মাধ্যমে রোধ করা সম্ভব। বাকী ১৭ জন কর্মকর্তা বলেছেন ৫০-৫৫% অভিবাসন কৃষিঋণের যথাযথ বিতরণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে রোধ করা সম্ভব। সর্বনিম্ন ৫০% ধরি, তাহলেও দেখা যাচ্ছে কেবলমাত্র যথাযথ কৃষিঋণের মাধ্যমে ৫০ ভাগ শহরমুখী প্রবাহরোধ করা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. আপনি কি মনে করেন পুরো কৃষিঋণ প্রক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয়হীনতা বিদ্যমান ?

এর জবাবে ৪৫ জন কর্মকর্তা জানান যে পুরো কৃষিঋণ প্রক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয়হীনতা বিদ্যমান। বাকী ৫ জন উল্টো বক্তব্য দিয়েছেন। অর্থাৎ সমন্বয়হীনতা কৃষিঋণ প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করছে।

১৫. কৃষি ব্যাংক, রাকাব কৃষিঋণের পাশাপাশি নানাবিধ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এতে করে কৃষিঋণের বিতরণ আদায় বিঘ্নিত হচ্ছে কি ?

৫০ % ব্যাংক কর্মকর্তা এক্ষেত্রে বিঘ্নিত হচ্ছে মন্তব্য করেন। কৃষি ব্যাংক,রাকাব এ দুটো ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা হয়েছে কৃষিঋণকে কেন্দ্র করে। বর্তমানে এ দুটো ব্যাংক বহুমুখি কাজে ব্যস্ত। ব্যাংক দুটো এককেন্দ্রিক কাজ করলে বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষকের যুগপৎ উপকার হতো।

১৬. কৃষিঋণ বিতরণে রাজনৈতিক প্রভাব কতটুকু ?

৫০ জন ব্যাংক কর্মকর্তার অভিমত কৃষিঋণ বিতরণে রাজনীতি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। রাজনৈতিক প্রভাবে ও চাপে ব্যাংক কর্মকর্তারা অনেক সময় অসহায়ত্ব বোধ করেন। রাজনৈতিক প্রভাব সিস্টেমকে ভেঙ্গে দিচ্ছে। আর এর সুযোগ নিচ্ছে দালালরা, সিবিএ নেতা, প্রভাবশালী কৃষক।

১৭. গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখি প্রবাহের পেছনে মূল কারণ কি ?

এর উত্তরে ৫০ জন ব্যাংক কর্মকর্তা অর্থনৈতিক কারণকে চিহ্নিত করেছেন। যার সাথে কৃষিঋণের গভীর যোগসূত্র আছে।

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায় ঃ

শহরমুখী প্রবাহ ও কৃষি ঋণের সমস্যাসমূহ

৯.১ ভূমিকা ঃ

এ অধ্যায়ে শহরমুখী প্রবাহ ও কৃষি ঋণের সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ।

৯.২ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী শহরমুখী প্রবাহের ফলে সৃষ্ট সমস্যাবলীঃ

নগরায়ণের মাত্রার দিক থেকে বাংলাদেশ এখনও পর্যন্ত একটি নিম্ন নগরায়িত দেশ, যার মোট জনগোষ্ঠীর মাত্র ২৫ শতাংশ নগর এলাকায় বাস করে। স্বাধীনতার পর হতে বিগত তিন দশকে এদেশে নগরীয় জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল অত্যন্ত দ্রুত গতির, বার্ষিক ৬ শতাংশেরও বেশী। এই দ্রুত হারে নগরায়ণের প্রধান নিয়ামক হলো গ্রাম-শহর অভিগমণ প্রক্রিয়া। আর এই বিপুল সংখ্যক অভিগমণকারীদের অধিকাংশই গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠী, শহরমুখী প্রবাহের ফলে সৃষ্ট সমস্যাবলী নিম্নে আলোচিত হলো।

প্লাবন ও জলঙ্কিাশন সমস্যা

দ্রুত নগরায়ন এবং অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত নগর বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের অনেক শহর ও নগর বিশেষত ঢাকা পানি নিষ্কাশন ও জলাবদ্ধতার মতো বিভিন্ন সমস্যার জর্জরিত নগরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দ্রুত অভিবাসনের কারণে এ সমস্যা আরো প্রকট হয়েছে।

পানি সরবরাহ

শহরের বর্তমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নয়, বর্তমান পরিস্থিতির দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে অন্যতম নিকৃষ্ট। নগরে অভিগমণ বাড়ার কারণে এ সমস্যা আরো প্রকট হয়েছে। ঢাকা,চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী,বগুড়া, রংপুর, চাঁদপুরের মতো শহরের শতকরা ৫০-১০০ ভাগ পানি প্রায় দূষিত। ('শিশু দিগন্ত' পত্রিকা,ইউনিসেফ)

পয়ঃ নিষ্কাশন

শহরের জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সুবিধা লাভ করে। ঢাকা শহরেই শুধুমাত্র আধুনিক ভূ-গর্ভস্থ (বা সুওয়ারেজ) ব্যবস্থা আছ। এই শহরে মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ পরিবার এ জাতীয় পয়ঃনিষ্কাশন লাইনের সুযোগ লাভ করে। অভিগমণের ফলে এ সমস্যা এখন মারাত্মক সমস্যার রূপ নিয়েছে। দরিদ্র মানুষদের যথাযথ নির্দিষ্ট শৌচাগার নেই। ১লিটার নোংরা পানি ৮ লিটার পরিষ্কার পানিকে দূষিত করে।

গৃহসংস্থাপন ও বস্তি সমস্যা

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহর মুখি প্রবাহের ফলে গৃহ সংস্থাপন ও বস্তি সমস্যা ক্রমাগত ভাবে বেড়েই চলেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সব শহরেই কম বেশী বস্তির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। রাজধানীর সব এলাকাতেই বস্তি গড়ে উঠেছে। নগরীতে সৃষ্টি হচ্ছে বহুমাত্রিক সমস্যা।

সন্ত্রাস

দরিদ্র মানুষগুলো শহরে এসে সবাই কাজ যোগাড় করতে পারেনা। কেউ কেউ মিশে যায় সন্ত্রাসীদের সাথে, বস্তিগুলো সন্ত্রীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মাদকদ্রব্য

দালাল টাউট বাটপারদের প্ররোচনায় লাভের আশায় নিরন্ন মানুষগুলো মাদক ব্যবসা শুরু করে এবং মাদক সেবন শুরু করে। ঢাকা শহরের বস্তিগুলোতে অবৈধ মাদক দ্রব্য রাখা হয়। সেখান থেকে বিক্রিও হয়।

অবৈধ রিক্সা

ঢাকায় অভিগমণকারীদের একটি বিরাট অংশ রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা অবৈধ লাইসেন্সের রিক্সা গুলো চালায়। ঢাকায় ব্যাপক সংখ্যা রিক্সার পেছনে অভিগমণ দায়ী।

যানজট

নগরে অভিগমণকারীরা যানজট সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে তারা অবৈধ রিক্সা, ঠেলাগাড়ী, ভ্যানগাড়ী রাস্তায় চালায় এগুলো শ্লথগতির যানবাহন এগুলো সৃষ্টি করে।

ভ্রাম্যমাণ পতিতা

শহরে কাজের সন্ধানে এসে জীবন যুদ্ধ করতে করতে অনেক নারী বাধ্য হয়ে বা প্ররোচনায় পতিতা বৃত্তি বেছে নেয়।

অল্প পরিসর

অভিগমনকারীগণ অল্প পরিসরে অনেক লোক বাস করে। এতে নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এইডসও এদের মধ্যে একটি।

কৃষি উৎপাদন ব্যাহত

গ্রামের লোকজন কাজের সন্ধানে শহরে এসে অন্যপেশা আত্ম নিয়োগ করে। প্রকৃত কৃষক কৃষিকাজ ছেড়ে অন্যকাজ করে। এতে করে কৃষি খাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মুষ্টিমেয়র হাতে সম্পত্তির কেন্দ্রীকরণ

গ্রামের লোক শহরে আসার পূর্বে অনেক সময় তাদের বাড়িঘর বিক্রি করে আসে। এতে করে কম মূল্যে প্রভাবশালী সে জায়গা কিনে নেয়। এতে সম্পদের বৈষম্য বৃদ্ধি পায়, অনেক সময় বিক্রি করে না আসলেও ক্ষমতাবানরা তা দখল করে নেয়।

৯.৩ কৃষি ঋণের সমস্যাসমূহ ঃ

নিম্নে কৃষি ঋণ বিতরণ, আদায় ও অন্যান্য সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হলো ।

কৃষি ঋণ বিতরণে সমস্যা

কৃষিঋণ বিতরনে সমস্যাগুলো নিম্নে ক্রমধারায় বিবৃত হয়েছে-

বিরাট অংকের টাকা খেলাপী পড়ে থাকায় নতুন করে ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে, যেহেতু ডিফল্টটাররা ঋণ পাওয়ার যোগ্য নন।

ঋণ প্রদানের সময়ে স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তি, রাজনীতিবিদ অথবা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সুপারিশ/চাপে অনেক ক্ষেত্রে বিতরণ করা হয়। কিন্তু আদায়ের দায়িত্ব ব্যাংক ব্যবস্থাপকের এর ফলে ব্যাংক ব্যবস্থাপক ঋণ বিতরণে অনীহা দেখান। যা ঋণ বিতরণ কার্যক্রমকে ব্যাহত করে।

ঋণ বিতরণ সুষ্ঠ ও কার্যকর করতে হলে বিতরণকারীকে কৃষকের দ্বারে দ্বারে যেতে হয় যা সময় সাপেক্ষে ও ব্যয় বহুল।

উর্ধতন কর্মকর্তা কর্তৃক এই কর্মকান্ডের মনিটরিং, তদারকির অভাব।

Dhaka University Institutional Repository

সঠিক ঋণগ্রহীতার তালিকা প্রস্তুত হচ্ছে না। যা ঋণ বিতরণে একটি বড় সমস্যা।

প্রডাকশন প্যান যা কৃষি সম্পসারণ কর্মীদের করার কথা ছিল, তার তার প্রয়োজন পড়েনা। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তা ছাড়াই ঋণ বিতরণ করেন।

ঋণ গ্রহীতারা ঠিকমতো তাদের জমির কাগজপত্র দেখাতে পারেনা। ব্যাংকের চাহিদা অনুসারে নির্ভেজাল কাগজপত্র কম চাষীদেরই আছে।

ব্যাংক কর্মচারীদের এত বেশী রেকর্ড সংরক্ষণ ও রির্পোটের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় যার ফলে তারা মাঠে যাওয়ার তেমন সময় পান না।

কৃষকের বাড়ি ও মাঠ অনেক ক্ষেত্রে দুই ইউনিয়ন ব্যাপী বা অনেক দূরত্বে হওয়াতে ব্যাংক কর্মচারীর পক্ষে ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়।

স্থানীয় প্রশাসন বা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ঋণের ব্যাপারে কৃষকদের মাঝে প্রচারনার অভাব।

বাৎসরিক ঋণ মঞ্জুরীর বিধান থাকা সত্বেও তা করা হচ্ছে না। ফলে একজন কৃষককে একই কাজের জন্য বার বার ব্যাংকে যেতে হয়, যা ঋণ বিতরণ কর্মকান্ডকে ব্যাহত করছে।

যে সকল কৃষকদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয় তাদের তালিকা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের দেয়া হয় না। যার ফলে ঋণের সুষ্ঠ ব্যবহার সম্পর্কে কোন তদারকির কাজ করা সম্ভব হয় না । ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ঋণের সুষ্ঠ ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত হয় না।

১৯৮৫-৮৬ অর্থবছরে "ঋণ পাস বই" প্রচলিত হয়। নতুন পদ্ধতিতে ঋণগ্রহীতার ছবি, জীবন বৃত্তান্ত যার মধ্যে জমিও সম্পত্তির বিবৃতি থাকে। ঋণের পাস বই করার জন্য ছবি তোলার ঝামেলা এবং গ্রামীণ প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছবি তোলার সুযোগের অভাব হেতু অনেক কৃষক পাস বই করার ক্ষেত্রে অনীহা দেখানোর ফলে ঋণ বিতরণকে ব্যাহত করে। নতুন পদ্ধতি কৃষকদের জন্য অতিরিক্ত খরচ সংযোজন করে। মন্দ ঋণকে নিয়ন্ত্রনের জন্য এ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও তা সামগ্রিক ঋণ প্রবাহকে সংকোচন করেছে। এ ব্যবস্থা আমাদের ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটাতে পারেনি।

ঋণ বিতরণের সময় অনেক বেশী নিয়মাচার অনুসৃত হয়। যা গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বোঝাস্বরূপ। ঋণ গ্রহণের সময় যে দলিলপত্র সম্পাদিত হয় তার অনেকগুলো ইংরেজীতে লেখা, কৃষকরা না বুঝেই স্বাক্ষর করে। ডকুমেন্টটেশনেও অতিরিক্ত খরচ কৃষকদের বহন করতে হয়।

ঋণ বিতরণের পূর্বে ব্যাংক কর্মকর্তাদের সরেজমিনে তদন্ত করতে হয়। এক্ষেত্রে যে কর্মকর্তা তদন্তে যাবেন প্রায়শই তার যাওয়ার আসার খরচ ঋণ গ্রহীতার উপরই বর্তায়। এমনকি গরীব কৃষক তাকে আপ্যায়ন করে। অনেক সময় কৃষক থেকে কিছু পরিমান অর্থ নিয়ে সরেজমিনে তদন্ত না করে রিপোর্ট প্রদান করে।

অধিকাংশ ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান দালাল পরিবেষ্টিত যা ঋণ বিতরণে এক প্রকট সমস্যা।

কৃষি ঋণ আদায়ে সমস্যা

কৃষিঋণ আদায়ে সমস্যাবলী অসংখ্য। নিম্নে উলেখযোগ্য সমস্যাসমূহ বিবৃত হলো–

এটা সুবিদিত ও বহুলাংশে প্রতিষ্ঠিত প্রদত্ত ঋণের ১০% গরীব কৃষকের হাতে যায় না। অথচ ঐ ১০% এর সুদ ও আসলের দায়ভার তাকেই বহন করতে হয়, যা ঋণ আদায়কে ব্যাহত করে।

Dhaka University Institutional Repository

বড় ও প্রভাবশালী কৃষকরা ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণ পরিশোধ করে না। যার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হয় না, ফলে অন্য কৃষকরা ঋণ পরিশোধ না করার ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়ে থাকে।

অত্যাধিক সুদের হার এবং ঋণ পেতে অন্যান্য খরচ এত বেশী হয় তা ঋণের খরচ অত্যাধিক করে তুলেছে। সুদ, সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য খরচ ধরে দেখা যায় তা মোট ঋণের তিনভাগের একভাগে দাঁড়ায়। সুপারিশ কারীরাও ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া টাউট, বাটপার, দালালেরা ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে ঋণের একটা উলেযোগ্য অংশ কেটে রাখে এবং এ অর্থ ব্যাংক কর্মচারীদের সঙ্গেঁ ভাগাভাগি করে নেয় ব্যাংক ঋণ পেতে গ্রহণকারীকে গড়ে ৬ বার ধর্না দিতে হয়েছে। তার আসা-যাওয়ার খরচও একটি বড় খরচ। অত্যধিক ঋণের খরচ ঋণ এর অনাদায়ী থাকার অন্যতম কারণ।

ঋণ আদায়ের জন্য কিস্তি যত বেশী হবে ততই ভাল। কিন্তু কৃষিঋণের বিশেষত শস্যঋণের কোন কিস্তি নেই।

স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোর অসহযোগিতা ঋণ পরিশোধ না হওয়ার অন্যতম কারণ।

প্রকৃতপক্ষে ঋণ চাহিদার ১০% বেশী পূরণ করা সম্ভব হয় না। নেহায়েত প্রয়োজনের সময় সামান্য ঋণের টাকা তাদের তেমন কোন উপকারে আসে না। তাছাড়া ঋণ ব্যবহার জটিলতা ও সঠিক সময় ঋণ না পাওয়ার কারণে ঋণের প্রকৃত ব্যবহার বিঘ্নিত হয়। যে কোন উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট সময়ে করতে হয়। সময় মত ঋণ পাওয়া না গেলে দেখা যায় কৃষক তার স্বল্প পুঁজি দিয়ে বা টাকা অন্য ব্যক্তি থেকে ঋণ করে কাজ শুরু করে। এতে উৎপাদন ব্যাহত হয়। উৎপাদন ব্যাহত হলে উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান ভালো হয় না। ফলে কৃষক ন্যায্য মূল্য পায় না। আবার কৃষক উৎপাদন বিলম্বে অর্থাৎ ঋণ প্রাপ্তির পর শুরু করলে দেখা যায় উৎপাদন বিলম্বে হয় এবং কৃষক ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। সময় মত ঋণ পাওয়া না গেলে কৃষক লাভের মুখ দেখে না। আমাদের ব্যাংকগুলোতেও লাল ফিতার দৌরাত্ম রয়েছে। বিলম্বে ঋণ প্রাপ্তি ঋণ আদায়কে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে।

আমাদের সরকার এবং ব্যাংক অনেকেই চায় না যে কৃষি ঋণ আদায় হোক। এরা আমলা ও পুঁজিপতিদের সাথে জোট বেঁধে গ্রাম এলাকায় যাতে দরিদ্র অবস্থা বজায় থাকে সে বিষয়ে বেশ সজাগ। ঋণ নিলে দিতে হয় এবং নগদ আয় না থাকলে জমি-বাড়ি-ঘর ঘটি-বাটি বিক্রি করে যে সহজ সরল কৃষকেরা ঋণ পরিশোধ করে এটা নীতি নির্ধারকরা ভালই জানেন। গ্রামে এ ঋণ জমি ও সম্পদ ব্যাপকভাবে হাত দাড়া হচ্ছে এবং এর সুফল উপরোক্ত শ্রেণী ও তাদের দোসররাই পাচ্ছেন। আর বৃদ্ধি পাচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহ।

ব্যাংক ঋণ আদায়ে সাফল্য ব্যাংক মক্কেল সম্পর্কের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। ব্যাংক কর্মচারীদের সঙ্গে গ্রামের অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের সুসম্পর্ক সৃষ্টি করা কঠিন কাজ। ব্যাংক কর্মচারীদের স্বল্পতা এবং তাদের মনোভাবের জন্য বহু ব্যাংক ঋণগ্রহীতার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রক্ষা সম্ভব হয় না। যা ঋণ আদায়কে ব্যাহত করছে।

আমাদের কৃষকগণ অশিক্ষিত বলে ব্যাংক ঋণ সর্ম্পকে অজ্ঞ। ঋণ নেয়ার সময় ঋনের ব্যবহার, সুদের হার, ঋণের কিস্তি ও মেয়াদ সম্পর্কে ঋণ গ্রহীতা খুবই কম অবহিত করা হয়ে থাকে। এর ফলে আদায় ব্যাহত হচ্ছে।

ঋণ গ্রহণের পর কৃষকরা ঋণের টাকা কোথায় খরচ করেন তার তদারকির ব্যবস্থা নেই। তাই কৃষকরা যে উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহন করেন সেই উদ্দেশ্যে তা খরচ না করে পারিবারিক অন্যান্য অভাব মেটানো বা আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে খরচ করেন।

একদিকে কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি অন্যদিকে উৎপাদিত পন্যের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় কৃষকরা কৃষি থেকে মুনাফা করতে পারে না, যার ফলশ্রুতিতে ঋণ পরিশোধ করতে অপারগ হন।

Dhaka University Institutional Repository

শুধুমাত্র শস্য উৎপাদনে দেয়া হয়। কিন্তু শস্য উৎপাদনের সাথে সাথে সম্পর্কিত খাতে কোন ঋণ দেয়া হয় না, ফলে ঋণ পরিমানে অনেক কম হয়। উৎপাদনের সাথে কৃষককে অন্যত্র ঋণের জন্য হাত পাততে হয়। শস্য উৎপাদনের পর কৃষক প্রথম মহাজনদের ঋণ শোধ করে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ শোধ করার মত তেমন মুনাফা সে করতে পারে না। এদিকে চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকে ঋণের পরিমাণ।

বাংলাদেশে কৃষি ঋণ নীতির প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন সঠিকভাবে হয় না। প্রথাগতভাবে রাজনীতিকদের ইচ্ছায় ও বিদ্যমান সরকারের স্বার্থে কৃষি ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো চালিত হয়। যদিও নীতিগতভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কৃষি ঋণ নীতি প্রনয়ন করে এবং বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করে থাকে। কিন্তু বাস্তবে ঋণ বিতরণ ও আদায় প্রক্রিয়া সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হয়। ১৯৮৭ সালের রাষ্ট্রপতির সুদ মওকুফ কর্মসূচী বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশিষ্টতা ছাড়াই- প্রণীত হয়েছিল। এছাড়াও অর্থ মন্ত্রনালয়ের পরামর্শে ও তৈরী সার্কুলার বাংলাদেশ ব্যাংক এর নামে বিতরণ হয়। অর্থাৎ যার কাজ তাকে স্বাধীনভাবে করতে না দেয়ায় সামগ্রিক কার্যধারায় ঐক্যসূত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। এতে সামগ্রিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়ছে।

ঋণ ও ঋণের সুদ মওকুফের ঘোষনা এখন অনেকটা চিরন্তন ব্যাপার। যার ফলে কৃষকদের নিকট ঋণ হচ্ছে এক প্রকার দান- এ মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে। রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় সরকার ঋণ মওকুফ বা সুদ মওকুফের ঘোষণা বেশী করে দয়ে যা কৃষি ঋণ আদায়ের নিম্নহারের অন্যতম কারণ। এমনও শোনা যায় কৃষকের ২৫০০০ টাকার ৫টি ভাগ করে মওকুফ দেয়া হয় অসৎ ব্যাংকারদের যোগসাযশে। এ সুবিধাণ গ্রামীণ বৃহৎ জোতদার কৃষক পেয়ে থাকে।

বন্যা, খরা, ঘুর্নিঝড়, বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক কারণে ফসলের ক্ষতিসাধন কিংবা আশানুরূপ ফলন না হলে কৃষক ঋণ পরিশোধ করতে পারে না। প্রকৃতির আচরণের উপর বাংলাদেশের কৃষি বহুলাংশে নির্ভরশীল। এমনকি শীতকালীন সেচ সুবিধা বাড়ার ফলেও আমাদের প্রধান শস্য যেমনঃ পাট, আউস, আমন ধান মৌসুমী বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। সময়মতও পরিমান মত বৃষ্টিপাতের উপর এসব শস্যের উৎপাদনশীলতা প্রধানত নির্ভরশীল। ব্যতয় ঘটলে কৃষকের লোকসান হয়। ঋণ আদায় ব্যাহত হয়, কৃষকরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সুযোগও গ্রহণ করে থাকে।

অবিবেচনা প্রসূত শস্য আমদানী দেশের কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্যকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে। যার প্রভাবে কৃষি ঋণ আদায় মারাত্মক ভাবে ব্যাহত হয়।

শস্যের পচনশীল স্বভাবের কারণে ভান্ডার এর স্বল্পতা এর ভান্ডারের ধারণ ক্ষমতার অভাবে কম মূল্যে অনেক সময় বিক্রি করে দিতে হয়। ফলে দেখা যায় অনেক সময় উৎপাদন খরচই উঠে আসেনা। ব্যাহত হয় ঋণ পরিশোধ।

বৃহৎ ও মাঝারী কৃষকেরা সরকারী সংগ্রহ কর্মসূচীতে লাভবান হলেও গরীব প্রান্তিক কৃষকরা বঞ্চিত হয়। এর মধ্যে ফায়দা আদায় করে টাউট, দালালরা।

অনেক ব্যাংকেই দেখা যায় লোকবলের সংকট আছে। আছে যানবাহনের অভাব। ঋণ আদায়ে প্রেরণার অভাবও রয়েছে। সব মিলে ঋণ আদায় ব্যাহত হচ্ছে।

ঋণ আদায়ের জন্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। প্রায়শই দেখা যায় ঋণ আদায় করতে গিয়ে গ্রহীতাদের সাথে খারাপ আচরণ করা হয়। যা ব্যাহত করে ঋণ আদায়।

ঋণ পরিশোধ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপরও নির্ভরশীল। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে এ যাবত যত কর্মকান্ড ও নীতিসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

গৃহীত হয়েছে তাতে অধিকাংশ জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ সুদূর পরাহত হয়েছে। সুষ্ঠ অর্থনৈতিক নীতিমালা নেই বলে ব্যাপক জনগণের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়েছে। এবং দারিদ্র্য চরম আকার ধারণ করেছে। গ্রামে এ ব্যাপক দরিদ্র কৃষকগণ মূলত আর্থিক অস্বচলতার কারণে ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

হরতাল, বোমা হামলা, গ্রেনেড হামলা,চাঁদাবাজি,রাজনৈতিক সহিংসতা প্রভৃতি কারণে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ২০০৪ সালে পেঁয়াজ ও বেগুনের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি প্রমাণ করে বাজারের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রন শিথিল । বর্তমান সময় মানুষের স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি কেউ দিতে পারছে না। দেশের মধ্যে এরূপ বৈরী পরিবেশ থাকায় ঋণ আদায় কার্যক্রম তথা উৎপাদন কার্যক্রম মারাত্নক ভাবে হুমকির সম্মুখীন।

প্রায়শই দেখা যায় স্টেটমেন্টগুলোতে আদায়যোগ্যে ঋণের পুঞ্জিভূত পরিমাণ সঠিক দেখানো হয় না। ফলে আদায়ের হার বেড়ে যায়। এসব স্টেটম্যান্ট ব্যাংকগুলোর প্রধান কার্যালয় বা আঞ্চলিক কার্যালয়গুলো ভালোমতো পরীক্ষাও করে না। সুকৌশলে সমন্বয় করা এসব ভ্রান্ত স্টেটম্যান্ট দিয়ে ব্যাংক ব্যবস্থাপকরা আপাতত রক্ষা পায়। ব্যাহত হয় সামগ্রিক ঋণ আদায়। প্রকৃত চিত্র না পাওয়া গেলে প্রকৃত ঋণ আদায় কর্মসূচি প্রণয়ন করা সম্ভব হয় না।

ঋণ বিতরণ ও আদায়ে সমস্যা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার কারণে ঋণ আদায় ব্যাহত হচ্ছে। ঋণ আদায় না হলে আবার বিতরণও করা যাচ্ছে না। ফলে ক্রমে ক্রমে ঋণ বিতরণ প্রবাহ সংকুচিত হচ্ছে। এতে করে বাড়ছে দারিদ্র্য। ঋণের টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়ে পালিয়ে বেড়ায় গ্রামীণ দরিদ্র কৃষক। আবার নতুন ঋণও পাচ্ছে না। সব মিলিয়ে অভাবের তাড়নায় দরিদ্র মানুষ শহরে পাড়ি জমায়।

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়ঃ
সুপারিশমালা ও উপসংহার

১০.১ ভূমিকা ঃ

এ অধ্যায়ে শহরমুখী প্রবাহ ও কৃষি ঋণের সমস্যসমূহ উত্তরণের লক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়েছে এবং অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি ভাষ্য প্রদান করা হয়েছে ।

১০.২ শহরমুখী প্রবাহ রোধে ও কৃষি ঋণের সমস্যা সমাধানে করণীয় ঃ

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহ রোধে ও কৃষিঋণের সমস্যা মোকাবেলায় নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে।

ঋণ দান পদ্ধতির সংস্কার

বর্তমান ঋণদান পদ্ধতি জটিল হওয়াতে আমাদের অশিক্ষিত কৃষকগণ দালাল ও টাউট এর দ্বারা প্রতারিত হয়ে থাকে। ঋণ পেতে জমির দলিলপত্র ও অন্যান্য আনুসংগিক কাগজপত্র সংগ্রহ করা যেমন সময়সাপেক্ষ তেমনি খরচবহুল। জমির মালিকানা সম্পর্কীয় খতিয়ান ও দাগ নম্বরে বর্ণিত জমিতে যৌথ মালিকানা থাকাতে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমস্যার সম্মুখীন হয়, তেমনি অনেক সময় ঋণ গ্রহণকারীরাও ঝামেলায় পতিত হয়। ভূমি মালিকানা সম্পর্কীয় সুষ্ঠু কাগজপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা এদেশে এখনও অনুপস্থিত। বর্তমানে ব্যাংক সমূহে ঋণ প্রদানকারীদের তালিকা আছে এবং তালিকা মোতাবেক ব্যাংক যদি উপজেলা ভূমি অফিস হতে জমির মালিকানা সম্পর্কীয় কাগজপত্র পূর্বেই সংগ্রহ করে তবে সাধারণ মানুষের হয়রানি কমবে।

ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করণ

আমাদের কৃষকরা এত গরীব যে, ঋণের টাকা যে উদ্দেশ্য প্রদান করা হয় সে খাতে না খাটিয়ে অধিকাংশ খেয়ে ফেলে বা অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয় করে থাকে। এ জন্যও তাদের দোষ দেয়া যায় না। কারণ ঋণের প্রকৃত প্রয়োজনের তুলনায় প্রাপ্ত ঋণ হয় খুবই অপ্রতুল। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে কৃষকরা জানেও না যে সে কি উদ্দেশ্যে ঋণ বা কোন খাতে ঋণ গ্রহণ করেছে। ব্যাংক কর্মচারীরা ঋণ দিয়েই দায়িত্ব শেষ করে। ঋণ প্রদান করার পর মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মক্কেলদের সাথে কোন যোগাযোগ থাকে না। এর ফলে ঋণের অর্থ অন্য খাতে প্রবাহিত হয় এবং ঋণ আদায়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। সঠিকভাবে ঋণদান এবং সঠিকখাতে ঋণ এর ব্যবহার হলে ঋণ আদায়ের সমস্যাা থাকতে পারে না। ঋণ আদায় নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে। ঋণের টাকা আয় উপার্জন খাতে ব্যবহার না হলে ঋণ আদায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ঋণের কিস্তি বৃদ্ধিকরণ

গ্রামীণ ব্যাংক ও অনেক সমবায় জাতীয় প্রতিষ্ঠানে ঋণ আদায় ৯০-৯৫% হতে দেখা যায়। তাদের ঋণের বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিস্তি ঋণ আদায়ে সহায়ক। কৃষি ঋণের কিস্তিমাত্র বড় বড় ৪/৫টা এবং শস্য ঋণের মাত্র ১টা। কিস্তির সংখ্যা যত বেশী হবে ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধ ততবেশী আগ্রহী হবে। কারণ ঋণ পরিশোধের কিস্তি বেশী হলে তারা কম কষ্ট অনুভব করে এবং সম্পদ হাতছাড়া করতে হয় না। ঋণ প্রদান করার পর উৎপাদন শুরু হবার পর যাতে কিস্তি শুরু হয় সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা উচিত। শস্যঋণ ১টা কিস্তিতে আদায় করার যুক্তিসংগত কারণ থাকা সত্ত্বেও এক্ষেত্রেও কমপক্ষে ৪ টা ত্রৈমাসিক কিস্তি করা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

ঋণ গ্রহীতাদের জন্য জরুরী তহবিল গড়ে তোলা

গ্রামীণ ব্যাংক ঋণের টাকার নিশ্চয়তার জন্য গ্রুপ তহবিল এবং জরুরী তহবিল এবং সঞ্চয় গড়ে তোলে। অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানও এ ধরনের নতুন কোন কলাকৌশল উদ্ভাবন করতে প্রচেষ্টা চালাতে পারে।

সমবায় বা দল ভিত্তিক ঋণদান কর্মসূচী গ্রহণ

বাংলাদেশের কৃষকরা ৬০% ভূমিহীন বর্গাচাষী। এদেরকে গ্রাম ভিত্তিক সমবায় বা দল ভিত্তিক ঋণদান কর্মসূচীর আওতায় এনে ঋণদান করলে আদায় হার বাড়ানো যাবে। এক্ষেত্রে আমরা গ্রামীণ ব্যাংকের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারি। এ ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারলে ঋণ আদায়ের জন্য আলাদা গ্রাম কমিটির প্রয়োজন পড়বে না। উক্ত সমবায় বা দলই ঋণ আদায় কমিটির কাজ সমাধা করতে পারবে।

সুদ বিহীন ঋণদান কর্মসূচী গ্রহণ

অত্যধিক সুদের হারের জন্য দেশে অর্থনৈতিক মন্দার সৃষ্টি হয়েছে এবং ব্যাংক দেউলিয়া হয়েছে। সুদ নামক এ ধ্বংসের বিস্ফোরণের হাত হতে বাঁচার জন্য সুদবিহীন ঋণদান কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত। অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন সুদ ছাড়া অর্থনীতি অচল। কিন্তু সুদ কেন দেয়া হয় বা আছে এর কোন উত্তর নেই। ইরান ও পাকিস্তান এবং বিভিন্ন মুসলিম দেশসমূহের ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রমাণ করে দিয়েছে যে লাভ লোকসানের ভিত্তিতে ব্যাংক ও তথা অর্থনীতি সচল থাকতে পারে। এদেশে যেহেতু সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থা সুদ মুক্ত করা এখনই সম্ভব নয়, তাই সুদের হার যুক্তিসংগতভাবে কমাতে হবে।

শস্য বীমা চালু করা

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে আমাদের কৃষকগণ প্রতি বৎসর ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয় ফলে ঋণ পরিশোধের সামর্থ হারিয়ে ফেলে। ব্যাপক শস্যবীমা কর্মসূচী চালু করতে পারলে কৃষকদেরকে ক্ষতির হাত হতে রক্ষা করা যাবে এবং ঋণ আদায় সহজতর হবে। এটা না করা পর্যন্ত প্রাকৃতিক কারণে শস্য নষ্ট হলে সে ঋণের দাবী করাটা অন্যায় এবং অমানবিক।

উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ

কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে এবং সার,বীজ,সেচ,বিদ্যুৎ ইত্যাদির মুল্য হ্রাস করে উৎপাদন খরচ কম রাখার চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে।

ঋণ গ্রহীতার ঋণের প্রয়োজনে ঋণ বরাদ্দ করা

ঋণ বিতরণ করার পূর্বে ঋণ গ্রহীতার পারিবারিক প্রয়োজন, মাটির উর্বরতা, শস্য উৎপাদন প্যাটার্ণ, একর প্রতি উৎপাদন ইত্যাদি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। প্রয়োজনের তুলনায় ঋণের পরিমাণ কম হলে উৎপাদন ব্যাহত হয় । ঋণ অন্যখাতে প্রবাহিত হয়। এছাড়া সর্বত্র একই ধরনের ফসল বিভিন্ন জায়গায় একই রকম হয় না। ফসল ভেদে এলাকা ভেদে ঋণের প্রয়োজন নির্ধারণ করতে হবে।

ঋণ গ্রহীতাদের তালিকা

বর্তমানে ঋণ গ্রহীতাদের যে তালিকা ব্যাংকের হাতে আছে তা সঠিক নয় বলে মনে করা হয়। ঋণ গ্রহীতাদের তালিকা নির্ভুল করার জন্য সম্ভাব্য ঋণ গ্রহীতাদের তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

সম্পদ বিক্রি ও হস্তান্তর করা

কোন ঋণ গ্রহীতা যাতে জমি ঋণ পরিশোধের পূর্বে জামি ও অন্যান্য সম্পদ হস্তান্তর বা বিক্রি করতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত

বাংলাদেশের ঋণের বাজারে রাজনৈতিক প্রভাব প্রকট আকার ধারণ করেছে। গ্রাম্য ঋণের ক্ষেত্রেও নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ঋণের ব্যাপক অংশ নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে নিয়েছে এবং এখন পরিশোধ করছেন না। এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে না পারলে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে সুষ্ঠ পরিবেশ ফিরে আসবে না। এ শক্তিধরদের বিরুদ্ধে জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। মুষ্টিমেয় লোকের জিম্মাদারী হতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে মুক্ত করার জন্য সরকার এবং জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

ব্যাংকিং সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ

বাংলাদেশের কৃষকগণ অশিক্ষিত বলে ব্যাংক ও ঋণ ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নেই। তারা ঋণ গ্রহণ প্রদানের নিয়ম কানুন জানে না বলে দালাল ও টাউট-বাটপারদের শরণাপন্ন হয় এবং প্রতারিত হয় এবং প্রভাবিত হয়। ব্যাংকের একজন ভাল মক্কেল হতে হলে যে সমস্ত গুণাবলীর প্রয়োজন এ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা প্রয়োজন।

ব্যাংক-মক্কেল সুসম্পর্ক স্থাপন

ঋণ আদায়ের জন্য ব্যাংকের সংগে মক্কেলের সুসম্পর্ক থাকা প্রয়োজন।

ব্যাংক কর্মচারীদের স্বাধীনতা

ব্যাংক কর্মচারীরা যাতে বাহিরের যে কোন প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে ঋণ প্রদান করতে পারে সে ব্যাপারে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

ব্যাংক কর্মচারীদের দূর্নীতি রোধ

ঋণ পাবার যোগ্যতা যাচাইয়ে দূর্নীতি হয় বলেই আনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এ সমস্ত দুর্নীতির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

ব্যাংক কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি

গ্রাম এলাকায় কৃষকদের নিয়ে কারবার করতে হলে বেশী সংখ্যক কর্মচারীর প্রয়োজন।

ঋণ বা ঋণের সুদ মওকুফ না করা

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যতীত অন্যকোন ভাবে ঋণ কিংবা ঋণের সুদ মওকুফ এর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বা ঘোষণা ঋণ অনাদায়ে সংক্রামক ব্যাধির মত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, যা ঋণ আদায়কে কষ্টসাধ্য করে তোলে। সমাজের দরিদ্রতম অংশের উপর দয়া প্রদর্শন ঋনদান করার সময়ই ঘোষণা করা উত্তম। অথবা তাদের উপযোগী আলাদা ঋণদান কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত। ঋণ দেয়ার সময়ে যেমন রাজনৈতিক ঋণদান কর্মসূচী হওয়া উচিত নয় তেমনি আদায়ের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ঘোষণা হওয়াও অনুচিত।

ব্যাংক পুরস্কার প্রদান করা

ঋণের আদায়ের ক্ষেত্রে যে কর্মচারী ভাল ভূমিকা রাখতে পারবে তাকে পুরস্কার প্রদান করার ব্যবস্থা করলে কর্মচারীদের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে।

ঋণদান ও আদায় সমিতি গঠন

ঋণদান ও আদায়ের গ্রাম পর্যায়ে সমিতি গঠন করতে হবে। গ্রামের মেম্বার, কয়েকজন আদর্শ চাষী, কৃষি কর্মী ও ব্যাংকের গ্রামীণ কর্মীকে নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

স্থানীয় প্রশাসন সক্রিয়তা বৃদ্ধি

ঋণ আদায়ের স্থানীয় প্রশাসনের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সার্টিফিকেট কেস

সরকারী অর্থ আদায়ের স্বার্থে সার্টিফিকেট কেস মিমাংসা একটা নিদিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া উচিত এবং আরও ত্বরিত মিমাংসার জন্য সার্টিফিকেট কোর্টের ক্ষমতা ব্যাংক অফিসারকে দেওয়া যেতে পারে।

ঋণগ্রহীতাদের হয়রানী রোধ

ঋণ গ্রহীতাদের জন্য এক বছরের কৃষিঋণ বার্ষিক একবারেই মঞ্জুর হতে পারে। এতে করে ঋণগ্রহীতাদের বারবার ব্যাংকে যাওয়ার করণে হয়রানী হ্রাস পাবে।

ব্যাংক কর্মকর্তাদের যানবাহন সুবিধা

ব্যাংক কর্মকর্তাদের যানবাহন সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। অধিকাংশ ব্যাংকের নিজস্ব যানবাহন নেই। ফলে ঋণ দেয়ার প্রাথমিক তদন্তে, তদারকিতে, আদায়ের কাজে রিক্সা, বাসে, টেম্পুতে, কখনো মোটর সাইকেলে, পায়ে হেঁটে ব্যাংক কর্মকর্তারা এসব কাজ করে থাকেন। এসব কাজে ব্যাংক কর্মকর্তারা সাধারণত অনাগ্রহী হয়। প্রায়শই দেখা যায় ঋণ গ্রহীতারাই এসব খরচ বহন করে। ব্যাংকের নিজস্ব যানবাহন থাকলে ঋণ গ্রহীতাদের খরচ বাঁচবে।

কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর সক্রিয়তা

ব্যাংক কর্মকর্তাদের ঋণ বিতরণ, তদারকি ও আদায় করবে। উৎপাদন কার্যক্রম তদারকি ও পরামর্শ দানের মৌলিক দায়িত্ব কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের । তাঁদের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করতে হবে।

মৎস্য ঋণ

মৎস্য খাতে ঋণ বৃদ্ধি করতে হবে। অসংখ্য ছোট ছোট পুকুর পড়ে আছে। সেগুলোতে মৎস্য খাতে কৃষিঋণ প্রদান করলে কর্মসংস্থান বাড়বে। হ্রাস পাবে শহর মুখী অভিযাত্রা।

হাঁস মুরগী খামার

দেশে হাঁস মুরগী খামারের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। দেশে হবিগঞ্জে হাঁস খামার এবং গাজীপুর মুরগীর খামারের জন্য বিখ্যাত। লেয়ার ও ব্রয়লার ফার্মে যথাযথভাবে ঋণ প্রদান করলে তা অর্থনীতিতে সুফল বয়ে আনবে। বিশেষ করে ডিম আমদানী যে কোন মূল্যে পরিহার করা উচিত।

সরকারী ভাবে বাণিজ্যিক খামার

রপ্তানী বাণিজ্যে কৃষির শেয়ার বাড়ানোর জন্য সরকারীভাবে কিছু বাণিজ্যিক খামার সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

কৃষি রপ্তানী অঞ্চল

শিল্প রপ্তানী প্রক্রিয়াজাত অঞ্চলের মত কৃষি রপ্তানী অঞ্চল গড়া যেতে পারে, সেখানে সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুযোগ সুবিধা প্রদান করবে। কৃষি রপ্তানী এলাকা অবহেলিত উত্তরবঙ্গের যে কোন জেলায় প্রাথমিকভাবে স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এতে আঞ্চলিক অসমতা হ্রাস পাবে।

পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি

পাটের ব্যবহার দেশের মধ্যে বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। পাটের ব্যাগ পরিবেশ বান্ধব। পলিথিন সরকারী ভাবে নিষিদ্ধ। এক্ষেত্রে পাটের বহুমুখি ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে পাটচাষীরা রক্ষা পাবে। হ্রাস পাবে অভিবাসন প্রক্রিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

উপকরণ আকারে কৃষিঋণ

কৃষিঋণ শুধুমাত্র অর্থের আকারে না দিয়ে উপকরণ আকারে প্রদান করা যেতে পারে।

পাওয়ার টিলার ব্যবহার বৃদ্ধি

সনাতনী লাঙ্গলের পরিবর্তে পাওয়ার টিলার ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। দুধের আমদানী হ্রাসের জন্য দুগ্ধ খামারে ভর্তুকী ও উপকরণ সহায়তা দেয়া প্রয়োজন। পাওয়ার টিলার ব্যবহারের ফলে দেশী গাভীসমূহ বেকার হবে এবং বেশী দুধ দিতে পারে।

সুদহীন ঋণের ব্যবস্থা

কৃষকদের লাঙ্গলের বিপরীতে সুদহীন ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে । যা কেবল কৃষি উৎপাদনের কাজেই ব্যবহৃত হবে।

কৃষিঋণ সরবরাহ বৃদ্ধি

সরকারের একটানা অবহেলায় কৃষি খাতে ঋণ সরবরাহ কমে গেছে। কৃষিখাতে ঋণের পরিমাণ প্রতি বছরই কমছে। তাই কৃষিখাতে ঋণ সরবরাহ বৃদ্ধি করতে হবে। ২০০৪ সালের প্লাবনের পর কৃষিখাতে ঋণ সরবরাহ বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরী।

নতুন আমানত সংগ্রহ

নতুন আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধির সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

প্লাবনভূমিতে মৎস্য চাষ

প্লাবন ভূমিতে মৎস্য চাষ একটি নতুন চাষ পদ্ধতি। যাতে লাভের পরিমাণ বেশী। মানিকগঞ্জ জেলা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ বিষয়ে মৎস্যচাষীদের উৎসাহিত ও কৃষিঋণ প্রদান করতে হবে।

বন্যাত্তোর কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা

২০০৪ সালের বন্যার কারণে বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষক মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এত করে বৃদ্ধি পেয়েছে শহরমুখী প্রবাহ। সঠিক উদ্যোক্তা বাছাই পূর্বক বন্যোত্তর কৃষিঋণ বিতরণের মাধ্যমে স্ব-স্ব ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আনুপাতিক লক্ষমাত্রা অর্জন করতে হবে।

জেলা কৃষিঋণ কমিটি

জেলা কৃষিঋণ কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক। এ কমিটির সভা মাসিক ভাবে হয়। যা দায়সারা গোছের হয়। জেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভা যদি ইতিবাচক হয় তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান হবে।

জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা

জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা মাসে একবার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক এর সভাপতিত্ব করেন। জেলা দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী দিক নির্দেশনা প্রদান করেন । কৃষিঋণ নিয়ে উক্ত মিটিং এ ব্যাপক আলোচনা হতে পারে। যা কৃষি ও কৃষকের জন্য সহায়ক হতে পারে। এতে ব্যাংক কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।

ছাগল পালন

মানিকগঞ্জে ছাগল পালন মানিকঞ্জ মডেল নামে সারাদেশে পরিচিত। ছাগল পালন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প। যা অত্যন্ত লাভজনক। এখাতে ব্যাপক ঋণ বিতরণ করতে হবে এবং প্রতিটি ইউনিয়নে কমপক্ষে একটি ব্রীডিং স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

ঋণ গ্রহীতার তালিকা

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে কৃষকদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে ফসল ওয়ারী সম্ভাব্য ঋণ গ্রহীতাদের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

গোপনীয় মতামত সংগ্রহ

কোন কৃষক যাতে একাধিক ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করতে না পারেন তার জন্য ব্যাংক সমূহকে অন্য ব্যাংকের সঙ্গে ঋণ গ্রহীতার তালিকা বিনিময় ও মতামত সংগ্রহ করতেও হবে।

শস্যের বহুমুখিকরণ

শস্যের বহুমুখিকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। ফসল বহুমুখিকরণ কার্যক্রমের জন্য উদার প্রাতিষ্ঠানিক কৃষিঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

কৃষি ভর্তুকি প্রদান

বাজার অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলেও আমাদের কৃষি ও কৃষকে বাঁচাতে হলে কৃষিতে ভর্তুকি প্রদান করতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কৃষিতে ভর্তুকি প্রদান করে ।

ক্রাশ প্রোগ্রাম

কৃষিঋণ আদায় ক্রাশ প্রোগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। এতে যে কৃষিঋণ আদায় হবে তা প্রকৃত প্রান্তিক কৃষককে প্রদান করতে হবে।

ঘরে ফেরা কর্মসূচী

কৃষি ব্যাংকের ঘরে ফেরা কর্মসূচী আরো ইতিবাচক ও ফলপ্রসূ করতে হবে। এ কর্মসূচির ব্যাপক প্রচার করতে হবে।

সঠিক প্রতিবেদন

ব্যাংকগুলো সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ করে। ব্যাংকের কর্মকর্তাদের একটি বড় সময় প্রতিবেদন তৈরীতে ব্যয় হয়। অথচ আঞ্চলিক বা প্রধান কার্যালয় এ প্রতিবেদনগুলোতে মনোনিবেশ করেনা। প্রতিবেদনগুলো যেন সঠিক প্রতিবেদন হয় তা যে কোন মূল্যে নিশ্চিত করতে হবে। সঠিক প্রতিবেদনের উপর সঠিক কর্মসূচি প্রণীত হবে।

শহরমুখী প্রবাহের তথ্য

প্রতি বৎসর গ্রাম থেকে কত মানুষ অভিবাসন করছে তার কোন তথ্য নেই। ইউনিয়ন পরিষদ জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কাজ করে । প্রতিটি ওয়ার্ড ভিত্তিক শহরমুখী প্রবাহের তথ্য রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করার বিধান চালু করতে হবে। কাজটি কষ্টসাধ্য হলেও অত্যন্ত জরুরী; জেলা পরিসংখ্যান অফিস ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এর হালনাগাদ তথ্য থাকতে হবে।

যে ইউনিয়নে কৃষি ব্যাংক নেই

যে ইউনিয়নে কৃষি ব্যাংক নেই কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত বানিজ্যিক ব্যাংক আছে। তারা ঐ ইউনিয়নে কৃষিঋণ বিতরণ করে থাকেন। তবে কৃষিঋণের প্রবাহকে তাদের আরও জোরদার করতে হবে।

শাখা পরিদর্শন

উর্ধতন ব্যাংক কর্মকর্তারা টিম ভিত্তিতে আকস্মিকভাবে ব্যাংকের শাখা পরিদর্শন করতে হবে। প্রকল্পগুলো সরেজমিনে দেখতে হবে। এ প্রক্রিয়া দুর্নীতি হ্রাস করবে।

কৃষি ব্যাংকের বহুমুখি কার্যক্রম হ্রাস

কৃষি ব্যাংক মূল ফোকাস কৃষিঋণ হওয়া সত্বেও তারা বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের বহুমাত্রিক কাজ কমাতে হবে, যাতে করে তারা কৃষিঋণে গভীর অভিনিবেশ প্রদান করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

আবাসন, আদর্শগ্রাম

আবাসন, আদশগ্রাম প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীনদের আশ্রয় দেখা হয়। তাদেরকে ঋণ সুবিধা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ভূমিহীনদের অভিবাসন প্রক্রিয়া রোধে এ ব্যবস্থা গৃহীত। আবাসন, আদর্শগ্রামগুলো মনিটর করতে হবে।

আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন

সকলের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে হবে। দেশ আইনের শাসনে চললে কৃষকরাও তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাবে।

গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়ন

গ্রামীণ অবকাঠামো যেমন রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, পুল কালভার্ট, সেতু, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। অবকাঠামো উন্নত হলে কৃষিপণ্যের বাজারজাত করণ সহজ হবে।

প্রেষণা

কৃষিঋণ বিতরণের জন্য কৃষকদের দ্বারে দ্বারে ব্যাংক কর্মকর্তাদের যেতে হবে। তাদেরকে প্রণোদিত করতে হবে। ঋণ আদায়েও নিবিড় তত্ত্বাবধান অনুসরণ করতে হবে।

সমন্বিত উদ্যোগ

অঞ্চল ভেদে সময় ভেদে দরিদ্র্যের তীব্রতা হ্রাসে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

মঙ্গা মোকাবেলা

উত্তরবঙ্গে আশ্বিন কার্তিক মাসের মঙ্গা নামক মৌসুমী বেকারত্ব মোকাবেলায় সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। কুড়িগ্রামের অবস্থা শোচনীয় হয় মঙ্গার সময়। কুড়িগ্রামের কিছু কিছু গ্রাম মঙ্গার সময় কচু উৎপাদন করছে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে। মঙ্গার সময় যে ফসল উৎপাদন করলে কৃষক লাভবান হতে পারে সে ফসলের উপর কৃষিঋণ প্রদান করতে হবে। মঙ্গার কারণে শহরে অভিপ্রয়াণ বাড়ছে।

ক্ষুদ্রঋণ

কৃষিঋণের পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ ব্যাপক ভাবে প্রদান করতে হবে। ক্ষুদ্রঋণের সুদের হার হ্রাস করতে হবে।

আয় বৈষম্য হ্রাস

ধনী দরিদ্রের মাঝে আয় বৈষম্য দিন দিন বেড়েই চলছে। আয় বৈষম্য হ্রাস করতে হবে।

সমন্বয়হীনতা

সমন্বয়হীন দরিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম, সরকার এনজিও, সরকারের অভ্যন্তরে আন্তঃ মন্ত্রনালয়-সংস্থা-অধিদপ্তর, এনজিও-এনজিও, ব্যাংক-ব্যাংক এবং ব্যাক্তিখাতের উদ্যোগের মধ্যে যে সমন্বয়হীনতা আছে তা দূর করতে হবে।

কৃষি উপকরণের মূল্য

কৃষি উপকরণের উচ্চমূল্য হ্রাস করতে হবে। ডিজেলের দাম কমাতে হবে। বিদ্যুতের নিরবিচ্ছিন্ন সুবিধা প্রদান করতে হবে।

বস্তি উন্নয়ন, স্থানান্তর

যারা ইতিমধ্যে শহরে এসে বস্তিবাসী হয়েছেন। তাদেরকে মৌলিক নাগরিক সুবিধা প্রদান করতে হবে। তাদেরকে ঢাকার আশেপাশে আবাসন তৈরী করে স্থানান্তর করতে হবে। কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। দিতে হবে পর্যাপ্ত ঋণ। ঘরে ফেরা কর্মসূচীর আওতায় তাদেরকে গ্রামে ফেরার জন্য প্রণোদিত করতে হবে।

গনতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও জন অংশগ্রহণ

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করতে হবে। জন অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলে সমস্যা হ্রাস পাবে।

১০.৩ সমাপ্তি ভাষ্য

কৃষি ঋণ না পাওয়ার কারণে এবং চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রাপ্তি কম হওয়ার কারণে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহ বাড়ছে। পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে যদি চাহিদা অনুযায়ী যথাযথভাবে কৃষিঋণ প্রদান করা যায় তাহলে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে শহরমুখী প্রবাহ অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব। গবেষণা কর্মের অনুকল্পত্রয়ের সাথে প্রাপ্ত ফলাফলের সামঞ্জস্য বিদ্যমান।

বিগত তিন দশকে প্রচন্ড দ্রুততার সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহ বাড়ছে। এর ফলে বাংলাদেশ বড়, মাঝারী এমনকি ছোট শহরেও সৃষ্টি হয়েছে নানা জটিল সমস্যা। নগরায়ণের অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে আরও কিছু নেতিবাচক দিক। শহর গ্রামের মধ্যে রচিত হয়েছে ব্যাপক বৈষম্য। দারিদ্র্যের মাত্রা ও ব্যাপ্তি দুটো এখনো অনেক বেশী। কৃষিঋণের সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা ও সমস্যাসমূহ দূর করে কৃষিঋণ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে তা যুগধর্মী ও চাহিদা ভিত্তিক করতে পারলে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহ হ্রাস পাবে। তবে কৃষিঋণ একমাত্র চিকিৎসা নয়। দরকার যুগধর্মী নীতির আলোকে সমন্বিত কর্মসূচী প্রণয়ন ও তার সফল বাস্তবায়ন। কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে দরকার জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা, দরকার শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ কর্মবৃত্তে নিয়োজিত থাকলে বাংলাদেশের সাফল্য নিশ্চিত হবে। জাতির ইতিবাচক বিকাশের প্রধান বাধা বহু আগেই রবীন্দ্রনাথ শনাক্ত করেছেন-

> " মানুষ খাটো হয় কোথায়। যেখানে সে দশজনের সঙ্গে ভালো করিয়া মিলিতে পারেনা। পরস্পরে মিলিয়া যে-মানুষ সেই মানুষই পুরা, একলা মানুষ টুকরা মাত্র। এটা তো দেখা গেছে ছেলেবেলায় একলা পড়িলে ভূতের ভয় হইত। বস্তুত এই ভূতের ভয়টা একলা মানুষের নিজের দূর্বলতাকেই ভয়। আমাদের বারো আনা ভয়ই এই ভূতের ভয়। সেটার গোড়াকার কথা এই যে, আমরা মিলি নাই, আমরা ছড়াইয়া আছি। ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, দারিদ্র্যের ভয়টাও এই ভূতের ভয়, এটা কাটিয়া যায় যদি আমরা দল বাঁধিয়া দাঁড়াইতে পারি।" [১]

১ 'সমবায়-১' প্রবন্ধ। রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড,পৃষ্ঠা ঃ ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী ঃ

- ফেব্রুয়ারী ১৪, ১৯৯৩, বাংলাবাজার পত্রিকা।
- ফেব্রুয়ারী ০৭, ১৯৯৪, দৈনিক খবর।
- মার্চ ১০, ১৯৯৪, বাংলাবাজার পত্রিকা।
- ডিসেম্বর ৩০, ১৯৯২, বাংলাবাজার পত্রিকা।
- সেপ্টেম্বর ০৭, ১৯৯৪, আজকের কাগজ।
- নভেম্বর ১০, ১৯৯৭, দৈনিক সংবাদ।
- জুন ১৭, ১৯৯৮, আজকের কাগজ।
- মে ০৫, ১৯৯৩, আজকের কাগজ।
- অক্টোবর ১৮, ১৯৯৪, বাংলাবাজার পত্রিকা।
- আনোয়ারা বেগম, ডেসটিনেশন ঢাকা, আরবান মাইগ্রেশন ঃ এক্সপেক্টেশন এন্ড রিয়েলিটি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯ ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিঃ।
- নজরুল ইসলাম, উন্নয়নে নগরায়ণ, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০০৩, মাওলা ব্রাদার্স। নগরায়ণ, উন্নয়ন, গৃহায়ণ, ঢাকার উন্নয়ন প্রসঙ্গ, নগর ভ্রমন ইত্যাদি সম্পর্কিত এটি একটি সংকলিত গ্রন্থ।
- ঋতা আফসার, রুরাল-আরবান মাইগ্রেশন ইন বাংলাদেশ প্রথম প্রকাশ ২০০০ ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিঃ। পলী ও শহর অভিবাসন প্রক্রিয়া বিশেষত এর কারণ, স্থিতিশীলতা ও ফলাফল, নগরায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে এটি একটি গবেষণা কর্ম।
- এস.এম. জাকারিয়া, যুগ্ম সচিব, নবম সিনিয়র স্টাফ কোর্স-এর সেমিনার পেপার। বিষয় রুরাল-আরবান মাইগ্রেশন ইন বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, উনবিংশ খন্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ১৪০৮, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারী ২০০২।
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৩, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৪, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- বাংলাদেশ ইকনোমিক রিভিউ ২০০৩, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলী ২০০২-২০০৩, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- ইকনোমিক ট্রেন্ডস্, মে ২০০৪, নম্বর ৫, পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
- ডেভেলপমেন্ট রিভিউ, ভল্যুম ১৩, জানুয়ারী এবং জুন ২০০১, নং ১ ও ২, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী।
- রুশিদান ইসলাম রহমান, "পোভার্টি এ্যালিভিয়েশন এন্ড এমপাওয়ারমেন্ট থ্রু মাইক্রো ফিনান্স", রিসার্চ মনোগ্রাফ ঃ ২০, জুন

Dhaka University Institutional Repository

২০০০, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

- তারেক শামসুর রেহমান সম্পদিত বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮, মাওলা ব্রাদার্স।
- স্থাপত্য ও নির্মাণ, নগর উন্নয়ন সংখ্যা ১০।
- বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকনোমি, ত্রয়োদশ খন্ড, প্রথম সংখ্যা, জুলাই ১৯৯৫, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।
- মোঃ নূর মোস্তফা-এর সংকলিত তথ্য, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সার্বিক অবস্থা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, মিরপুর, ঢাকা।
- মানিকগঞ্জ জেলার কৃষিঋণ কমিটির কার্যবিবরণী, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫ সাল।
- বাংলাদেশ আরবান স্টাডিজ, ভল্যুম-১, নং- ২, জুন ১৯৯৩, আরবান স্টাডিজ প্রোগ্রাম, ভূগোল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- আব্দুর রকিব, জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ ব্যাংক, নবম সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি,সাভার, ঢাকা-এর সেমিনার পেপার। বিষয় ঃ বাংলাদেশে কৃষিঋণ আদায় সমস্যা।
- আনু মাহ্মুদ "বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি", প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০০০-আগামী প্রকাশনী।
- আনু মুহাম্মদ "বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতি", প্রকাশ-২০০০, মীরা প্রকাশন।
- দৈনিক অর্থনীতি, জানুয়ারী ২০০০, সম্পাদনায় জাহিদুজ্জামান ফারুক।
- বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯১-১৯৯২, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-ক

সমীক্ষা -০১

পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহ রোধে কৃষিঋণের ভূমিকা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সমীক্ষা।
লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
('পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহরোধে কৃষিঋণের ভূমিকা' শীর্ষক গবেষণা কার্যে ব্যবহৃত)

প্রশ্নমালা (বস্তিবাসীদের জন্য)

সাক্ষাৎকার তারিখ ঃ　　　　সময় ঃ　　　　স্থান ঃ

ক-গ্রুপ প্রশ্নমালা

১. নাম ঃ
২. পিতার নাম ঃ
৩. মাতার নাম ঃ
৪. পেশা ঃ
৫. ঢাকায় বসবাসের সময় ঃ

খ-গ্রুপ প্রশ্নমালা

১. আপনি গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় আসার পেছনে কারন কী ?

(ক) অর্থনৈতিক

ভালো কাজের উদ্দেশ্যে	ঢাকায় আয় উপার্জন বেশী	জমির অভাব	কর্মসংস্থানের অভাব
বর্তমান আয়ে সংসার চলেনা	বন্ধকী জমি উদ্ধারের জন্য/ঋণ পরিশোধের জন্য	সার্টিফিকেট সামলার ভয়ে	পিতা মাতার চিকিৎসা/ বোনের বিয়ের খরচের জন্য
মঙ্গা	ভিক্ষাই একমাত্র বিকল্প		

Dhaka University Institutional Repository

(খ) **সামাজিক**

পারিবারিক কলহ	সামাজিক অস্থিরতা	নারী নির্যাতন বা নারী নির্যাতনের হুমকি

(গ) **রাজনৈতিক**

রাজনৈতিক প্রতিহিংসা	জীবন নাশের হুমকি	আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি

(ঘ) **পরিবেশগত**

নদীভাঙ্গন	বন্যা	অগ্নিকান্ডে বাড়ি ভস্ম	ঝড়	জমিতে লবনাক্ততা

(ঙ) **মনস্তাত্তিক**

কর্মে অসন্তুটি	অন্যান্য

(চ) **শিক্ষাগত**

ছেলে মেয়েদের উন্নত পড়াশোনা	পরিবারের অন্য সদস্যদের উন্নত পড়াশোনার জন্য

(ছ) **অন্যান্য**

২। আপনি পূর্বে কোন পেশায় ছিলেন ?

কৃষিকাজ	ক্ষুদ্র ব্যবসা	রিক্সা চালক/ভ্যান চালক	অন্যান্য

৩। আপনার পরিবারের সদস্য সংখ্যা

..................জন।

Dhaka University Institutional Repository

৪। আপনি কৃষিঋণ পেয়েছিলেন কি ?

হ্যাঁ	না

৫। আপনি এন.জি.ও'র ক্ষুদ্র ঋণ পেয়েছিলেন কি ?

হ্যাঁ	না

৬। যদি কৃষিঋণ পেয়ে থাকেন তবে কোন ব্যাংক থেকে পেয়েছিলেন ?

৭। কৃষি ঋণের অর্থ কি যথেষ্ট ছিল ?

হ্যাঁ	না

৮। যে কাজের জন্য কৃষিঋণ নিয়েছিলেন সে কাজ করেছেন কিনা ?

হ্যাঁ	না

৯। কৃষিঋণ পেতে ব্যাংক কর্মকর্তা বা দালালকে কোন টাকা দিতে হয়েছে কিনা ?

হ্যাঁ	না

১০। কৃষিঋণের টাকা কি সময় মত পাওয়া যায় ?

হ্যাঁ	না

১১। কৃষি ঋণের সুদের হার কেমন ?

বেশী	কম

১২। আপনি যদি আবেদন করেও কৃষিঋণ না পেয়ে থাকেন তবে কারন কি ?

Dhaka University Institutional Repository

১৩। ব্যাংক কর্মকর্তার কি কখনও সরেজমিনে গিয়ে আপনাকে কৃষিঋণ নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন ?

হ্যাঁ	না

১৪। আপনি কৃষিঋণের পাশাপাশি গ্রাম্য মহাজন থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন কি ?

হ্যাঁ	না

১৫। পর্যাপ্ত ঋণ পেলে আপনি কি গ্রামেই থেকে যেতেন ?

হ্যাঁ	না

১৬। এখনও যদি পর্যাপ্ত কৃষিঋণ ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করলে গ্রামে ফিরে যাবেন ?

হ্যাঁ	না

১৭। গ্রামে থাকাকালীন মাসিক আয় ঃ ....।
বর্তমানে মাসিক আয় ঃ ....।

তথ্য প্রদানে সহায়তা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-খ

সমীক্ষা-২

পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহ রোধে কৃষিঋণের ভূমিকা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ব্যাংক কর্মকর্তাদের উপর পরিচালিত সমীক্ষা
লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
('পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহ রোধে কৃষিঋণের ভূমিকা' শীর্ষক গবেষণা কার্যে ব্যবহৃত।)

প্রশ্নমালা (ব্যাংক কর্মকর্তাদের জন্য)

সাক্ষাৎকার তারিখ   সময়   স্থান

ক-গ্রুপ প্রশ্নমালা (ঐচ্ছিক)

১. নাম ঃ
২. পিতার নাম ঃ
৩. মাতার নাম ঃ
৪. পদবী ঃ
৫. ব্যাংকের নাম ঃ

খ-গ্রুপ প্রশ্নমালা

১. আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশ কৃষিঋণের সামগ্রিক চিত্র সন্তোষজনক ?

হ্যাঁ	না

২. আপনি কি মনে করেন প্রদত্ত কৃষিঋণ পর্যাপ্ত ?

পর্যাপ্ত	পর্যাপ্ত নয়

৩. আপনি কি মনে করেন কৃষি ব্যাংক, রাকাব কৃষিঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সঠিক ভূমিকা পালন করছে ?

হ্যাঁ	না

Dhaka University Institutional Repository

৪. সোনালী ব্যাংকসহ অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো কৃষিঋণ প্রদানে সঠিকভাবে ভূমিকা পালন করছে ?

হ্যাঁ	না

৫. আপনি কি মনে করেন কৃষিঋণের সুদের হার বেশী ?

হ্যাঁ	না

৬. যদি বেশী হয় তবে প্রকৃত কৃষক ও কৃষির উন্নয়নের স্বার্থে সুদের হার কত হওয়া উচিত ?

৭. বেসরকারী ব্যাংকগুলো কি সঠিকভাবে ও সঠিক পরিমাণে কৃষিঋণ প্রদান করছে ?

হ্যাঁ	না

৮. কৃষিঋণ কি সুদমুক্ত হওয়া উচিত ?

হ্যাঁ	না

৯. কৃষিঋণের ক্ষেত্রে কারা লাভবান হচ্ছে বেশী ?

গ্রামের প্রভাবশালী বড় কৃষক	মাঝারী কৃষক	প্রান্তিক কৃষক

১০. আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশের কৃষিঋণের একটি বড় অংশ দালাল বা মধ্যস্বত্বভোগীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়?

হ্যাঁ	না

১১. আপনি মনে করেন কৃষকরা সময়মত কৃষিঋণ হাতে পান ?

হ্যাঁ	না

Dhaka University Institutional Repository

১২. আপনি কি মনে করেন গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহের পেছনে কৃষিঋণের ব্যর্থতা একটি অন্যতম কারণ ?

অন্যতম কারণ	কারণ	কোন কারণ নয়

১৩. সঠিক মাত্রায় সঠিক সময়ে দুর্নীতিমুক্ত ভাবে যদি কৃষিঋণ প্রদান করা যেতো, তাহলে শহরমুখীতা কতটুকু রোধ করা যেত ?

%

১৪. আপনি কি মনে করেন পুরো কৃষিঋণ প্রক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয়হীনতা বিদ্যমান ?

হ্যাঁ	না

১৫. কৃষি ব্যাংক, রাকাব কৃষিঋণের পাশাপাশি নানাবিধ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এতে করে কৃষিঋণ বিতরণ ও আদায় বিঘ্নিত হচ্ছে কি ?

বিঘ্নিত হচ্ছে	বিঘ্নিত হচ্ছে না

১৬. কৃষিঋণ বিতরণের রাজনৈতিক প্রভাব কতটুকু ?

ব্যাপক প্রভাব	স্বল্প প্রভাব

১৭. গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবাহের পেছনে মূল কারণ কি ?

তথ্য প্রদানে সহায়তা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের কার্যক্রম এলাকা

Operational Jurisdiction of Rajshahi Krishi Unnayan Bank.

রাজশাহী বিভাগ

Rajshahi Division

○ অঞ্চল ভিত্তিক শাখার সংখ্যা (৩০-০৬-৯২ ইং পর্যন্ত)

○ Region wise No. of Branches (As on 30.06.92)

মোট শাখার সংখ্যা ঃ ২৯৪

Total No. of Branches 294

● অঞ্চল

● Region

□ স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়

□ Local Principal Office